


মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

# শত মু'জিয়া

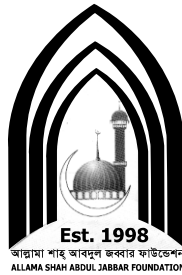
[আরবী কাব্যগ্রন্থ লামিয়াতুল মু'জিয়াতের বঙ্গানুবাদ]

মূল

আল্লামা হাবীবুর রহমান উসমানী 

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

---

## রাসূল ﷺ-এর একশত মু'জিয়া

মূল: আল্লামা হাবীবুর রহমান উসমানী رحمۃ اللہ علیہ

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

---

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-হোসাইন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

---

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

---

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৩ = সফর ১৪৩৫

---

প্রকাশনা ক্রমিক: ১০০, বিষয় ক্রমিক: ০৬

---

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

---

শব্দবিন্যাস: মু. সগির আহমদ চৌধুরী, ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬, mujahid\_sach@yahoo.com

---

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেক্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

---

মূল্য : ১৪০ [একশত চল্লিশ] টাকা মাত্র

---

**Mohanabee Sallallah Alihi Wya Sallamer Akshato M'jiza:** By: Hazrat Mawlana Muhammad Habibur Rahman Usmani, Translated In Bangla By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Academy, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 140

e-mail: [abdulhai.nadvi@yahoo.com](mailto:abdulhai.nadvi@yahoo.com)

[www.saaajbd.org](http://www.saaajbd.org)

## সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি	০৬
লেখকের কথা	০৮
দু'জাহানের সর্দার পাপীদের পক্ষে সুপারিশকারী, বিপদগ্রস্তদের ঠিকানা হযরত মুহাম্মদ <small>ﷺ</small> -এর দরবারে প্রার্থনা ও তাঁর মধ্যস্থতা গ্রহণ	১০
নবী করীম <small>ﷺ</small> -এর কতিপয় মুবারক রীতিনীতি স্বভাব চরিত্র ও গুণাবলির আলোচনা	১০
নুবুয়্যতপ্রাপ্তির পূর্বেকার বিশ্বের অবস্থা এবং পথভ্রষ্টতা ও খোদায়ী গযব ক্রোধে নিমজ্জিত বান্দাদের আলোচনা	১৫
নুবুয়্যতপ্রাপ্তির পর বিশ্ববাসী হিদায়তের আলো থেকে যা পেয়েছে তার আলোচনা	১৫
রিসালতের প্রচারে রাসূল <small>ﷺ</small> থেকে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা ও নিদর্শনসমূহের আলোচনা এবং মর্যাদার দিক দিয়ে সকল নবীর উর্ধ্বে তাঁর মু'জিয়া সম্পর্কে এবং সেই সকল মু'জিয়ারও আলোচনা যা একমাত্র তাঁকে দেওয়া হয়েছে অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি	১৫
প্রথম পরিচ্ছেদ তাঁর সেই বিশেষ মু'জিয়াসমূহের আলোচনা যা দেওয়া হয়নি ইতঃপূর্বে অন্য কোন নবীকে	১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, সূর্যের প্রত্যাবর্তন ও যথাস্থানে অবস্থান মহাকাশ ইত্যাদি সম্পৃক্ত রাসূল <small>ﷺ</small> -এর মু'জিয়াসমূহ	১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
অজৈব ও উদ্ভিদ বস্তু সম্পৃক্ত রাসূল <small>ﷺ</small> -এর মু'জিয়া	১৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
প্রাণীকুলের সাথে সম্পর্কিত রাসূল <small>ﷺ</small> -এর মু'জিয়াসমূহ	২৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
রাসূল <small>ﷺ</small> রিসালাত ও তাবলীগের ওপর প্রাণীকুলের সাক্ষ্যদান সম্পর্কীয় মু'জিয়াসমূহ	২৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
মৃতকে জীবিতকরণ সম্পর্কিত রাসূল <small>ﷺ</small> -এর মু'জিয়াসমূহ	২৯
সপ্তম পরিচ্ছেদ	
অগ্নিনিষ্ক্রিয়া স্পর্শকৃত মু'জিয়াসমূহ	৩১
অষ্টম পরিচ্ছেদ	
চাবুক, ছড়ি, লাঠি, আঙ্গুল ও চেহারা ইত্যাদি আলোকিত হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত রাসূল <small>ﷺ</small> -এর মু'জিয়াসমূহ	৩৩
নবম পরিচ্ছেদ	
হিজরতের পূর্বে কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও কষ্টদান থেকে নিরাপদ থাকা সম্পর্কীয় মু'জিয়াসমূহ	৩৬
দশম পরিচ্ছেদ	
হিজরতের পথিমধ্যে কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা হতে নিরাপদ থাকা প্রসঙ্গে রাসূল <small>ﷺ</small> -এর মু'জিয়াসমূহ	৪১
একাদশ পরিচ্ছেদ	
হিজরত পরবর্তী কাফিরদের ষড়যন্ত্র হতে নিরাপদ থাকা সংক্রান্ত রাসূল <small>ﷺ</small> -এর মু'জিয়াসমূহ	৪৩
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	
কুস্তিগীর রোকানা, যাকে কুস্তিতে এ পর্যন্ত কেউ পরাজিত করতে পারেনি তার সম্পর্কে রাসূল <small>ﷺ</small> -এর মু'জিয়াসমূহ	৬৪
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	
রাসূল <small>ﷺ</small> -কে কষ্ট প্রদানকারী লোকদের সাথে সম্পর্কিত	৪৭

মু'জিয়াসমূহ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রুগ্ন ও বিপদগ্রস্তদেরকে আরোগ্য দান সম্পর্কিত রাসূল ﷺ-এর  
মু'জিয়াসমূহ ৫০

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

খাবার ও পানীয় দ্রব্যাদির মধ্যে বরকত সম্পর্কিত রাসূল ﷺ-এর  
মু'জিয়াসমূহ ৫৩

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ




রাসূল ﷺ-এর দু'আ কবুল হওয়া সম্পর্কিত মু'জিয়াসমূহ ৬৩

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ



রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁর ইন্তেকালের পরবর্তীকালে  
সংঘটিত মু'জিয়াসমূহ ৬৬



## লেখক পরিচিতি

### নাম

নাম: আল্লামা মাওলানা হাবীবুর রহমান ইবনে হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান । তিনি জেলা সাহরানপুরের নিকটবর্তী দেওবন্দ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি মুফতীয়ে আ'যম হযরতুল আল্লামা মাওলানা আযীযুর রহমান ওসমানী -এর ছোট ভাই এবং শায়খুল ইসলাম হযরতুল আল্লামা মাওলানা শাববীর আহমদ ওসমানী -এর বড় ভাই।

### কর্মজীবন

তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী -এর ছেলে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ -এর পরে ১৩৪৭ হিজরীতে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার ষষ্ঠতম মুহতামিম নিযুক্ত হন। এরপূর্বে ১৩২৫ হিজরী মোতাবেক ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এই মাদ্রাসার সহকারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি বুদ্ধি ও বিদ্যা এবং বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টিতে হিন্দুস্তানের একক ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত, তাই স্বীয় সময়কালে দারুল উলূমের পরিচালনা অত্যন্ত উচ্চ আঙ্গিকে সমাধান করেন; বরং দারুল উলূমের কেন্দ্রীয় অবস্থান তাঁরই পরিশ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফসল।

জ্ঞানবান ব্যক্তিত্ব ও সম্মানের অধিকারী হিসেবে হায়দারাবাদের ইফতার পদ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ -এর পরে তাঁকেই অর্পণ করা হয়েছিল। নম্রতা, ভদ্রতা, সহনশীলতা ইত্যাদিতে তিনি সুখ্যাত ছিলেন। তিনি ফকীহুল হিন্দ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী -এর সিলসিলাভূক্ত ছিলেন। তরীকতের কার্যাদির খুবই পাবন্দ ছিলেন। তাই তিনি ইত্তেকালের দিন আফসোস করে বলেছিলেন যে, আহ! আমার বারো হাজার ইসমে যাতে র মা'মূলাত সম্পূর্ণ হয়নি। তিনি অত্যধিক রাত্র জাগরণ করতেন এবং সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকতেন। তিনি ১৩৪৭ হিজরী সালে ইহকাল ত্যাগ করে পরকালের বাসিন্দা হন।

### রচনাবলি

তিনি সাহিত্যের অঙ্গনে গদ্য ও পদ্য উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। কয়েকটি অত্যধিক উপকারী রচনা তাঁর চিরস্থায়ী ও সর্বাধিক স্মৃতি বহন করে। দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার সুবিখ্যাত লেখকদের মধ্য হতে তিনি

পঞ্চম স্থানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা قَصَائِدُ الْحَبِيبِ, إِشَاعَةُ الْإِسْلَامِ  
ও لَا مِثْلَ الْمُعْجَزَاتِ তাঁর অতুলনীয় রচনা।

আর এই গ্রন্থ রাসূল ﷺ-এর জীবনী ও মু'জিয়াতের ওপর অতুলনীয়  
কিতাব, যার দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্তও পরিদৃষ্ট হয়নি। হযূর আকরম ﷺ-এর মু'যিজা  
সংবলিত আরবী কাব্য ও সাহিত্য সমৃদ্ধ বইখানা আরবি না জানা সর্বস্তরের পাঠক-  
পাঠিকার খেদমতে জানার ও বোঝার উপযোগী করে পেশ করা হলো। সাধারণ  
লোকজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে আরবি ভূমিকাসহ কিছু কাব্য উপস্থাপন করা হয়নি।  
কোন ব্যক্তি উপকৃত হলে আমাদের শ্রম স্বার্থক। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর  
হাবীবের মুহাব্বত ও অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন।

১৬ ডিসেম্বর '১৩  
চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

## লেখকের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রাসূল ﷺ-এর একশত মু'জিয়া সংবলিত কসীদা, যা 'লামিয়াতুল মু'জিয়াত' নামে নামকরণ করা হয়েছে।

সমস্ত প্রশংসা আলাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট, যার অনুগ্রহে সমগ্র বস্তু পরিপূর্ণ হয়। আর রাসূল ﷺ-এর ওপর সর্বদা সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের সৃষ্টির কারণ এবং সমগ্র জাতির সরদার তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও সহচরগণের ওপরও সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, যাঁরা তাঁদের সকল প্রচেষ্টাকে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেছেন এবং পূণ্য অর্জনে প্রতিযোগিতা করে গেছেন।

আলাহ তা'আলার এই বান্দার ওপর অনুগ্রহ যে, সমস্ত নবীগণের সরদার হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর কিছু মু'জিয়াসমূহ এ কসীদার মধ্যে একত্রিত করতে পেরেছি। আর নিঃসন্দেহ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও ক্ষমা শাহী দরবার হতে আশাবাদী যে, এ কসীদাকে আমার নাজাত এবং বালা-মুসিবত হতে পরিত্রাণের অসিলা ও জান্নাতের মধ্যে মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম বানিয়ে দেবেন, আর তা দ্বারা আমার ভাইদেরকে উপকৃত করবেন। আর নিশ্চতভাবে যে ব্যক্তি এসব মু'জিয়াসমূহের কসীদাকে মুখস্থ করবে এবং স্থায়ী মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করবে সে এমন বহু মু'জিয়ার জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হবে যার আওয়াজ কখনো তার কানে পৌঁছেনি এবং এ বিষয়ে লিখিত বহুসংখ্যক কিতাব অধ্যয়নে প্রাণান্তকর চেষ্টা করা ছাড়া সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। অথচ নিঃসন্দেহে এটা (অর্থাৎ বহুসংখ্যক কিতাব অধ্যয়ন) এমন একটি বিষয়, যা প্রত্যেক ব্যক্তির অতি সহজেও প্রত্যেক সময় অর্জিত হয় না।

জানা আবশ্যিক যে, যখন রাসূল ﷺ-এর মু'জিয়াসমূহ গণনার আওতা নয়; বরং সেগুলোর সীমা নির্ধারণ ও গণনা করা কারো জন্যই সম্ভবপর নয়। এ জন্য আমি এ কসীদা শুধুমাত্র একশত মু'জিয়াতে সমাপ্ত করেছি এবং এ কসীদাকে بِأَمْرِ الْمُعْجَزَاتِ নামে নামকরণ করেছি, আর لَا مِثْلَ الْمُعْجَزَاتِ-এর সাথে লকব (উপনাম)-যুক্ত করেছি। অতঃপর এ সকল মু'জিয়াসমূহকে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করেছি এবং প্রত্যেক প্রকারে সেই প্রকারের মু'জিয়াসমূহকে স্থান দিয়েছি। আর রাসূল ﷺ-এর মু'জিয়াসমূহকে একটি কসীদাতে একত্রিত করা আমার সাধ্যের বাইরে এবং আমার সামর্থ্যের স্বল্পতা আমাকে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বাধাপ্রদানকারী হয়েছে; কিন্তু আলাহ তা'আলা আমার ওপর



অনুগ্রহশীল হয়েছেন এবং এ কঠিনতম কাজকে আমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং আলাহ তা'আলার তওফীক ও অনুগ্রহে এ সকল মু'জিয়াসমূহ রচনা করতে আমাকে সহায়তা করেছে। যার মাধ্যমে আজ এ কসীদা মুসলমানদের চোখসমূহের জন্য শীতলতা এবং সেসব আশেকে রাসূলদের অন্তরের রক্ত-ভাণ্ডার সাব্যস্ত হয়েছে যারা রাসূল ﷺ-এর স্মরণ এবং তাঁর গুণাগুণের বর্ণনা ও শ্রবণের জন্য পাগলপারা। হে আল্লাহ তা'আলা! তুমি এ কিতাবকে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যম করে নাও।

হে কল্যাণকামী ভাইসব! সম্ভবত যখন তুমি এ কিতাবকে অধ্যয়ন করবে, তখন এমন অনেক কাব্যিক ক্রটি এবং ভাষাগত ভুল দেখতে পাবে; যা তোমার মনঃপুত হবে না, তবে জেনে নাও যে, এটা তোমার সেই স্বল্প সামর্থ মুসলমান ভাইয়ের মেহনতের ক্রটির ফসল, যে কোনো ফসীহ ও বলীগ কসীদা রচনার ইচ্ছা করেনি; বরং তার উদ্দেশ্য শুধু সহজভাবে সংরক্ষণের জন্য রাসূল ﷺ-এর মু'জিয়াসমূহকে কাব্যিক আকারে একত্রিত করা। সুতরাং আপনি তার ভুল-ক্রটিগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন, আর আমার জন্য উত্তম সমাপ্তির দু'আ করুন। আলাহ তা'আলাই সকল তওফীকের একমাত্র অধিকারী।

## দু'জাহানের সর্দার পাপীদের পক্ষে সুপারিশকারী, বিপদগ্রস্তদের ঠিকানা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর

### দরবারে প্রার্থনা ও তাঁর মধ্যস্থতা গ্রহণ

১. মহান মর্যাদাশীল সর্দারের দরবারেই এমন পাপীর ঠিকানা ও আশ্রয়।
২. তিনি সকল নেতাদের নেতা, সমগ্র নবীকুলের গৌরব, তাওহীদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাকারী, সকল (ভ্রান্ত) ধর্মসমূহের রহিতকারী।
৩. আশ্রয় নাও সে নির্বাচিত সত্তার দরবারে যিনি সৃষ্টির সেরা বিপদগ্রস্তদের ঠিকানা, সকল সমস্যার সম্মানিত সমাধানকারী।
৪. (তোমার কুকর্মের ফলে দরজা খুলতে যদি বিলম্ব হয় তবুও নিরাশ হয়ো না) বরং বিনয় ও একাগ্রতার সাথে দরজায় করাঘাত করতে থাকো। কেননা সর্বদা করাঘাতে পৌঁছতে পারবে তোমার স্বীয় উদ্দেশ্যে।
৫. উটের ন্যায় তুমিও সেই সত্তার আশ্রয় নাও যিনি (সকল সৃষ্টির) প্রত্যাশিত এবং ধরো তাঁর (আঁচল) (পাপ মোচনের পাশাপাশি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক) হয়ে যাবে তুমি সম্পদশালী।

### নবী করীম ﷺ-এর কতিপয় মুবারক

#### রীতিনীতি স্বভাব চরিত্র ও গুণাবলির আলোচনা

৬. উভয় জগতের সর্দার তিনি অন্ধকারের (পথ ভ্রষ্টতার) প্রদীপ (দিশারী) (আলাহ তা'আলার) আদিজ্ঞানে তিনিই সর্বপ্রথম সৃষ্টি।
৭. উভয় জগতে তাঁর আলোই প্রজ্বলিত, তার থেকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলই জ্যোতি গ্রহণ করে।
৮. তাঁর মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মতো (দীপ্ত) কিংবা চাশতের সূর্য, তাঁর বক্ষ (মুবারক) নবী-রাসূলদের জন্য তাক স্বরূপ।

**উপকার:** উক্ত পঙক্তিটি এই হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছে যা ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহু হযরত আয়িশা রাঃ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী ﷺ-এর সকল গুণগ্রাহী হুযূর ﷺ-এর চেহারা মোবারককে তুলনা করেছেন চাঁদের পূর্ণিমার সাথে।

৯. তাঁর দানশীলতায় সর্ব প্রকারের সতেজতা আনয়ন করে। একবার পান করুক কিংবা একাধিক, এমন বর্ণার ন্যায় যার পানি অতিসুমিষ্টি, পিপাসা নিবারক এবং নির্বিঘ্নে প্রবেশকারী।
১০. নবীজী ﷺ-এর (দেহ মোবারক হতে নির্গত) সুগন্ধি মেশকের ন্যায় তীব্র ও সমারোহ, সুগন্ধির সৌরভে সুরভিত হয়ে যায় সমগ্রবিশ্ব।

**উপকার:** ইমাম আল-বায়হার রাহিমুল্লাহ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাহিমুল্লাহ-এর রেওয়ায়াত থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কোথায় যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন আমার কাছে এসো, আমি তাঁর কাছাকাছি হলাম। তখন আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ থেকে এমন এক সুগন্ধি তথা সুবাস ছড়িয়ে পড়ার অনুভব করলাম যা আমি মিশক কিংবা আশ্বর থেকেও কখনো অনুভব করিনি। এরূপ একটি ঘটনা 'মুসনদে দারেমী' গ্রন্থেও রয়েছে।

১১. তাঁর পবিত্র দেহের সুগন্ধির সৌরভে, দর্শনার্থীগণ সহজেই চিনতে পারে তাঁর গমন পথ।

**উপকার:** উলিখিত পঙ্ক্তিটি এই হাদীসের দিকে ইঙ্গিত যা ইমাম আল-বায়হার রাহিমুল্লাহ হযরত আনাস রাহিমুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো মদীনার গলিতে বিচরণ করলে দেহের ছাণে মানুষ হৃষ্যরের গমনপথ চিনতে পারতো।

১২. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দেহ থেকে নির্গত ঘর্ম তাঁদের (সাহাবীদের) বিয়ে-শাদিতে ব্যবহৃত হতো উত্তম সুগন্ধি স্বরূপ।

**রাসূল** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘর্ম আতরের চেয়েও সুরভিত ছিল

ইমাম ইবনে আসাকির রাহিমুল্লাহ হযরত আবু হুরায়রা রাহিমুল্লাহ-এর রিওয়ায়াত থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে নিবেদন করল, ওহে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মেয়ের বিয়েতে আপনিও কিছু সাহায্য করুন। তিনি বললেন, তোমাকে দেবার মতো কোনো সম্পদ তো আমার কাছে নেই। হ্যাঁ একটা বড় মুখবিশিষ্ট বোতল আর একটি লাকড়ি নিয়ে আসো। সে ব্যক্তি নির্দেশ পালন করল। তিনি হাতের কজি মুছে প্রাপ্তঘামগুলো বোতলের ভিতর রাখলেন দেখতে না দেখতে বোতল ভর্তি হয়ে গেল। তিনি বললেন, এগুলো নিয়ে যাও আর তোমার মেয়েটিকে বলবে যে, এ কাঠের টুকরা দ্বারা বোতলের ভিতর থেকে ঘামগুলো সুগন্ধির পরিবর্তে ব্যবহার করবে। মেয়েটি উপদেশ অনুযায়ী এরূপ করল। ফলে যখনই মেয়েটি সুগন্ধি লাগাতো তখনই এই সুগন্ধির সৌরভ পেয়ে ধন্য হতো সকল মদীনাবাসী। এ জন্য সে ব্যক্তির গৃহটি সুরভী অধিকারীদের গৃহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

এ ধরনের একটি হাদীস ইমাম মুসলিম রাহিমুল্লাহ ও হযরত আনাস রাহিমুল্লাহ-এর রিওয়ায়াত দ্বারা এবং ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রাহিমুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রাহিমুল্লাহ-এর সূত্র পরম্পরায় বর্ণনা করেছেন।

১৩. তাঁর হস্তদয় ছিল অতি পুরু, সিক্কের ন্যায় মুলায়েম, তার স্পর্শ রোগ উপশমের জন্য যথেষ্ট।

রাসূল ﷺ-এর হাতের স্পর্শে আরোগ্য লাভ

ইমাম ইবনে সাকান আলিয়াহি ও ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী আলিয়াহি হযরত মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম রাযিহা থেকে বর্ণনা করেন, যে খন্দকের যুদ্ধে আমরা রাসূল আলিয়াহি-এর সঙ্গী ছিলাম। আমার ভাই হযরত আলী ইবনুল হাকাম রাযিহা পরীখা অতিক্রমের জন্য ঘোড়া দৌড়ালেন, কিন্তু পার হতে পারেননি, দুর্ভাগ্যবশত প্রাচীরের সাথে ধাক্কা লেগে তাঁর গোড়ালি ভেঙে যায়। রাসূল আলিয়াহি-এর নিকট আসলে তিনি হস্ত মুবারক বুলিয়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাইয়ের গোড়ালি ভালো হয়ে যায়।

১৪. যখনি তিনি ছাগীর স্তনে হাত দিতেন তখনই তাতে দুধ ফিরে আসতো।  
ছাগীর ওলান দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যেতো।

রাসূল আলিয়াহি-এর স্পর্শের বরকতে বাচ্চাবিহীন ছাগী থেকে দুধ বেরিয়ে আসা  
হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাযিহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তখন যুবক, মক্কাতে উকবা ইবনে আবু মু'ঈনের ছাগল চরাতাম। মক্কাবাসীর নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল আলিয়াহি যখন মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করলেন, পথিমধ্যে রাসূল আলিয়াহি ও হযরত আবু বকর রাযিহা-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। রাসূল আলিয়াহি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার কাছে পান করার দুধ আছে কি? প্রত্যুত্তরে বললাম, আমি তো মালিক নই কেবল রাখাল। উভয়ে বললেন, তোমার কাছে এমন ছাগী আছে যে এখনো বাচ্চা দেয়নি। আমি হ্যাঁ বলে একটি ছোট বাচ্চা তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত করলাম। রাসূল আলিয়াহি তার ওলানে হাত বুলিয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন। ওলান দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। হযরত আবু বকর রাযিহা পাথরের একটি পাত্র নিয়ে আসলেন, উভয়ে তৃপ্তির সাথে পান করলেন। অতঃপর নবী করীম আলিয়াহি-এর নির্দেশে স্তন তার পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল।

১৫. তাঁর পবিত্র থুথুতে (দু'টি থুথু) রয়েছে: আহায্য দ্রব্যাদিতে বধনতা ও (রুগ্ণ ব্যক্তির) চিকিৎসা, যখন পাত্রে নিক্ষেপ করতেন কিংবা রুগীর ওপর থুথু ফেলতেন।

রাসূল আলিয়াহি-এর পবিত্র লালার বরকতে মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হওয়া

হযরত উমাইয়া ইবনে মাস'উদ রাযিহা থেকে বর্ণিত যে, তিনি স্বীয় পাঁচ বোনকে নিয়ে বাইয়াতের উদ্দেশ্যে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখতে পেলেন গোশতের টুকরো আহার করছেন। তার কিছু অংশ চর্বন করে পাঁচ বোনসহ আমাকে খেতে দিলেন। তাঁর বদৌলতে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের কারো মুখে দুর্গন্ধ দেখা দেয়নি।

একপ্রস্থ ছাগীর হস্ত ‘আবদুল মুত্তালিব পরিবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হলো। ইমাম ইবনে ইসহাক রাহুল প্রমুখ হযরত ‘আলী (রাযি) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যখন ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ আয়াতখানি<sup>১</sup> অবতীর্ণ হলো তখন তিনি আবদুল মুত্তালিবের পরিবারদেরকে দাওয়াত করেন। তাঁদের জন্য তিনি একটি ছাগীর একটি হাত আর এক পালি আটা পাক করে তাঁদের সামনে পরিবেশন করলেন। আর সেই রান্না করা গোশত থেকে একটা গোশত তাঁর মুক্তো সাদৃশ্য স্বচ্ছ দস্ত দ্বারা কেটে সেগুলোর পাশে রেখে দিলেন। তিনি সবাইকে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে আহার করতে নির্দেশ করেন, ফলে সকলে মিলে খেয়ে তৃপ্ত হলেন। এদিকে পানাহার শেষ হলো; কিন্তু গোশতগুলো এত খাওয়ার পরও শেষ তো হলো না। তারপরও মোটেও কমল না। অথচ আগত অতিথিদের খাদ্যের পরিমাণ একটি ভুনা বকরির চেয়েও ছিল বেশি পরিমাণের। ঘটনা এ পর্যন্ত শেষ নয়। তিনি সকলকে পুনরায় আদেশ করলেন দুধ পান করতে। তারা তৃপ্তি সহকারে পান করল। এক গ্লাস দুধ সকলেই পান করেও নিঃশেষ করতে পারেনি। অথচ তারা সবাই পান করতেন এক লিটার দুধের চেয়েও বেশি। পুনরায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছে করলেন কিছু বলতে, কিন্তু আবু লাহাব একথা বলে সমাবেশ ভেঙে দিল যে, সমবেত অতিথিদের উদ্দেশ্যে করে বলছি, ‘মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমারে ওপর যাদু করে দিয়েছে।’ সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুই বলার সুযোগ পাননি। পরের দিনও এরূপ ঘটনাই ঘটেছে।

ইমাম বায়হাকী রাহুল ও ইমাম আবু নু‘আইম ইম্পাহানী রাহুল এরূপই বর্ণনা করেছেন।

১৬. মানুষ যখন খরায় নিমজ্জিত হয় (আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দু‘আ করতেন। তখন মেঘের ঘনঘটায় হয়ে যেত অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং মুষলধারে বর্ষণ হতে থাকতো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু‘আয় বৃষ্টি আরম্ভ ও বন্ধ হওয়া

সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনস রাহুল থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে দুর্ভিক্ষ নেমেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার খুতবা দিতে শুরু করলে এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আরজ করল, ইয়া রাসূললাহ! দুর্ভিক্ষের ফলে পশুপাল যাচ্ছে মরে আর সন্তান-সন্ততি ক্ষুধার্ত হয়ে আছে। অতএব আপনি পানির জন্য দু‘আ করুন। তিনি তখন হাত উত্তোলন করে প্রার্থনা করলেন। তখন আকাশে আমরা একখণ্ড মেঘও দেখতে পাইনি। যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, আমি তার শপথ করে বলছি যে, তিনি প্রার্থনা সমাপনাস্তে

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আশ-শু‘আরা, ২৬:২১৪

হাতগুলো পৃথক করছিলেন এ অবস্থায় পর্বত শিখর থেকে মেঘমালা উড্ডয়ন করতে আরম্ভ করল। তিনি মিসর থেকে উঠে আসতে না আসতেই দেখা গেল তার আশ্রুগুলো বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়ে উঠল। ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে লাগল দাড়ি মোবারক থেকে। সেদিন থেকে পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত একাধারে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছিল। দ্বিতীয় জুমায় সে আগের গ্রাম্য লোকটি দাঁড়িয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূল্লাহ! অধিক বৃষ্টির ফলে ঘরগুলো ধ্বসে পড়ছে। রাসূল ﷺ উভয় হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করলেন, ইয়া আল্লাহ! আমাদের শহরের আশে পাশে বৃষ্টি হোক শহরের ভিতর যেন বৃষ্টি আর না হয়। একথা বলে তিনি যদিকে ইশারা করতেন মেঘগুলো সেদিকে ছড়িয়ে পড়তো। এভাবে মদীনার আশপাশ থেকে পুঞ্জপুঞ্জ মেঘমালা সম্পূর্ণভাবে সরে গেল। পক্ষান্তরে ‘ফাতাদা’ উপত্যকায় সুদীর্ঘ মাসকাল মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হলো।

১৭. যখন কুপের পানি নিচে অবতরণ করে এবং স্বল্প চোষিত পানির সঙ্কটে তার পবিত্র হস্ত থেকে পানি নির্গত হয় অতি টগবগে।

**রাসূল ﷺ-এর অঙ্গুলি হতে পানি নিঃস্রবণ**

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হযরত জাবের রাঃ-এর রিওয়ায়াত থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন আমি হুযর রাঃ-এর সফর সঙ্গী হলাম। আসরের আযান হলো। খুব স্বল্প পানি ছিল। রাসূল ﷺ-এর সম্মুখে একটি পাত্র-উপস্থিত করা হলে তিনি তাতে হাত রেখে বললেন, সবাই এসে অযু করো এবং দেখ কুদরতের খেলা। আল্লাহর শপথ! রাসূল ﷺ-এর হস্ত মোবারক হতে জলরাশি উথলে উঠল। তখন আমাদের দলে ১৪০০ সৈনিক ছিল, সকলেই অতি তৃপ্তির সাথে পানি পান করে নিল।

১৮. হাসতে গিয়ে যখন দস্ত (মোবারক) প্রকাশিত হতো তখন ঘনঘটা অন্ধকার রজনী হয়ে যেতো দীপ্তময়, রাস্তা হয়ে যেতো পরিষ্কার।


**রাসূল ﷺ-এর শুভ্র-স্বচ্ছ দন্তরাজি হতে মুক্তার ন্যায় আলো বিচ্ছুরণ**

ইমাম ইবনে আসাকির রাঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ-এর রিওয়ায়াত দ্বারা বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-এর পবিত্র দন্তরাজি পরস্পর খনিক ফাঁকা ছিল। কথাবার্তার সময় তাঁর দাঁতগুলো থেকে আলোর বিচ্ছুরণ পরিলক্ষিত হতো। তখন সেগুলো মুক্তার মতো চকচক করে উঠতো।

১৯. পানির সঙ্কটে তাঁর পবিত্র হস্ত থেকে পানি উথলে নির্গত হতো।

**রাসূল ﷺ-এর বরকতে কুপের পানি ফেঁপে উঠা**

ইতিহাসবিদ ওয়াকেদী রাঃ উল্লেখ করেন যে, হযরত নবিয়াহ ইবনুল আযাস রাঃ রিওয়ায়াত করেন যে, একবার সফরকালীন অবস্থায় সৈন্যরা পানির

সল্পতার অভিযোগ করলো। রাসূল  তূনীর থেকে একটি তীর বের করে আমাকে দিলেন। এরপর কূপ থেকে এক বালতি পানি এনে অযু করত কুলির পানি বালতির ভিতর ফেলে দিলেন। পরে আমাকে বললেন, এ বালতিটি সোজা কূপের অভ্যন্তরে ফেলে দাও। আর এই ধনুকটাকে কূপের ভিতর গেঁড়ে দাও। আমি তাঁর সে উপদেশটি পালন করতে গেলাম। আলাহর শপথ আমি খুব তাড়াতাড়ি কূপ থেকে বের হতে পারিনি। কেননা কূপের জলধারা উথলে ডেকচির উঠল উত্তপ্ত পানির ন্যায়। এমনকি কূপটি পানিতে টাইটুম্বর হয়ে উঠল। সফরের অভিযাত্রীদল এর চারিধার থেকে পানি সংগ্রহে লেগে গেল। সবাই একযোগে বরকতময় পানির অমীয়া সুধায় পরিতৃপ্ত হলো।

২০. তাতে সহস্রাধিক সৈন্য তৃপ্তি লাভ করে, তারা অযু করুক কিংবা গোসল।

২১. তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বীয় কর্মের ভিত্তিতে এই রহমতের অন্তর্গত।

## নুবুয়্যতপ্রাপ্তির পূর্বেকার বিশ্বের অবস্থা এবং পথভ্রষ্টতা ও খোদায়ী গযব ক্রোধে নিমজ্জিত বান্দাদের আলোচনা

২২. সমগ্র বিশ্ব ছিল (পথভ্রষ্টতায়) অন্ধকারাচ্ছন্ন। হিদায়তের ছিল না কোনো আলো।

২৩. কতিপয় লোক তাদের স্বীয় মূর্তির উপাসনা করতো। সিজদা, তওয়াফ ও হেলিয়ে চলার মাধ্যমে।

২৪. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ছিল স্ব স্ব মূর্তি, সেগুলো অপমানিত চেহারাকে ঘর্ষণ করে (অপবিত্র করে)।

২৫. তাদের মধ্যে কতিপয় ওয়যার পূজা করে, আবার অনেকে মূর্তি হুবলকে তাদের সাহায্যকারী মনে করে।

২৬. ইসাফ ও তার সহোদর নায়েলা তাদের উপাস্য ছিল, সাংঘাতিক ব্যাপার খানায় কা'বাতে তাদের অর্চনা ছিল।

২৭. (উল্লিখিত আলোচনা ছিল মুশরিকদের) দ্বিতীয় একটি সম্প্রদায় (খ্রিস্টান) ত্রিত্ববাদীর পক্ষ হলো পথভ্রষ্ট। মহান আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে তারা পুত্র সন্তান।

২৮. তাদের জ্ঞান অতিক্ষুদ্র বিধায় বক্রতায় বশীভূত হয়ে তারা স্রষ্টার সাথে দুর্বল সৃষ্টিকে তুলনা করেছে।

২৯. দ্বিতীয় একটি দল (ইহুদী) পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে এ অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করে (খোদায়ী) নূরকে নির্বাপাতে লিপ্ত।

৩০. অবতীর্ণ তাওরাতকে তারা বিকৃত করে দিয়েছে, তার বর্ণ ও বাক্যসমূহে পরিবর্তন আনয়ন করেছে।

৩১. তাওরাতের বিধানসমূহে তারা আমূল পরিবর্তন এনেছে। তারা অন্ধতায় নিমজ্জিত হয়ে তীর-তরবারি নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে।
৩২. তারা হক কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অথচ সকলেই অবগত যে, তার অবতীর্ণ হওয়া সত্য।
৩৩. অতঃপর দ্বিতীয় একটি সম্প্রদায় যাদেরকে সম্বন্ধ করা হয় উত্তমু অগ্নির দিকে তারা উপসনা করে অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে।
৩৪. আরবদের কোন হিদায়তের আস্তানা ছিল না। আর অনারবদের জন্য কোনো শান্তির ঠিকানা ছিল না।
৩৫. পর্বত চূড়ার গুহায় আশ্রয়ী ছাড়া তাদের সকলেই (আল্লাহর) ক্রোধ ও গযবে আক্রান্ত হয়েছিল।

### নুবুয়্যতপ্রাপ্তির পর বিশ্ববাসী হিদায়তের আলো থেকে যা পেয়েছে তার আলোচনা

৩৬. তাঁর জ্যোতির বিকাশে আলোকিত হয়েছে সমগ্র বিশ্ব। তাঁর আলোতে ভরে গেছে মরু প্রান্তর ও পর্বতমালা।
৩৭. আলাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছেন বিশাল রাজত্ব, মিটে গেছে সকল ভ্রান্ত ধর্ম, মলিন হয়েছে সর্ব প্রকারের অপশাসন।
৩৮. হিদায়তের ঘর তথা কা'বা থেকে বের করে দিয়েছেন। তিনি সকল প্রকার প্রতিমা। দূরীভূত হয়ে গেছে মূর্তি উয্যা, হুবলের সকল অন্ধকার।
৩৯. গির্য়ায় খ্রিস্টানদের ক্রুশ করে দেওয়া হয়েছে চুরমার। নিভে গেছে পারস্যদের অগ্নিকুণ্ডলী, অন্তমিত হয়ে গেছে তাদের সকল অগ্রগতি।

রিসালতের প্রচারে রাসূল ﷺ থেকে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা ও নিদর্শনসমূহের আলোচনা এবং মর্যাদার দিক দিয়ে সকল নবীর উর্ধ্বে তাঁর মু'জিয়া এবং সেই সকল মু'জিয়ারও আলোচনা যা একমাত্র তাঁকে দেওয়া হয়েছে অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি

৪০. হিদায়তের প্রচারে প্রকাশ করেছেন তিনি অনেক নিদর্শন। (যার প্রভাবে) বক্রতার মধ্যে এসেছে বিশুদ্ধতার আমূল পরিবর্তন। বিদূরিত হয়েছে সকল ভ্রান্ত ধারণা।
৪১. পূর্ববর্তী বিশিষ্ট নবী ও রাসূল হতে যে পরিমাণ মু'জিয়া প্রকাশিত হয়েছে।
৪২. সর্বপ্রকারের মু'জিয়াতে রয়েছে তাঁর সম অংশ, বরং তার চেয়েও অধিক উচ্চতর, উজ্জ্বল ও সম্মানী মু'জিয়ার অধিকারী।
৪৩. পূর্ববর্তী সকল নবীদের ওপর তাঁর মু'জিয়া অগ্রগামী। পুস্তক কিংবা রেজিস্টারে তাঁর বর্ণনা অসম্ভব।



৪৪. এছাড়া তাঁকে এমনও মু'জিয়া দেওয়া হয়েছে যা ইতঃপূর্বে অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। তাতে কোনো প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

## তাঁর সেই বিশেষ মু'জিয়াসমূহের আলোচনা যা দেওয়া হয়নি ইতঃপূর্বে অন্য কোন নবীকে

৪৫. সর্বাগ্রে কুরআনকে নাও, যে পরিপূর্ণ বর্ণনা করে দিয়েছে যা সুস্পষ্ট।  
অতঃপর তুমি শুনো যে, অবতরণের পর থেকে অদ্যাবধি সার্বজনীন স্বীকৃত  
তাঁর অলৌকিকতা।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন: আলামা জালাল উদ্দীন আস-সূয়ুতী আলোয়াহি আলিয়াহি বর্ণনা করেন যে, নবীদের মু'জিয়াসমূহ তাঁদের সময়কাল শেষ হবার সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ জন্য তাঁদের মু'জিয়া শুধু যারা সেকালে উপস্থিত ছিল তারাই অবলোকন করতে পেরেছে। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম সে মু'জিয়াগুলো দেখতে পায়নি। কিন্তু কুরআন মাজীদের মু'জিয়া মহাগ্রন্থ পর্যন্ত চিরন্তন।

৪৬. (কুরআনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, সকল জিন ও মানবজাতি) অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করতে অক্ষম। (তাতে যদি সন্দেহ লাগে) তাহলে সে যেন তার সাদৃশ্য নিয়ে আসে।

৪৭. এই পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই ভাষার মু'জিয়া প্রকাশ পেয়েছে। এ মু'জিয়াটি হযূর আল্লাহু আলায়হি ছাড়া অন্য কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি।

৪৮. তাকে বারংবার অধ্যয়নে প্রাচীন বিস্মন করে নাকো। অনর্গল আবৃত্তিকারী কখনো এর তিলাওয়াতে ঘাবড়ে যায়নি।

উপকার: আলামা জালাল উদ্দীন আস-সূয়ুতী আলোয়াহি আলিয়াহি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অলৌকিকত্বের বিভিন্ন দিক বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, পবিত্র কুরআন অনর্গল আবৃত্তিকারী কখনো এর আবৃত্তিকরণে ঘাবড়ে যায় না। এর মাধুর্যের পরিবৃদ্ধি সাধিত হয়, যতই পাঠ করা হয় ততই এর জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে অন্য কোন বাণী, সেটা যথই ভালো হোকনা কেন; কিন্তু অনবরত পাঠ করলে মন ঘাবড়ে যায়, বিরস ও বিস্বাদ জেগে উঠে। এ জন্যই তো হযূর আল্লাহু আলায়হি ইরশাদ করেন যে, মহাসম্মানিত কুরআন অধিক তিলাওয়াতকরণের ফলেও কখনো পুরানো হয় না।

৪৯. কুরআন তিলাওয়াতে অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত হয়। ভয়-আতঙ্কে চামড়ার ওপর লোম কাঁটা দিয়ে উঠে।

৫০. (তত্ত্ব ও জ্ঞানের) যে ভাণ্ডার তাতে লুকাইত তা কোনো দিন শেষ হওয়ার নয়। অথচ তার রহস্য উদ্ভাবনে (অনেক জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর) জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে।

৫১. (আরবের সকল পণ্ডিতগণ!) তাদের অক্ষমতা বুঝতে পেরে স্বীকার করলো যে, উচ্চাঙ্গ সাহিত্যঙ্গনে এটি দুর্লভ ।

৫২. যে ব্যক্তি তাকে মন্তুরহীন তিলাওয়াত করে সে সফল । তাকে দেখতে পাবে যে, অবতরণ করতেই পুনরায় যাত্রা শুরু করে । (অর্থাৎ পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে পুনরায় আরম্ভ করে ।)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, সূর্যের প্রত্যাবর্তন ও যথাস্থানে অবস্থান

মহাকাশ ইত্যাদি সম্পৃক্ত রাসূল ﷺ-এর মু'জিয়াসমূহ

৫৩. তাঁর ইঙ্গিতে চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেছে । উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ দুই টুকরার মধ্যস্থলে পর্বতমালা প্রত্যক্ষ করেছে ।

রাসূল ﷺ-এর ইশারায় চাঁদের দ্বি-খণ্ডিত হওয়া

মুসনাদে আবু নু'আমে সাহাবী হযরত যুবাইর ইবনে মুত'ইম রাঃ-এর বর্ণনায় তাবেয়ী হযরত আতা রাঃ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নুবুয়্যত যুগে একবার মুশরিকরা আরজ করল যে, আপনি যদি বাস্তবিকই আলাহর সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে চাঁদটি দু'টুকরো করে দেখান তো দেখি । যার এক অংশ থাকবে আবী কুবাইস পর্বতে আর অপর অংশ থাকবে কাইকাআন পর্বতে । এটা ছিল পূর্ণিমা অর্থাৎ চৌদ্দ তারিখের রাত্রি । সুতরাং রাসূল ﷺ আলাহর নিকট প্রার্থনা করলে এ মু'জিয়াটি প্রকাশ পায় । চন্দ্রটি দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেছে । যার অর্ধাংশ আবী কুবাইস পাহাড়ে, আর অপর অর্ধাংশ কাইকাআনের ওপর । তখন তিনি বললেন, তোমরা সবাই এর ওপর সাক্ষী থাকো ।

এ হাদীসটিকে ইমাম বুখারী রাঃ ও মুসলিম রাঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ-এর রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম । আমরা দেখলাম যে, চাঁদটি দু'অংশ হয়ে গেছে । এক অংশ পাহাড়ের এ অংশে, অপর অংশ ওপাশে । এরপর রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা এ মু'জিয়ার সাক্ষী থাকো । ওলামাগণ বলেন, চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হওয়া এমন মু'জিয়া যে, নবীগণের অপর কোনো মু'জিয়া এর সমকক্ষ হতে পারে না । কেননা এর সম্পর্ক আকাশ জগতের সাথে যা ভূ-খণ্ডের সাথে সম্পর্কহীন । এ জন্য এ ঘটনাকে পবিত্র কুরআনে সূরা আল-কামারের প্রথম আয়াতে উল্লেখ করেছেন । আয়াত হলো:

إِذْ كَرَّبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾

‘কিয়ামত সন্নিহিতে এসে গেছে এবং চাঁদটি দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে ।’<sup>১</sup>

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:২১৪

৫৪. অস্তমিত সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ-এর ডাকে লাক্বাইক বলে সাড়া দিয়েছে।

### অস্তমিত সূর্যের প্রত্যাবর্তন

এ ঘটনাটি ঘটেছে ‘সাহ্বা’ নামক স্থানে। স্থানটি মদীনা ও খাইবার নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এ প্রকারের ঘটনা ইমাম ইবনে মারদুরিয়া রহমতুল্লাহু আলাইহ হযরত আবু হুরায়রা রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর রিওয়ায়াত দ্বারা বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ-এর ওপর একদিন প্রত্যাদেশ (ওহী) অবতীর্ণ হচ্ছিল, তাঁর কল্যাণময় শির হযরত ‘আলী রহমতুল্লাহু আলাইহ’-এর কোলের ওপর রাখা ছিল। ব্যস্ততার কারণে হযরত ‘আলী রহমতুল্লাহু আলাইহ’ আসরের নামায পড়তে পারেননি। কেননা সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। তখন রাসূল ﷺ প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! ‘আলী রহমতুল্লাহু আলাইহ’ তোমার রাসূলের আনুগত্যে নিয়োজিত ছিল, এ জন্যে সে আসরের নামায পড়তে পারেনি। সুতরাং তুমি সূর্যকে আদেশ করো, যেন সে ফিরে আসে। হযরত আসমা রহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন, আমি দেখেছিলাম যে, সূর্য অস্ত গিয়েছে। তারপর আমি দেখলাম যে, অস্তের পরে পুনরায় তা উদিত হলো। তাবারানীর শব্দে এরূপ এসেছে যে, সূর্য উদয় হলো এবং পাহাড় ও মাটির ওপর কিরণ পড়তে লাগলো। হযরত ‘আলী রহমতুল্লাহু আলাইহ’ তখন উঠে অযু করলেন, আর ‘আসরের নামায আদায় করছিলেন।

৫৫. একবার দিবসকে বিলম্ব করেছেন। যখন সন্ধ্যাবেলা সূর্য অনুমতি প্রার্থনা করছিল অস্তমিত হওয়ার।

### দিবস দীর্ঘায়িতকরণ

এ ঘটনাটিকে তাবারানী ‘হাসান’-এর সনদে হযরত জাবির রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর ঘটনা বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল ﷺ একবার দিবসকে প্রলম্ব করেছিলাম। সন্ধ্যাবেলা সূর্য তখন অস্তমিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছিল, তখন তিনি সূর্যকে কিছুটা প্রলম্বিত যাওয়ার নির্দেশ দেন। ফলে সে দিবা ভাগে কিছুটা বিলম্বের পর আল্লাহর নির্দেশে অস্তমিত হলো।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### অজৈব ও উদ্ভিদ বস্তু সম্পৃক্ত রাসূল ﷺ-এর মু’জিয়া

৫৬. তাঁর পবিত্র হস্তে কঙ্কর এসে পাঠ করেছে আল্লাহর তসবীহ। উপস্থিত লোক সকলেই তা শুনতে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে।

### তাঁর হাতের মধ্যে পাথরের তাসবীহ পাঠ

ইমাম আল-বায়হার রহমতুল্লাহু আলাইহ এবং ইমাম আত-তাবারানী রহমতুল্লাহু আলাইহ তাঁর লিখিত আল-আওসাত গ্রন্থে এবং ইমাম আবু নু’আইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহু আলাইহ ও ইমাম

বায়হাকী <sup>রাহুল্লাহ</sup>হযরত আবু যর <sup>আনহু</sup>-এর বর্ণনা দিয়ে লিখেন যে, হযরত আবু যর <sup>আনহু</sup> বলেন, একদিন রাসূল <sup>আল্লাহ</sup> একাকী আসছিলেন। হঠাৎ আমিও তাঁর সমীপে উপস্থিত হলাম এবং তাঁর কাছাকাছি বসে পড়লাম। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক <sup>আনহু</sup> ও আসলেন। তিনিও সালাম জানিয়ে বসে পড়লেন। এরপর হযরত ফারুক আযম <sup>আনহু</sup> এবং ওসমান <sup>আনহু</sup> ও আগমন করলেন। এ সময় রাসূল <sup>আল্লাহ</sup> এর নিকট সাতটি কঙ্কর ছিল। তিনি সেগুলোকে মুষ্টির ভিতর রাখলে সেগুলো ‘সুবহানাল্লাহ’ বলতে লাগল। এমনকি আমি সেগুলোর গুঞ্জন মধু পোকার ভনভন ধ্বনির ন্যায় আওয়াজ শুনলাম। এরপর রাসূল <sup>আল্লাহ</sup> সেগুলো তাঁর হাত থেকে রেখে দিলে হঠাৎ নীরব হয়ে যায়। এরপর তিনি সেগুলো নিজ হাতে উঠিয়ে সিদ্দীক আকবর <sup>আনহু</sup>-এর হাতে রেখে দিলেন, তখন সেগুলো পুনরায় ‘সুবহানাল্লাহ’ বলতে লাগল। এমনকি আমিও সেগুলোর ধ্বনি শুনতে পেলাম। তারপর সিদ্দীক আকবর <sup>আনহু</sup> সেগুলো নিজ হাত থেকে রেখে দিলে তৎক্ষণাৎ নির্বাক হয়ে যায়। এরূপ হযরত ওমর <sup>আনহু</sup>-এর হাতেও এ ঘটনা ঘটল।

এরপর নবী করীম <sup>আল্লাহ</sup> ইরশাদ করেন, ‘এরই নাম হচ্ছে খিলাফত ও নুবুয়্যত।’ এ বিষয় সংবলিত হাদীস ইমাম ইবনে আসাকির <sup>রাহুল্লাহ</sup> ও হযরত আনাস <sup>আনহু</sup>-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৫৭. অরণ্যের নালা-নর্দমা প্রস্তররাজি তাঁকে দেখেই সালাম করেছে। তারা ডেকে বলে ইয়া নাবিয়াল্লাহ।

**পাথর কর্তৃক রাসূল <sup>আল্লাহ</sup>-কে সালাম প্রদান**

অরণ্যের নালা নর্দমার প্রস্তররাজি তাঁকে দেখেই সালাম করলো। তারা ডেকে বলতে লাগলো ইয়া নাবিয়াল্লাহ (ওহে আল্লাহর নবী!) ঘটনাটি ইবনে সা’আদ ও আবু নু’আইম ইম্পাহানী <sup>রাহুল্লাহ</sup> হযরত বারাহ বিনতে আবু হাজরা <sup>আনহু</sup>-এর বর্ণনাক্রমে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা’আলা যখন রাসূল <sup>আল্লাহ</sup>-কে নুবুয়্যতের পোশাক দ্বারা সম্মানিত করার ইচ্ছে পোষণ করলেন, তখন তিনি নিজ স্বভাবজাত প্রয়োজন পরিপূরণের নিমিত্তে জনবসতি থেকে একেবারে দূরে চলে যেতেন। তিনি চলে যেতেন পর্বতের গিরি-গুহা ও খানাক্ষন্দের কাছাকাছি। সেসময় তিনি যে পাথর বা গাছের নিকট দিয়ে পথ চলতেন। সেই পাথর বা গাছ-গাছালি আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূল্লাহ (ওহে আল্লাহর দূত! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) বলতো। তিনি ডানে বামে ফিরে তাকাতে, কিন্তু কোনো লোক তাঁর দৃষ্টিগোচর হতো না।

আবু নু’আইমের এক বর্ণনায় আরও উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল <sup>আল্লাহ</sup> তাদেরকে ওয়া আলাইকুমুস সালাম (তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলতেন।

৫৮. তেমনিভাবে অত্যধিক সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে পাথরমালা সিজদায় অবনত হয়ে কিংবা পর্বত গাত্র হতে পতিত হয়ে আনুগত্য পেশ করতো ।

পাথরসমূহ কর্তৃক তাঁকে সিজদা করা এবং পর্বত-গাত্র থেকে পতিত হওয়া ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহু আলাইহ হযরত মু'তামির ইবনে সুলাইমান (সা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে হাত ধরে কার্পেট সাদৃশ্য বিছানায় বসালেন, যাতে মনিমুক্তা গাঁথা ছিল । এরপর বললেন, পড়ুন:

اِذَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

‘আপনার প্রভুর নামে পড়ুন যিনি সৃষ্টি করেছেন ।’

এরপর বললেন, হে মুহাম্মদ তুমি ভয় পেয়ো না । তুমি মহান আলহর প্রেরিত পুরুষ । তিনি সেখান থেকে ফিরে আসা কালে যে গাছ বা পাথরের নিকট দিয়ে যেতেন, সেটিই তাঁকে আস-সালামু আলাইকুম ইয়া রাসূল্লাহ’ সিজদায় অবনত হয়ে বলতো । এটা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিত হলেন এবং বুঝে নিলেন আমি প্রেরিতদের তথা রিসালতের পোশাক দ্বারা সম্মানিত হয়েছি ।

৫৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে যখন খাবার উপস্থিত করা হত, তখন তা আলহর তাসবীহ পড়ত । অতঃপর তাসবীহ থেকে আর বিরত থাকেনি ।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে খাদ্য-বস্তু প্রভৃতির তাসবীহ পড়ার কাহিনী

হযরত আবু শায়খ রহমতুল্লাহু আলাইহ কিতাবুল ‘আযমত গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে মালিক রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে ‘ছারীদ’ (অর্থাৎ এক প্রকারের গোশতের ঝোল বিশিষ্ট খাদ্য যার মধ্যে রুটির টুকরা ফেলা হয়) আনা হলো । তিনি তখন বললেন, এ খাদ্য দ্রব্যটি ‘সুবহানাল্লাহ’ বলে যাচ্ছে । সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি তাদের সুবহানাল্লাহ বলাকে বুঝে নিচ্ছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ । অতঃপর এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন পাত্রটি অপর ব্যক্তির নিকট নিয়ে যাওয়ার । উক্ত পাত্রটি লোকটির নিকট রাখতেই সে বলে উঠল, ইয়া রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নিঃসন্দেহে এর কাছ থেকে সুবহানাল্লাহ ধ্বনি ভেসে আসছে । তিনি তাকে অপর ব্যক্তির নিকট নিয়ে যেতে বললেন সেও বলল, হ্যাঁ ঘটনা তা-ই । এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূল্লাহ! যদি আপনি পাত্রটি উপস্থিত সকল ব্যক্তির কাছে পৌঁছানোর নির্দেশ দিতেন, তাহলে কতই না ভালো হতো । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘যদি কারো কাছে গিয়ে এর আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেতো, তাহলে তার ব্যাপারে এ কথাটি ছড়িয়ে পড়তো যে, সে পাপী । সুতরাং পাত্রটি আমার কাছে নিয়ে এসো ।’ অতএব সেটা তাঁরই কাছে নিয়ে আসা হলো ।

৬০. সাহাবী আবুদ দরদা রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর পাতিলটি চুলা থেকে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং চেষ্টামেচি করে বিরামহীন আল্লাহর পবিত্রতা বয়ান করে যাচ্ছে ।

## পতিত পাতিলের ‘সুবহানাল্লাহ’ পঠন

হযরত শায়খ রহমতুল্লাহু আলায়হ খুসাইমার ভাষ্যে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতে সাহাবী হযরত আব্দ দরদা রহমতুল্লাহু আলাইহ কিছু খাদ্যবস্তু পাকাচ্ছিলেন। হঠাৎ পাতিলটি চুলা থেকে পড়ে গেল (উলটে গেল) এবং ঘুরপাক খাচ্ছিল ও টেঁচামেচি করে অশেষ মু’জিয়া রূপে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে যাচ্ছিল। অর্থাৎ পাতিলের কাছ থেকে সুবহানাল্লাহর ধ্বনি ভেসে আসছিল।

৬১. তাঁর নিকট ভেড়ার ছবিযুক্ত একটি ঢাল ছিল। কোনো হস্তচালনা ছাড়াই ছবিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

## রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঢাল থেকে ভেড়ার ছবি এমনিতেই মুছে যাওয়া

হযরত ইবনে সা’আদ রহমতুল্লাহু আলায়হ, হযরত আবু শায়বা রহমতুল্লাহু আলায়হ এবং ইমাম ইবনে আসাকির রহমতুল্লাহু আলায়হ মাকহুলের রিওয়াযাত সূত্রে বর্ণনা করেন যে, দু’জাহানের শিরোমণি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছবিযুক্ত একটি ঢাল ছিল। তাঁর কাছে এ ছবিটি ঝামেলা বোধ হচ্ছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহর নির্দেশে কোনো হস্ত চালনা ছাড়াই মু’জিয়া রূপে এই ছবিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এ ধরনের বিষয়বস্তু সংবলিত বর্ণনা হযরত আয়েশা রহমতুল্লাহু আলাইহ সূত্রে ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহু আলায়হ ও তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৬২. বনের গাছ-গাছালিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টির প্রার্থী ছিল। এ জন্য তারা অত্যন্ত বিনয় ও বিনম্র হয়ে তাঁকে সালাম করতো।

## বৃক্ষ কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম প্রদান

বনের গাছ-গাছালিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টির প্রার্থী ছিল। হযরত ইবনে সা’আদ রহমতুল্লাহু আলায়হ, ইমাম আবু ইয়া’লা রহমতুল্লাহু আলায়হ, ইমাম আল-বায়হার রহমতুল্লাহু আলায়হ, ইমাম আল-বায়হাকী রহমতুল্লাহু আলায়হ ও আবু নু’আইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহু আলায়হ ‘হাসান’ সূত্রে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর রিওয়াযাত বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার অংশীবাদীদের জালাতনের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘হুজন’ নামক স্থানে চিহ্নিত হয়ে আগমন করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আজ আমাকে এমন একটা মু’জিয়া দেখিয়ে দাও যে, সেটা দেখার পর আমি সেই মিথ্যা হতে নির্বিল্ল হয়ে যেতে পারি। কাজেই আল্লাহর হুকুমে তিনি বাগানের এক প্রান্তে মাটির ওপর অবস্থিত একটি গাছকে ডাকলে সে গাছটি দ্রুতততার সাথে চলল। পবিত্র ব্যক্তি সত্তার কাছে এসে সালাম জানাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরে যেতে আদেশ করলে সে আপন জায়গায় ফিরে যায়। আল্লাহ পবিত্র মহান সত্তাই বটে। কতই না আশ্চর্যজনক ঘটনা। তিনি বললেন, এখন আমার জাতি-গোষ্ঠীর কারো মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ফলে কোনো পরোয়া নেই।

এ জাতীয় বর্ণনা ইমাম ইবনে আবু শায়বা রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আবু ইয়া'লা রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম দারেমী রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম বায়হাকী রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রাহিমাহুল্লাহ হযরত আ'মশ রাহিমাহুল্লাহ সূত্রেও হযরত আনাস রাহিমাহুল্লাহ-এর রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন।

৬৩. বাগানের গাছগুলো যেন আদেশ প্রতি-পালনে মাটি চিরে মাটির ওপর চলাচল করার ব্যাপারে সরল-সহজ অনুগত প্রাণীর মতো দৌড়ে যায়।

**রাসূল সালামু আলাইহি-এর আদেশে গাছ-গাছালির মাটির ওপর চলাচল**

উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বৃক্ষকে ডাকলে বৃক্ষটি মাটির ওপর দ্রুতবেগে চলল। প্রাচুর্য ও কল্যাণময় ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হলো। রাসূল সালামু আলাইহি তাকে নিজ স্থানে ফিরে যেতে বললেন। সে নিজ স্থানে ফিরে গেল। বাগানের এ গাছগুলো যেন আদেশ প্রতিপালনে মাটি চিরে মাটির ওপর দৌড়ে যাচ্ছিল।

৬৪. অতঃপর তাঁকে দেখে সিজদায় পড়ে গেল। কোনো প্রকার ক্লান্ত কিংবা শ্রান্ত তার অন্তরায় হয়নি।

**রাসূল সালামু আলাইহি-এর ইশরায় খেজুর গুচ্ছের মাটিতে পতিত হয়ে সিজদা করা**

হযরত ইবনে সা'আদ রাহিমাহুল্লাহ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রাহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনা সূত্রে লিখেন যে, বনী আমের ইবনে সা'সাআহ গোত্রের এক বেদুঈন রাসূল সালামু আলাইহি-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আরজ করল যে, আমি কিভাবে বুঝব যে, আপনি আলাহ তা'আলার প্রেরিত পুরুষ। রাসূল সালামু আলাইহি বললেন, তুমি বলো আমি যদি তোমার সামনের অত্র খেজুর গাছের খেজুর গুচ্ছটিকে ডাকলে গুচ্ছটি আমার কাছে এসে যায়, তবে কি তুমি তৎক্ষণাৎ পবিত্র সত্য বাণী পড়ে নিবে? বেদুঈন বলল, নিঃসন্দেহে। তিনি গুচ্ছটিকে ডাকলে গুচ্ছটি গাছ থেকে সরাসরি মাটিতে নেমে এসে লাফালাফি করতে লাগল।

ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রাহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনায় এ শব্দটিও এসেছে যে, গুচ্ছটি এতে তাঁকে সিজদা করল। তখন রাসূল সালামু আলাইহি সেটাকে নিজ স্থানে ফিরে যেতে বললে সে নিজ জায়গায় ফিরে যায়। বেদুঈন এটা দেখে তৎক্ষণাৎ কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলামে দীক্ষিত হলো।

এ ঘটনাটি ইমাম আহমদ ইবনে হামল রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ইতিহাসের মধ্যে এবং ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম দারেমী রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম হাকিম রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম বায়হাকী রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আবু ইয়ালা রাহিমাহুল্লাহ ও বর্ণনা করেছেন।

৬৫. অতঃপর যখন আহ্বানকারী তাকে ডাকল। সুউচ্চ বজ্রধ্বনিতে সত্যের সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হলো।

রাসূল ﷺ-এর নুবুয়্যতের ওপর গাছপালার সাক্ষ্য

ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহু আলায়হ ও ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহু আলায়হ বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা একদিন রাসূলে খোদা ﷻ-এর সফর সঙ্গী ছিলাম। হঠাৎ এক গ্রাম্য লোক তাঁর কাছে আসল। তিনি বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, বাড়ি যাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি সাক্ষ্য বাণী পড়ে নাও তো দেখি। সে বলল, খোদার একত্ববাদীতার আর আপনার প্রেরিত্বের প্রমাণ কি? তিনি বললেন, তোমার সম্মুখস্থ এই গাছটিই তার সে কথার প্রমাণ। এরপর মহানবী ﷺ সে গাছটিকে ডাকতেই তাঁর কাছে দৌড়ে এল বাগানের এক প্রান্ত থেকে। মহানবী ﷺ তার কাছ থেকে তিন তিনবার সাক্ষ্য তলব করলে সে প্রত্যেকবার এ কথাই বলল যে, আপনি যা বলছেন সে কথাই সঠিক। এ কথা বলে গাছটি নিজ জায়গাতে চলে গেল, গ্রাম্য লোকটি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নিজ সমাজে প্রত্যাবর্তন করার আবেদন করে বলল, আমার সমাজের লোকজন আমার কথা মেনে নিলে আমি তাদের সকলের সমষ্টিহারে আপনার সমীপে উপস্থিত হব। অন্যথা আমি একাকীই আপনার সেবায় জীবন কাটিয়ে দেব।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাণীকুলের সাথে সম্পর্কিত রাসূল ﷺ-এর মু'জিয়াসমূহ

৬৬. এ প্রত্যশায় কুরবানির উট তাঁর ঘনীভূত হতে লাগল। যেন সর্বাত্মে তার কুরবানি হোক কিংবা হাত পা বাধা হোক।

রাসূল ﷺ-এর সামনে কুরবান হওয়ার উদ্দেশ্যে পশুদের অবনত হওয়া

ইমাম হাকিম রহমতুল্লাহু আলায়হ তাঁর গ্রন্থে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে কুরত রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর বর্ণনা উল্লেখ করেন যে, কুরবানির দ্বিতীয় দিন রাসূল ﷺ-এর সমীপে পাঁচ অথবা ছয়টি উট আনা হলো, সেগুলো অবিলম্বে তাঁর কাছে জড়ো হতে লাগল। যেন তাদের প্রত্যেকেই একে অপরের আগেই রাসূল ﷺ-এর পবিত্র হাতে কুরবানিতে প্রথম হওয়ার মর্যাদা লাভে ধন্য হতে পারে।

এ হাদীসটিকে ইমাম আত-তাবারানী রহমতুল্লাহু আলায়হ, ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহু আলায়হ এবং ইমাম হাকিম রহমতুল্লাহু আলায়হও বর্ণনা করেছে, আর সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

৬৭. একদিন লোক সকল তাঁদের বাগানের একটি উটের ব্যাপারে অভিযোগ করেছে যে, তা মাতাল হয়ে ঘাঁড়ের ন্যায় অব্যাহত হয়ে গেছে।

৬৮. অতঃপর তিনি দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং রাসূল ﷺ তখন হাস্যোজ্জ্বল ও নির্ভীক ছিলেন।



৬৯. উটটি রাসূল ﷺ-কে আসতে দেখে মাথা অবনত করে তাঁর সমীপে সিজদায় পড়ে গেল এবং বিনয় প্রকাশ করলো ।

**উট রাসূল ﷺ-কে মু'জিয়া রূপে সিজদা করা**

ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহু হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রহমতুল্লাহু-এর বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, বনী সালমা গোত্রের একটি উট মাতাল হয়ে গেল । কেউ তার কাছেও ঘেষতে পারতো না । তাকে ব্যবহার করে বাগানে পানি সিঞ্চন করা হতো । লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ করল । তিনি সেখানে পদার্পণ করে বাগানের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলে লোকেরা আরজ করলো । ইয়া রাসূলান্নাহ! দোহাই আপনি ভেতরে প্রবেশ করবেন না । আমরা আশংকা করছি যে উটটি আপনাকে ব্যথা দেবে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বললেন, তোমরা সকলেও ভেতরে এসো, কোনো অসুবিধা নেই । উটটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসতে দেখে মাথা নত করে সম্মুখে এল আর সিজদা করল! সুবহানালাহ! এর পর উষ্ট্রটির ওপর তাঁর কল্যাণময় হাত দিলেন এবং বললেন, উষ্ট্রটির নাকের রশি নিয়ে আসো । রশি আনা হলে তিনি রশি লাগালেন আর বললেন, উটের মালিককে ডেকে আনো । তাকে ডেকে পাঠানো হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন যে, তাকে পানাহার যাতনা দেবে না । সাধ্যের বাইরে তার কাছ থেকে কাজ উদ্ধার করো না ।

ইমাম আবু নু'আইম ইম্পাহানী রহমতুল্লাহু ও ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রহমতুল্লাহু-এর রিওয়াযাতে এবং ইমাম ইবনে আসাকির রহমতুল্লাহু হযরত গাইলান ইবনে সালমা সাকাফী রহমতুল্লাহু-এর বর্ণনায়ও অনুরূপ ঘটনা উল্লেখ করেছেন ।

৭০. উটের মালিকগণ যখন তাকে যবাই করার ইচ্ছে করছে, অশ্রুসিক্ত নয়নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে আশ্রয় নিয়েছে তখন ।

৭১. অতঃপর স্পষ্ট ভাষায় কানে কানে তার ওপর অবতীর্ণ কষ্টের কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল ।

৭২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই উটকে ক্রয় করে লাগামহীন ও কষ্টহীন ছেড়ে দিলেন, তখন উটটি স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগল ।

**রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উটের অভিযোগ**

ইমাম আত-তাবারানী রহমতুল্লাহু ও ইমাম আবু নু'আইম ইম্পাহানী রহমতুল্লাহু-এর গ্রন্থদ্বয়ে হযরত ইয়ানা ইবনে আবু মুররাহ রহমতুল্লাহু-এর ঘটনায় উল্লেখ করেন যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে পদচারণা করছিলেন, এ অবস্থায় তিনি একটি উটকে দেখলেন যে, সে উচ্চৈশ্বরে চিৎকার দিচ্ছে । উটটি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদা দিল । সাহাবীগণ আরম্ভ করলেন, ওহে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের তুলনায়

আমরাই তো আপনাকে সিজদা করার বেশি অধিকার রাখি। তিনি বললেন, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীদেরকে আদেশ দিতাম তারা যেন তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করে। এ উটটি কি বলেছে তোমরা কি তা জান? সে বলেছে যে, আমি আমার কর্তার চল্লিশ বছর পর্যন্ত সেবা করলাম, এখন আমি বৃদ্ধ হয়ে গেলে সে আমার খাদ্য হ্রাস করে দিল; কিন্তু কাজ নিচ্ছে আগের চাইতে বেশি। এখন এদের এখানে একটা অনুষ্ঠান আছে। এ উপলক্ষে এরা ছুরি দিয়ে আমাকে যবাই করার ইচ্ছে করছে। রাসূল ﷺ উটের মালিকের কাছে এ ঘটনাটি তুলে ধরলেন। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আল্লাহর শপথ সে একেবারে সত্য কথায় বলেছে। তিনি বললেন, আমার অন্তর চায় যে, তুমি তাকে ছেড়ে দেবে। তখন সে ছেড়ে দিল। তিনি ওকে নিয়ে রশিমুক্ত করে দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে লাগল।

৭৩. (অযূর উদ্দেশ্য রাসূল ﷺ মোজা খুললেই) ইতোমধ্যে একটি কাক এসে একটি মোজাটি নিয়ে উড্ডয়ন করল এবং ওপর হতে উল্টো করে নিক্ষেপ করল। তা থেকে একটি কাল সাপ বের হয়েছে, যা মোজার অভ্যন্তরে ডুকেছিল।

রাসূল ﷺ-এর মোজা থেকে একটি কাক এসে সাপকে তাড়াল

ইমাম বায়হাকী رحمته الله ও ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী رحمته الله হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল ﷺ প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইরে গেলেন। আমিও তার পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি একটা গাছ তলায় বসলেন। মোজা দু'টি খুলে ফেলে একটি পরলেন। ইতোমধ্যে একটি কাক এসে অপর মোজাটি উঠিয়ে নিয়ে উড্ডয়ন করল। সে উপরে গিয়ে উল্টো করে নিক্ষেপ করল। হঠাৎ সেটা থেকে একটি কালো সাপ বের হলো যা এতক্ষণ পর্যন্ত মোজার অভ্যন্তরে ঢুকে ছিল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার বিরাট উপকার করলেন। তখন রাসূল ﷺ একটি উপদেশ বাণী প্রদান করলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন সে সময় পর্যন্ত মোজা না পরে, যে পর্যন্ত সে তা ঝেড়ে না নেয়।

৭৪. নেকড়ে বাঘের দূত রাসূল ﷺ-এর খিদমতে এ জন্যে উপস্থিত হলো যে, যেন ছাগলের পাল থেকে ছোট কিংবা বড় একটি তার জন্য নির্ধারিত করে দেয়।

৭৫. রাসূল ﷺ তাকে যখন বললেন, তুমি নিজেই থাবা মেরে নিয়ে যাও। সে লেজ নাড়াতে নাড়াতে সন্তুষ্ট চিত্তে চলে গেল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাসূল ﷺ রিসালাত ও তাবলীগের ওপর

প্রাণীকুলের সাক্ষ্যদান সম্পর্কীয় মু'জিয়াসমূহ

৭৬. এক বন্দী হরিণী রাসূল ﷺ-এর নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করল। যাকে শিকারের উদ্দেশ্যে জালে আবদ্ধ করলে সে ফাঁদে পড়ে যায়।
৭৭. (রাসূল ﷺ-এর নিকট আবেদন করল) হে আল্লাহর নবী! আমাকে খুলে দিন (ক্ষণিকের জন্য) আমার দুর্বল তিরোহিত বাচ্চাদেরকে দুধ পান করিয়ে (অতিদ্রুত) ফিরে আসব।
৭৮. রাসূল ﷺ তাকে মুক্ত করে দিতেই অমনি সে দৌড়ে আর বলে, নিশ্চয় তিনি সর্বশেষ রাসূল, বিপদ মুক্তকারী।
৭৯. পদাঙ্ক অনুসরণ করত বন্দীর উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অসতর্কতাবিহীন নির্ধারিত সময় প্রত্যাবর্তন করে।
৮০. অতঃপর (পুনরায়) ছেড়ে দিলেই মরু প্রান্তরে চিৎকার করে তাওহীদের শ্লোগান দিচ্ছিল বিরতিহীনভাবে।

রাসূল ﷺ-এর রিসালতের ওপর হরিণীর সাক্ষ্যদান

ইমাম বায়হাকী রোয়াত আলিয়াহি ও ইমাম আবু নু'আইম ইম্পাহানী মোহতাজ হযরত যায়িদ ইবনে আরকাম রোয়াত আলিয়াহি-এর রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেন যে, আমি মদীনার কোনো গলিতে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক বেদুঈনের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। সেখানে দেখলাম যে, একটি হরিণী তাঁবুর সাথে বাঁধা। সে রাসূল ﷺ-কে দেখা মাত্রই বলল, ওহে রাসূল ﷺ! এই বেদুঈন আমাকে ধরে এনেছে। বাগানে আমার দুটো বাচ্চা রয়েছে। আমার ওলান দুধে ভরা। এ ব্যক্তি আমাকে যবাইও করছে না, যাতে আমি এ বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারতাম। আবার আমাকে মুক্তও করে দিচ্ছে না যে, বাগানে আমার বাচ্চাগুলোর কাছে চলে যেতাম।

তখন তিনি হরিণীকে বললেন, আমি তোমার রশি খুলে দিলে তুমি তোমার বাচ্চাকে দুধ পান করিয়ে ফিরে আসবে কি? সে বলল, অবশ্যই এসে যাব, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না। তিনি একথা শুনে তার রশি খুলে দিলেন। কিছুক্ষণ বিলম্ব হতে না হতেই সে তার জিহবা চুষতে চুষতে ফিরে এল। রাসূল ﷺ আবার তাঁকে তাঁবুর সাথে বেঁধে দিলেন। এরপর বেদুঈন তার পানির মশক নিয়ে এল। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, ও মিয়া! তুমি হরিণীটাকে আমার কাছে বিক্রি করবে কি? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এটা আমি আপনাকেই দিয়ে দিচ্ছি। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নিজেই দেখলাম যে, সে হরিণীটা

সুবহানালাহ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলতে বলতে বাগানের অভ্যন্তরে ফিরে যাচ্ছিল।

৮১. এক গোসাপ সত্য প্রকাশ করছে। (রাসূল ﷺ-এর নুবুয়্যাতের সত্যায়ন করেছে) যখন তার উপরে ব্যক্তির পক্ষ হতে ঈমান গ্রহণ করা স্থগিত রাখা হয়েছে।

রাসূল ﷺ-এর ওপর গো-সাপের সাক্ষ্য

ইমাম ইবনে আসাকির رحمہ اللہ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব رضی اللہ عنہ-এর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, একদিন রাসূল ﷺ সাহাবীদের মজলিসে আগমন করলেন। এ সময় সলীম গোত্রের এক বেদুঈন একটি গো-সাপ শিকার করে তাঁর কাছে এল। আর বলতে লাগল, আমি লাও ও উয্যার শপথ করে বলছি যে, যতক্ষণ না এ গো-সাপটি আপনার রিসালাতের সাক্ষ্য দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার ওপর ঈমান আনব না। রাসূল ﷺ গো-সাপকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে গো-সাপ! বলে দাও যে আমি কে? সে তদুত্তরে অত্যন্ত বিস্তৃত বোধগম্য আরবি ভাষায় বলল, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা 'হে বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল! আমি আমার সৌভাগ্য কামনায় আপনার কাছে সর্বান্তকরণে উপস্থিত। রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, তুমি কার উপাসনা কর? সে আরয করল, শুধু সে সত্তার উপাসনা করি যার আরশ আকাশের ওপর, পৃথিবীতে রয়েছে যার রাজত্ব, যিনি হযরত মূসা عليہ السلام-এর জন্য নদীতে পথ সৃষ্টি করেছেন, জান্নাতে তাঁর দয়া আর জাহান্নামে শাস্তি রয়েছে। রাসূল ﷺ বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বপ্রতিপালকের প্রেরিত পুরুষ বা দূত এবং সর্বশেষ নবী। যারা আপনার সত্যতা স্বীকার করেছে, তারা পরকালের শান্তি থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। যারা আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল, তারা হলো ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। বেদুঈন লোকটি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মুসলমান হয়ে গেল।

এ ঘটনাটি ইমাম আত-তাবারানী رحمہ اللہ তাঁর আল-আওসাত ও আস-সগীর গ্রন্থদ্বয়ে এবং ইমাম ইবনে 'আদী رحمہ اللہ ও ইমাম হাকিম رحمہ اللہ 'আল-মুজিয়াত' নামক গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী رحمہ اللہ ও ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী رحمہ اللہ প্রমুখও তাঁদের গ্রন্থরাজিতে উল্লেখ করেছেন।

৮২. এক নেকড়ে বাঘ রাখালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যখন ছিনিয়ে নিল তার (মুখ) থেকে রিয়ক। অভিযোগটিও করছে পরিস্কার ভাষায়।

৮৩. রাখালের বিস্ময়তা দেখে (বাঘ) বলতে লাগল তার চেয়ে বিস্ময়কর, যে লোক সকলকে আল্লাহর পথ দেখায়।

নুবুয়্যাতের ওপর নেকড়ে বাঘ কর্তৃক একটি রাখালকে সংবাদ প্রদান

ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী رحمہ اللہ কতিপয় সূত্রে হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী رضی اللہ عنہ-এর কাছে বর্ণনা করেন যে, কোনো কঙ্করময় ভূমিতে একটি

রাখাল একদিন তার ছাগলের পাল চরাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ তার একটি ছাগল নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। বাঘের কাছ থেকে রাখাল ছেলেটি ছাগলটিকে ছিনিয়ে আনল। নেকড়ে বাঘ তখন নিরাশ হয়ে বসে পড়ে পরিস্কার ভাষায় বলতে লাগল যে, তুমি তো দেখছি আল্লাহকে ভয় কর না। তুমি আমার কাছ থেকে আমার রিয়ক ছিনিয়ে নিয়ে গেছ। অথচ সেটা আমাকে আমার একচ্ছত্র রিজিকদাতা আল্লাহ তা'আলাই দান করেছিলেন। রাখাল বলল, এটা তো বড় আশ্চর্যের কথা যে, নেকড়ে বাঘ মানুষের মতো কথা বলছে! নেকড়ে বাঘ বলল, তোমাকে এর চেয়েও আশ্চর্য কথা বলছি যে, তা হলো আল্লাহর একজন রাসূল ﷺ এসেছেন, তিনি দুই প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী এলাকায় প্রেরিত হয়েছেন। যিনি মানুষকে অতীতের সংবাদসমূহ এবং বিগত দিনের ঘটনাবলির বৃত্তান্ত দিচ্ছেন। এ কথা শোনার পর রাখাল ছেলেটি ছাগলগুলোকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সোজা মদীনায় পৌঁছে রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করল। তিনি বললেন, হ্যাঁ নিঃসন্দেহে নেকড়ে বাঘটি সত্য কথা বলেছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহু, ইমাম ইবনে সা'আদ রহমতুল্লাহু, ইমাম আল-বায়হার রহমতুল্লাহু ও ইমাম হাকিম রহমতুল্লাহু এ ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন আর ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহু এটাকে সহীহ বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহু তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে আর ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহু হযরত 'উসমান ইবনে 'আউস ও হযরত আনাস রহমতুল্লাহু-এর বর্ণনা সূত্রে এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহু প্রমুখ হযরত আবু হুরায়রা রহমতুল্লাহু-এর বর্ণনা দ্বারা সহীহ সূত্রে নিজ নিজ গ্রন্থে ঘটনাটি সংকলন করেছেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### মৃতকে জীবিতকরণ সম্পর্কিত রাসূল ﷺ-এর মু'জিয়াসমূহ

৮৪. দুই মাতাপিতা ইসলাম গ্রহণ করত বলল, এই সফরে (আমাদের কন্যা সন্তানটি ইহলোক ত্যাগ করেছে) এবং আমরা তাকে প্রস্তর ভূমিতে দাফন করে দিয়েছি।

৮৫. অতঃপর রাসূল ﷺ সে বালিকাটিকে ডাক দিলে বালিকাটি পাহাড়ি ছাগলের ন্যায় দ্রুতবেগে দৌড়ে জীবন্ত উপস্থিত হলো।

৮৬. মহাপ্রতিপালকের সুখ-শান্তিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রত্যাবর্তন করল, এবং মাতাপিতাকে বিরহের রেখা ঐকে চিরতরে ফেলে গেল।

### রাসূল ﷺ-এর মু'জিয়ায় একটি বালিকার জীবন লাভ

উল্লিখিত পঙ্কতি তিনটি এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত যা আল্লামা কাযী আবুল ফযল আযায় রহমতুল্লাহু হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'ওমর রহমতুল্লাহু ও হযরত হাসান রহমতুল্লাহু-এর বর্ণনা দ্বারা উল্লেখ করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে নিবেদন

করল, ইয়া রাসূলালাহ! অমুখ জঙ্গলে আমার কন্যা সন্তানটি মৃত্যুবরণ করেছে। আমি তাকে দাফন করে চলে আসলে রাসূল ﷺ সে লোকটিসহ সমাধি ক্ষেত্রে গেলেন। তিনি বালিকাটির নাম ধরে বললেন, তুমি আল্লাহর নির্দেশে আমার কথার উত্তর দাও। বালিকা তৎক্ষণাৎ লাববাইকা ওয়া সা'দাইকা (জি হ্যাঁ আমি উপস্থিত) বলতে বলতে কবর থেকে বাইরে এল! তিনি তখন তাকে বললেন, তোমার পিতামাতা মুসলমান হয়েছেন। এখন তোমার মন চাইলে আমি আল্লাহর নিকট হতে অনুমতি নিয়ে আসব যেন তুমি তোমার পিতামাতার সাথে থাকতে পার। সে নিবেদন করল, 'ওহে আল্লাহর রাসূল! এখন না প্রয়োজন আছে মায়ের, আর না প্রয়োজন আমার পিতার। আমার জন্য তাদের চাইতে প্রিয় রূপে আছে আমার মহান প্রতিপালক'। এরপর সে পৃথিবীর জীবনের ওপর মহান প্রতিপালকের প্রদত্ত সুখ-শান্তিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রত্যাবর্তন করল। পিতামাতাকে চিরতরে ফেলে গেল বিরহের রেখা ঐকে।

৮৭. যে বৃদ্ধটি (সফরের) কষ্টক্লেষ সহ্য করে রাসূলের খিদমতে উপস্থিত হয়েছিল। হঠাৎ করে সে সন্তান হারানোর দুঃসংবাদ পেয়েছে।

৮৮. বৃদ্ধকে এই (বিপদের) সংবাদ দিল, অতঃপর তার চেহারাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল। (এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করে) তার ওপর অবতীর্ণ বিপদের অভিযোগ করত আল্লাহর নিকট দু'আ করল।

৮৯. (দু'আর ফলে) বালকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কথারত অবস্থায় উঠে পড়ল এবং সঙ্গীদেরকে নিয়ে আহার করল।

**রাসূল ﷺ-এর প্রার্থনায় মহিলার ছেলের পুনঃজীবন লাভ**

ইমাম আবু নু'আইম ইম্পাহানী রহমতুল্লাহি হযরত আনাস রাঃ-এর বর্ণনা সূত্রে উল্লেখ করেন যে, আমরা এক আনসারী যুবকের সেবা-যত্ন করতে গেলাম। তার কাছে ছিল বৃদ্ধা অন্ধ মা। আমরা সেখান থেকে ফিরে আসতে না আসতেই সেই যুবকটি মারা গেল। আমরা যথারীতি তার চোখ বন্ধ করে দিলাম, তার গায়ে চাদর পরালাম। তার মাকে বললাম, তুমি ধৈর্যধারণ করো, তাহলে পুণ্য লাভ করবে। সে জিজ্ঞেস করল, তবে কি আমার ছেলে মরে গেল? আমরা বললাম, হ্যাঁ, মরে গেল। একথা শুনেই সে আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করে বলল, হে প্রভু! যদি তোমার অবগতিতে এটাই স্থিরকৃত আছে যে, আমি আমার সব কিছুকে ছিন্ন করে তোমার রাসূলের জন্য তোমারই পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, আর এ আশা নিয়েই এসেছি যে, তুমি প্রতিটি বিপদে আমার ফরিয়াদ শুনবে, তাহলে তুমি আজ আমার ওপর এ বিপদ পতিত করো না। হযরত আনাস রাঃ বলেন যে, আল্লাহর শপথ! আমরা তখনো সেখানে বসেছিলাম। এমতাবস্থায় দেখতে পেলাম যে, সে যুবকটি তার দেহোপরি চাদরখানি নামিয়ে ফেলল, আর আমাদের সাথে আহার করল।

ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহু আলাইহ হযরত আনাস রহমতুল্লাহু আলাইহ থেকে এবং ইমাম ইবনে আদী রহমতুল্লাহু আলাইহ ও ইমাম ইবনে আব্বদ রহমতুল্লাহু আলাইহ দুইইয়া রহমতুল্লাহু আলাইহ এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন।

৯০. খেজুরের খুঁটি চিৎকার করতে লাগলো যখন তার ওপর নবীজীর বিরহ ব্যথা ও উন্মাদনা আরোহন করল।

৯১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বক্ষের সাথে লাগালেন তাকে, এতে এমন শান্তি অনুভব করল সে যেমন দুধ পানে কোনো শিশু সন্তানকে ভুলানো হয়।

৯২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম তার সাথে সংগোপনে কিছু বললে সে বেহেশতের চারা-গাছে পরিণত হয়ে থাকতে পছন্দ করল এবং নবীর ইরশাদ বাস্তবায়ন করল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম-এর বিচ্ছিন্নতায় খেজুর গাছের খুঁটি চিৎকার দিয়ে কাঁদল

মুহাদ্দিস ইমাম দারেমী রহমতুল্লাহু আলাইহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম মসজিদের মিম্বর বানানোর পূর্বে খেজুর গাছের একটা খুঁটির সাথে কোমর লাগিয়ে খুতবা পড়তেন। অতঃপর মিম্বর বানানোর পর নতুন মিম্বরের ওপর তাশরীফ আনলেন। এমতাবস্থায় খেজুরের খুঁটিটা উটের মতো ক্রন্দন করতে লাগল। এটা শ্রবণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং তাঁর মুবারক হাতখানা কাষ্ঠকণ্ডটির শিরোপরি রাখলেন। আর বললেন, তুমি দুটি প্রশ্নাবের যে কোনো একটাকে গ্রহণ করে নাও। তুমি কি পার্থিব বৃক্ষ রূপে থাকতে চাও, না বেহেশতের হয়ে? সে বেহেশতের হয়ে থাকতে পছন্দ করল। যেন সেখানে তাকে সবুজ শ্যামল চারা-গাছে পরিণত করে দেওয়া হয়। অতঃপর সে নীরব নিথর হয়ে গেল। এ ঘটনাটি ‘উসতুনে হান্নানা’ নামে মশহুর হয়ে রয়েছে।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### অগ্নিনিষ্ক্রিয়া স্পর্শকৃত মু'জিয়াসমূহ

৯৩. একাধিকবার সাহাবীদের জন্য অগ্নিপ্রজ্বলিত করা হয়েছিল, যেন তাদেরকে জ্বালিয়ে দেয় পুড়িয়ে দেয়।

৯৪. আগুন তাদের ওপর কোনো ক্রিয়া তো করতে পারেনি, বরং তা শান্ত-স্নিগ্ধ শীতল ফুলের বাগানে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

৯৫. হযরত যুয়াইব রহমতুল্লাহু আলাইহ-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করা হলো, (হযরত ইবরাহীম) খলীলুল্লাহ (আ.)-এর ন্যায় তা শীতল ও ছায়া বিশিষ্ট হয়ে গেল।

প্রজ্বলিত অগ্নি শীতল হয়ে গেল

ইমাম ইবনে ওহাব রহমতুল্লাহু আলাইহ, হযরত ইবনে লাহিয়া রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর বর্ণনা দ্বারা সংকলন করেন যে, আসওয়াদ আনাসী নুবুয়্যতের দাবি করত সান'আ শহরের ওপর বিজয়ী হলো। সে রাসূলের সাহাবী হযরত যুয়াইব ইবনে কুলাইব রহমতুল্লাহু আলাইহ-কে গ্রেপ্তার করে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল, কিন্তু আগুন তাঁকে কোনো ক্ষতি

করেনি। ঠিক সে সময় রাসূল ﷺ এ ঘটনার বর্ণনা সাহাবীদের কাছে দিলেন মু'জিয়া রূপে। তখন ফারুককে আযম রায্যাহু আনহু বলে উঠলেন, আল-হামদুলিলাহ! আলাহ তা'আলা আমাদের দলের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করলেন যাদের ওপর অগ্নিকুণ্ড হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর মতো শীতল হয়ে গেল।

৯৬. হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রায্যাহু আনহু-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলে, আঙ্গার তার থেকে আশ্রয় চাইল এবং তার জ্বালানী শক্তি পাল্টে গেল।

**হযরত আবু মুসলিম আল-খাওলানী রায্যাহু আনহু-এর ওপর আগুনের নিষ্ক্রিয়তা**

ইমাম ইবনে আসাকির রায্যাহু আনহু হযরত ইসমাইল ইবনে আব্বাস রায্যাহু আনহু-এর সূত্রে হযরত শুরাহ ইবনে মুসলিম খাওলানী রায্যাহু আনহু-এর বর্ণনা দ্বারা উল্লেখ করেন যে, ইয়ামনে আসওয়াদ ইবনে কাইস নুবুয়্যতের দাবি করল। সে রাসূলের সাহাবী আবু মুসলিম খাওলানী রায্যাহু আনহু-কে ডেকে পাঠান। তিনি আগমন করলে সে বলল, তুমি কি আমার রিসালাতের সাক্ষ্য দিচ্ছ? আবু মুসলিম বললেন, আমি শুনতেই পাচ্ছি না। সে বলল, তুমি মুহাম্মদ আলায়হিস সালাম-এর স্বীকৃতি দিচ্ছ? তিনি বললেন হ্যাঁ। সে তখন কর্মচারীদের আদেশ দিল যে, আগুন প্রজ্জ্বলিত করো। আগুন জ্বালানো হলো। আবু মুসলিম রায্যাহু আনহু-কে সেখানে নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু আগুন তাঁর কোনো ক্ষতিই করল না। লোকেরা আসওয়াদকে বলল, তুমি ওকে এখান থেকে বের না করলে সে তোমার দলীয় সবাইকে তার ভক্তে ও অস্থাবনে পরিণত করে ফেলবে। এর ভিত্তিতে সে সাহাবী মহোদয়কে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ করল। এটি হযরত আবু বকর রায্যাহু আনহু-এর খিলাফত কালের ঘটনা। পরক্ষণে তিনি মদীনায়ে এসে পৌঁছে ছিলেন। সাহাবীর এ কারামতটি রাসূল আলায়হিস সালাম-এর মু'জিয়ার প্রতিফলন।

৯৭. হযরত আম্মার রায্যাহু আনহু তার (অগ্নি) থেকে এমন নিরাপদে বেঁচে গেলেন, তাঁর ক্ষতি করতে পারেনি অগ্নিদ্বীপু কিংবা অগ্নিশিখা।

**হযরত আম্মার রায্যাহু আনহু-এর জন্য আগুন পুষ্প উদ্যানে পরিণত হওয়া**

ইমাম ইবনে সা'আদ রায্যাহু আনহু হযরত আমর ইবনে মাইমুন রায্যাহু আনহু-এর বর্ণনা দ্বারা ঘটনা বর্ণনা করেন যে, শত্রুরা হযরত আম্মার রায্যাহু আনহু-কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করল। রাসূল আলায়হিস সালাম তখন তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ওহে আগুন! তুমি যেভাবে হযরত খালীলুল্লাহ আলায়হিস সালাম-এর জন্য শীতল হয়ে গিয়েছিলে তেমনিভাবে আম্মারের জন্যেও শীতল হয়ে যাও। আগুন তাৎক্ষণিক শীতল হয়ে গেল।

৯৮. হযরত তামীম দারী রায্যাহু আনহু আগুনের ফুলকিগুলো গিরি-কন্দরে ফিরিয়ে দিয়েছেন। যখন তা পর্বতের ন্যায় অগ্নি-উদগিরণে প্রকাশিত হয়েছে।



তামীম দারী রুম্মাল আলহ কর্তৃক অগ্নিকে গুহায় প্রবিষ্টকরণ

ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রুম্মাল আলহ হযরত মু'আবিয়া ইবনে হারমাল রুম্মাল আলহ-এর বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, একবার পর্বত থেকে অগ্নি উদগিরণ হলো। হযরত ওমর রুম্মাল আলহ তখন হযরত তামীম দারী রুম্মাল আলহ-এর কাছে গিয়ে বললেন, এ আগুনের কাছে চলো। তিনি উঠলে আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তাঁরা দু'জন আগুনের কাছে পৌঁছলেন। হযরত তামীম দারী রুম্মাল আলহ নিজ হাত দ্বারা আগুনকে জড়ো করতে লাগলেন। তখন আগুনের ফুলকিগুলো পর্বত-গুহায় পালিয়ে যেতে শুরু করল। হযরত তামীম দারী রুম্মাল আলহও সেগুলোর পিছনে পিছনে গিরি-কন্দরে গিয়ে পৌঁছলেন।

ইমাম বায়হাকী রুম্মাল আলহ-এর বর্ণনাও এরূপ। সাহাবীর কারামাত প্রকৃতপক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিয়া স্বরূপ।

৯৯. রুমালটি যখন অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। ধোয়া কাপড়ের ন্যায় তা হয়ে যায় (বাকবকে) সাদা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্পর্শকৃত রুমাল অগ্নিতে না জ্বলা

ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রুম্মাল আলহ হযরত উব্বাদ ইবনে আবদুস সামাদ রুম্মাল আলহ বর্ণনাক্রমে লিখেছেন যে, একদিন আমরা হযরত আনাস (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর দাসীকে বললেন, হে দাসী! দস্তুরখানাটা বিছিয়ে দাও, আমরা নাস্তা করব। সে দস্তুরখানা নিয়ে আসল। হযরত আনাস বললেন, রুমাল নিয়ে এসো। সে একটি ময়লা রুমাল নিয়ে আসল। তিনি বললেন, চুলোয় আগুন জ্বালাও। সে চুলোয় আগুন জ্বেলে দিল। তিনি দাসীকে আদেশ দিলেন, রুমালটি চুলোয় ফেলে দাও। সে চুলোয় রুমালটি ফেলে দিল। এরপর সেটাকে সে বের করল। সেটা দুধের মতো সাদা হয়ে বের হলো। আমরা নিবেদন করলাম যে, এ ঘটনার রহস্য কি? তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রুমাল দ্বারা তাঁর পবিত্র মুখ-মণ্ডল মুহুতেন। বর্তমানে এ রুমালখানি যখনই ময়লা হয়ে যায়, তখনই আমরা এটাকে এভাবেই আগুনে ফেলে দেই। কেননা যে জিনিস আশিয়া আলাইহি ওয়া সালামের মুখমণ্ডলের সাথে একবার লেগে যায়, আগুন সে জিনিসকে মোটেও জ্বালাতে পারে না।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

চাবুক, ছড়ি, লাঠি, আঙ্গুল ও চেহারা ইত্যাদি আলোকিত হয়ে

যাওয়া সম্পর্কিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিয়াসমূহ

১০০. চাবুক, ছড়ি, লাঠি, আঙ্গুল প্রদীপের ন্যায় আলোকিত হয়ে গেছে। যাতে রাস্তা সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়।

১০১. হযরত উসাইদ ইবনে বিশর রাঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন (পথ) চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যখন ।

১০২. তদুভয়ের একটি ছড়ি আলোকজ্জ্বল হয়ে গেল । তারা রাস্তার কাদা ও পানি দেখতে পায় ।

১০৩. অতঃপর তাদের জামা'আত ভঙ্গ হয়ে গেলে, একটির স্থলে দু'টি প্রদীপ হয়ে যায় ।

**সাহাবীদ্বয়ের ছড়ি প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে যাওয়া**

ইমাম বায়হাকী রাঃ ও ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রাঃ হযরত আনাস রাঃ-এর বর্ণনা দ্বারা উল্লেখ করেন যে, হযরত উসাইদ ইবনে বিশর রাঃ এবং হযরত উমাইদ ইবনে হুযাইর রাঃ রাসূল সঃ-এর সমীপে কোনো প্রয়োজনে উপস্থিত ছিলেন । রাত্রি ছিল ভীষণ অন্ধকার । ইতোমধ্যে রাত্রির একটি প্রহর অতিবাহিত হলো । এরপর তাঁরা দু'জন রাসূল সঃ-এর সম্মুখ থেকে বিদায় হয়ে গেলেন । তাঁদের দু'জনার হাতে এক একটি ছড়ি ছিল । উভয় একটি ছড়ি আলোকজ্জ্বল নিয়ে গেল । তারা দু'জনেই সে ছড়ির আলোতে পথ চলতে লাগল । তাদের দু'জনের পথ পৃথক হয়ে গেলে দ্বিতীয় জনের ছড়িটাও আলোকজ্জ্বল হয়ে যায় । তারা উভয়ে নিজ নিজ ছড়ির আলোয় বাড়িতে পৌঁছে গেলেন ।

ইমাম ইবনে সা'আদ রাঃ বিভিন্ন সূত্রে পরস্পরায় অত্র ঘটনাটিকে এরূপেই বর্ণনা করেছেন । বলা বাহুল্য, সাহাবীর ছড়ি আলোকিত হয়ে যাওয়া প্রকৃতপক্ষে রাসূল সঃ-এরই মু'জিযা বিশেষ ।

১০৪. হযরত কাতাদা রাঃ-এর জন্য লাকড়ি আলোকিত হয়ে গেল, সে আলোতে তিনি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলেন ।

**রাসূল সঃ কর্তৃক হযরত কাতাদা রাঃ-কে আলোর জন্য ছড়ি প্রদান**

হযরত আবু নাসীম রাঃ ও হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাঃ-এর বর্ণনার মাধ্যমে সংকলন করেন যে, কোনো এক বৃষ্টির রাতে রাসূল সঃ ইশার নামাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন, তখন বিদ্যুৎ চমকে উঠলে হযরত কাতাদা ইবনে নুমান রাঃ-কে দেখলেন । তাকে বললেন, ওহে কাতাদা! নামাযের পর একটু অপেক্ষা করো । আমি বলার পর তুমি যাবে । নামায শেষে তিনি তাকে একটা শাখা দিয়ে বললেন, এটা নিয়ে যাও । এটা আলোকিত হয়ে যাবে । এর আলোর প্রতিফলন দশ হাত সম্মুখে দশ হাত পশ্চাতে হবে, সুতরাং তাই হলো ।

১০৫. হযরত তোফাইল রাঃ অন্ধকার রজনীতে গমন করলে তাঁর ছড়ি আলোকজ্জ্বল হয়ে যায় । এ জন্য তাঁর পদবী যুননূর (আলো বিশিষ্ট) হয়ে যায় ।

রাসূল ﷺ-এর বরকতে তুফাইল রাঃ-এর চাবুক অন্ধকারে চমকে উঠে

ইমাম ইবনে জাবীর রাঃ হযরত কলবী রাঃ-এর বর্ণনা দ্বারা উল্লেখ করেন যে, তিনি ‘যিনূর’ নামে খ্যাত সাহাবী হযরত তুফাইল রাঃ-এর ঘটনা উল্লেখ করেন। হযরত তুফাইল রাঃ রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য দু‘আ করলেন। তিনি নিবেদন করলেন যে, আপনি আমাকে কোনো বিশেষ নির্দেশ দিয়ে আমার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠান। রাসূল ﷺ তাঁর জন্য দু‘আ করলেন, হে আল্লাহ! তাকে উজ্জ্বল আলো দান করুন। এ দু‘আ শেষ হতে না হতেই হযরত তুফাইল রাঃ-এর উভয় চরণের মধ্যবর্তী জায়গায় আলো বের হতে লাগল, তখন রাসূল ﷺ বললেন, আয় আল্লাহ! না হোক লোকেরা বলে যে, এটাতো মু‘জিয়া নয়, এটা হলো কুষ্ঠরোগ। এ কথা শেষ হতে না হতে সে আলো সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে তাঁর চাবুকের প্রান্তভাবে চলে এলো। সেটা প্রতিটি নিশীথের অন্ধকারে আলোকজ্জ্বল হয়ে চমকে উঠতো।

১০৬. দুই সহোদর [হযরত হাসান রাঃ ও হযরত হুসাইন রাঃ] নবীগৃহ থেকে বিদায় নিতেই বিদ্যুতের ন্যায় আলো জ্বলে উঠল, অথচ তারা তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল।

হাসান রাঃ ও হুসাইন রাঃ-এর জন্য অলৌকিক জ্যোতি প্রকাশিত হওয়া

ইমাম বায়হাকী রাঃ ও ইমাম আবু নু‘আইম ইস্পাহানী রাঃ হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে এশার নামায আদায় করতাম। তিনি সিজদায় গেলে হযরত হাসান-হুসাইন রাঃ ভ্রাতৃত্ব লাফিয়ে গিয়ে তাঁর পিঠের ওপর চড়ে বসতো। তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠালে তাঁদেরকে আস্তে ধরে মাটিতে নামিয়ে দিতেন। অতঃপর যখন পুনর্বার সিজদায় যেতেন, তখন তারা উভয়ে আবার এসে রাসূল ﷺ-এর পিঠে চড়ে বসতো। তিনি নামায শেষ করার পর তাদের একজনকে একদিকে আর অপরজনকে অন্যদিকে বসিয়ে দিলেন। আমি উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করলাম, ইয়া রাসূলালাহ ﷺ! আমি কি তাদেরকে তাদের মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব? তিনি বললেন, না। ইতোমধ্যে একটি আলো প্রকাশিত হলো, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, এখন তোমরা চলে যাও। তারা দু’জন উক্ত আলোয় বাড়িতে পৌঁছে গেল। ইমাম হাকীম রাঃ ঘটনাটিকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন, আর এটাকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

১০৭. হযরত আসলামী রাঃ-এর আঙ্গুলগুলো চমকে উঠল। লোকজন সে আলোতেই নিজ নিজ উঠগুলোকে বসিয়ে দিল।

হযরত হামযা আসলামী রাঃ-এর আঙ্গুলসমূহ আলোকিত হয়ে যাওয়া

ইমাম বায়হাকী রাঃ ও ইমাম আবু নু‘আইম ইস্পাহানী রাঃ হযরত হামযা আসলামী রাঃ-এর দ্বারা উল্লেখ করেছেন যে, আমি এক সময় রাসূল ﷺ-

এর সাথে সফরে ছিলাম। অন্ধকার রাতে আমরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লাম। এ অবস্থায় আমার আঙ্গুলগুলো উজ্জ্বল আলোয় চমকে উঠল। লোকজন সে আলোতেই নিজ সওয়ারিগুলো একত্রিত করল। আর উটগুলোকে বসিয়ে দিল। ইমাম বুখারী রাহিমুল্লাহ তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এ ঘটনাটি এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

১০৮. হযরত কাতাদা রাহিমুল্লাহ-এর মুখমণ্ডল এমন উজ্জ্বল হয়ে গেল যে, বস্তুর প্রতিচ্ছবি ও আকৃতি (আয়নার ন্যায়) তাতে দেখা যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্পর্শে কাতাদা রাহিমুল্লাহ-এর চেহারা আলোকিত হয়ে যাওয়া

ইমাম বায়হাকী রাহিমুল্লাহ ইমাম আবু ইয়লা রাহিমুল্লাহ-এর প্রতিবেদনে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত কাতাদা ইবনে মিনহাল রাহিমুল্লাহ অসুস্থ ছিল। আমি দেখতে গেলাম। এক ব্যক্তি ঘরের পিছনের অংশ থেকে হেঁটে গেল। তখন আমি তারই প্রতিচ্ছবি আয়নার ন্যায় হযরত কাতাদার চেহারায় দেখতে পেলাম। এর কারণ ছিল এটাই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তার মুখমণ্ডলে তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। আর আমি তাকে যখনই দেখতাম তখন আমার কাছে এটাই মনে হতো যে, তার চেহারায় যেন তেল মর্দন করে দেওয়া হয়েছে।

### নবম পরিচ্ছেদ

#### হিজরতের পূর্বে কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও কষ্টদান থেকে নিরাপদ থাকা সম্পর্কীয় মু'জিয়াসমূহ

১০৯. কাফিররা তাঁর বিরোধিতায় একটি কমিটি গঠন করেছে। বড় বড় বীর পুরুষদের একটি দল তাঁর ব্যাপারে পরামর্শ করেছে।

১১০. রাতে তাঁর গৃহে এ সংকল্প নিয়ে আসছে যে, যে কোনো কৌশলেই হোকনা কেন রাতের অন্ধকারে তাঁকে হত্যা করা হবে। যেন কেউ না জানে কে তাকে হত্যা করেছে।

১১১. তাদের সম্মুখ দিয়ে এমনভাবে প্রস্থান করল যে, তারা টেরই পায়নি কে চলে যাচ্ছে। গমনান্তে তাদের ওপর মাটি নিক্ষেপ করলেন।

১১২. তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। প্রভাতে অপমানিত চেহারা থেকে বালুকারাশি ঝাড়তে লাগল।

#### এক মুঠি ধূলি নিক্ষেপ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রস্থান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের ইচ্ছায় গৃহ ত্যাগ করলেন। ওদিকে কাফিররা তাঁর বিরোধিতায় একটি কমিটি গঠন করল। এরপর বড় বড় বীর-পুরুষদের একটি দল তাঁর ব্যাপারে পরামর্শ করল যে, তারা রাত্রি বেলায় তাঁর গৃহে এই সংকল্প নিয়ে যাবে যে, যে কোনো কৌশলেই হোক না কেন রাতের অন্ধকারে তাঁকে হত্যা করতে হবে। তাহলে কেউ টেরও পাবে না যে, কে এমন ঘটনা ঘটাল। তিনি কিছু



‘সত্যি সত্যি মানুষ সীমালঙ্গন করে ।’<sup>১</sup>

১১৫. (আবু লাহাবের স্ত্রী) আওরা বিনতে হরব একদিন রাগান্বিত হয়ে মন্দ বকতে বকতে অগ্রসর হলো ।

১১৬. রাসূল ﷺ-এর ওপর নিষ্ক্ষেপের উদ্দেশ্যে পাথর নিয়ে আসল । যাতে করে তাঁর সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় যে রাগের সঞ্চরণ হয়েছে তা শীতল হয় ।

১১৭. সে রাসূল ﷺ-এর বন্ধু সিদ্দীকের সাথে কথা বলেছে, সে তাঁকে (আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে) আবরণের কারণে দেখতে পায়নি ।

### অভিশপ্ত আবু লাহাবের স্ত্রীর ব্যর্থ আক্রমণ

ইমাম আবু ইয়া‘শা রহমতুল্লাহু আলাইহ ও ইমাম ইবনে হাতিম রহমতুল্লাহু আলাইহ প্রমুখ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর বর্ণনা দ্বারা উদ্ধৃত করেন যে, সূর্য্যে তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব অবতীর্ণ হলে আবু লাহাবের স্ত্রী পাথর নিয়ে এসে রাসূল ﷺ-কে নিষ্ক্ষেপের উদ্দেশ্যেই হৈ-হুল্লা শুরু করল । অপর দিকে রাসূলুলাহ ﷺ এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রহমতুল্লাহু আলাইহ সিজদারত ছিলেন । সিদ্দীকে আকবর রহমতুল্লাহু আলাইহ তাকে দেখেই আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুলাহ! সে এসে গেল । সে যদি আপনাকে দেখে আক্রমণে উদ্যত হয়? রাসূল ﷺ বললেন, সে আমাকে মোটেও দেখতে পাবে না । একথা বলে কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করলেন । মহিলাটি হযরত আবু বকর রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর সামনে এসে থেমে গেল, কিন্তু রাসূল ﷺ কে দেখতে পেল না । সে আবু বকর সিদ্দীক রহমতুল্লাহু আলাইহ-কে বলতে লাগল, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমাদের রাসূল আমাকে ব্যঙ্গ করেছে । হযরত সিদ্দীকে আকবর রহমতুল্লাহু আলাইহ বললেন, আমি কা‘বার প্রভুর শপথ করে বলছি যে, তিনি তোমায় ব্যঙ্গ করেননি । হযরত সিদ্দীকে আকবর রহমতুল্লাহু আলাইহ এ শপথে সম্পূর্ণ সত্য ছিলেন । কেননা উক্ত সূর্য্য যা কিছু নিন্দাবাদ করা হয়েছে সেগুলো আল্লাহ তা‘আলা করেছেন, রাসূল ﷺ করেননি । ঐশী কালাম তাঁর কাছে আল্লাহর তা‘আলার বাণী যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি সেভাবেই উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ।

ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহু আলাইহ ও ইমাম আবু নু‘আইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহু আলাইহ এ ঘটনাটিকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন ।

১১৮. একদিন নযর রাসূল ﷺ-কে নির্জনে দেখতে পেল, যখন রাসূল ﷺ পাহাড়ের দিকে প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে গমন করলেন ।

১১৯. অতর্কিত আক্রমণের লক্ষ্যে অতি নিকটে এগিয়ে আসল, (কিন্তু ব্যর্থ গেল তার পরিকল্পনা) আতঙ্ক ও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে গেল ।

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-‘আলাক, ৯৬:৬

১২০. তার মাথার ওপর একটি কালো সাপ দেখতে পেয়েছে, তাকে ধ্বংসের জন্য হাঁ করে আছে।

### কুচক্রী নযর ইবনে হারিসের ব্যর্থ আক্রমণ

ইমাম ওয়াকেদী আল্লাহু আলাইহি ও ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী আল্লাহু আলাইহি হযরত উরওয়া ইবনুয যুবাইর রাযিআল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা ক্রমে উল্লেখ করেছেন যে, নযর ইবনে হারিস রাসূল সালাতু ওয়াসলামু-কে কষ্ট দিতো এবং এ জন্য সর্বক্ষণ তাঁর পিছনে লেগে থাকতো। একবার প্রচণ্ড গরমের সময় দ্বিপ্রহরে তিনি স্বাভাবিকভাবে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য দূরে চলে গেলেন। তিনি হুজন পাহাড়ের ঘাঁটিতে পৌঁছলেন। এ সময় নযর রাসূল সালাতু ওয়াসলামু-কে দেখতে পেয়ে মনে মনে ভাবলেন যে, এর চাইতে সুবর্ণ-সুযোগ আমার হাতে আর কখনো আসবে না। এই ভেবে সে এগিয়ে গেল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়েই ভীতগ্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরল। পথিমধ্যে আবু জাহলের সাথে সাক্ষাৎ হলে সে জিজ্ঞাসা করল, নযর! কোথা থেকে আসছ? সে বলল, আমি মুহাম্মদকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হলাম। কিন্তু দেখলাম কতিপয় কালো কালো সাপ আমার মাথার ওপর হাঁ করে তাকিয়ে আছে। আমি তাদের দেখেই বিচলিত হয়ে পড়লাম এবং পিছনে ফিরে পালিয়ে আসলাম। আবু জাহল বলল, এটাও হচ্ছে তার একটা ভেঙ্কিবাজির চমৎকারিত্ব।

১২১. ওলীদ তার কতিপয় বন্ধু-সহকারে রাসূল সালাতু ওয়াসলামু-এর বিদ্রূপ করতো এবং কটুবাক্যের মাধ্যমে তাঁকে পীড়া দিতো।

১২২. বিদ্রূপকারীদের জন্য একটি আয়াতই যথেষ্ট। তাদেরকে ধ্বংস করে চিরকালের জন্য মানুষের শিক্ষার বস্তুতে পরিণত করে দিয়েছে।

### ওলীদ ও তার সাথী-সঙ্গীদের বিদ্রূপ করার পরিণাম

ওলীদ ও তার কতিপয় বন্ধু আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব, হারিস ইবনে আইস আসহামী এবং আস ইবনে ওয়াইল প্রমুখ রাসূল সালাতু ওয়াসলামু-এর সাথে বিদ্রূপ করতো। এরা কটুবাক্যের মাধ্যমে রাসূল সালাতু ওয়াসলামু-কে কষ্ট দিতো। এদের বিদ্রূপের শাস্তি প্রসঙ্গে আয়াত অবতীর্ণ হয়:

إِنَّا لَنَفَيْكَ الْمَسْتَهْزِئِينَ ﴿١﴾

এটি হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে চিরকালের জন্যে অপরাপর মানুষের জন্যে শিক্ষার বস্তুতে পরিণত করে দিয়েছে। অর্থাৎ বিদ্রূপকালে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হলে রাসূল সালাতু ওয়াসলামু তাঁর নিকট সেসব লোকদের সম্বন্ধে অভিযোগ করলেন এবং চিহ্নিত করলেন যে, অমুক ব্যক্তি ওলীদ। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তার 'উকছল' (এক রংগের নাম যা হতে বিদ্যমান

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৫

এবং যার অপর নাম ‘নগরে বদন’ বা ‘রণে হায়াত’ও)-এর দিকে ইঙ্গিত করলেন। রাসূল ﷺ জিবরাঈল عليه السلام-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এটা কি করলেন? উত্তর দিলেন, আমি যা করার ছিল করলাম। অতঃপর রাসূল ﷺ চিহ্নিত করলেন যে, অমুক ব্যক্তি আসওয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ। হযরত জিবরাঈল عليه السلام তার উভয় চোখের দিকে ইঙ্গিত করলেন। রাসূল ﷺ আবার জিবরাঈল عليه السلام-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এটা কি করলেন? তিনি আবারও উত্তর দিলেন, আমি যা করার ছিল করলাম। অতঃপর রাসূল ﷺ চিহ্নিত করলেন যে, অমুক ব্যক্তি হারিস। হযরত জিবরাঈল عليه السلام তার পেটের দিকে ইঙ্গিত করলেন। রাসূল ﷺ আবারও জিবরাঈল عليه السلام-কে ওই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করলেন, আর জিবরাঈল عليه السلام পূর্বোক্ত উত্তরই দিলেন।

ঘটনাক্রমে এদিক দিয়ে আস ইবনে ওয়ায়েল অতিক্রম করলে জিবরাঈল عليه السلام তার পায়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন। রাসূল ﷺ পুনর্বার ওই প্রশ্নই করলেন, আর জিবরাঈল عليه السلام সেই উত্তরই দিলেন। এর পরিণামের ফল এভাবে রূপয়িত হয়েছিল যে, একবার খুয'আ গোত্রের এক লোক তার তীর সোজা করতে করতে ওলীদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। দুর্ভাগ্যবশত তীরের অগ্রভাগ ওলীদের শিরায় গিয়ে বিদ্ধ হলো আর তার শিরাত্ত্বি কেটে গেল। ওদিকে আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের এই পরিণাম হলো, সে একদিন বাবুল গাছের নিচে দাঁড়ানো ছিল। হঠাৎ সে হেঁচকি মারতে মারতে বলতে লাগল, আমার ছেলেরা আমাকে বাঁচাও। লোকেরা বলল, আরে ভাই। হয়েছে কি বলো না? আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু সে হেঁচকি দিতে দিতে বলতেই থাকল যে, হায় হায়, কে যেন আমার চোখে বাঁকা তীরের ফলা বিধিয়ে চলে যাচ্ছে। এ কথা বলতেই দেখা গেল তার চোখ দুটো উৎপাটিত হয়ে গেল। মোটকথা প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বিপদ ঘটেই চলল। অবশেষে তাদের সকলেই বিপদে বিপন্ন হয়ে চির লাঞ্ছিত হয়ে মারা গেল।

ইমাম বায়হাকী رحمته الله ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী رحمته الله ও হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এভাবেই ঘটনাটি বর্ণনা দিয়েছেন।

১২৩. একদিন বনী মাখযুমের কিছু লোক সমবেত হলো যে, রাসূল ﷺ (নামায) রত অবস্থায় সম্মিলিতভাবে হত্যা করবে।

১২৪. তাদের চক্ষু আবরণ পড়ে গেল, তারা রাসূল ﷺ কে দেখতে পায়নি। অথচ তারা পিছন থেকে (কুরআনের) আওয়াজ শুনতে পায়।

মাখযুম গোত্রের রাসূল ﷺ-কে হত্যার ব্যর্থ ষড়যন্ত্র

ইমাম কালবী رحمته الله ও ইমাম আবু সালেহ رحمته الله বর্ণনা করেন যে, বনী মাখযুমের কিছু লোক রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার জন্য পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ



হলো। এদের মধ্যে আবু জাহল এবং ওলীদ ইবনে মুগীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা একদিন রাসূল ﷺ-কে নামাযে লিপ্ত দেখে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে হত্যার নিমিত্তে পাঠাল। তখন একটা ঘটনা ঘটল যে, ওলীদ পবিত্র কুরআনের আয়াতের তিলাওয়াত ধ্বনি শুনছিল; কিন্তু নবীজীকে দেখছিল না। সে ব্যর্থ মনোরত হয়ে ফিরে এল। সঙ্গীদের কাছে এসে এ ঘটনার বর্ণনা দিলে তারা সকলে প্রিয় নবীকে হত্যার সঙ্কল্পে একযোগে ধেয়ে আসল। তারা তার কাছে এসে যেখানে কুরআনের আওয়াজ আসছিল, সেখানে যেমনি আঘাত করতে গেল অমনি পেছন থেকে কুরআনের তেলাওয়াতের ধ্বনি শুনতে পেল। তারা সামনে অগ্রসর হলে পিছনে আর পিছনে গেলে সামনে কুরআনের ধ্বনি শুনতে পায়। কিন্তু পাঠককে দেখতে পাচ্ছিল না। তারা এভাবে চরকার মতো ঘুরতে লাগল আর তাদের ইচ্ছা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলো। ফলে বাধ্য হয়ে তাদের ফিরে যেতে হলো। কুরআন মাজীদেদের নিম্নোক্ত আয়াতটি সে ঘটনাটির দিকেই ইঙ্গিত করছে।

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ①

‘আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।’<sup>১</sup>

## দশম পরিচ্ছেদ

হিজরতের পথিমধ্যে কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা হতে

নিরাপদ থাকা প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ-এর মুজিয়াসমূহ

১২৫. কাফিরদের চক্ষু অন্ধ হয়ে গেল যখন তারা ছাওর গুহায় অশুভ ও দ্রাস সৃষ্টির নিমিত্তে এসেছে।
১২৬. তারা কবুতর জোড়াকে গুহামুখে বিদ্যমান দেখতে পেল, তার পূর্বক্ষণে তিনি অন্দরে প্রবেশ করলেন।
১২৭. গুহার মুখে মাকড়সার জাল বুনাণো অবস্থায় দেখতে পেল, তাদেরকে ব্যর্থতা আর অপমান নিয়ে ফিরতে হয়েছে।
১২৮. যদি তারা পায়ের নিচে উকি মারতো, সম্মানিত রাসূল ﷺ-কে বসা অবস্থায় দেখতে পেতো।

রাসূল ﷺ-কে মাকড়সা ও কবুতর দ্বারা নিরাপত্তা প্রদান

হিজরতের সফরে রাসূল ﷺ ছাওর গুহায় গমনের পর কাফিররা তাঁর অনুসন্ধানে এসে পড়লে হযরত আবু বকর রাঃ বললেন, হায় যদি ওরা দেখতে পায়। রাসূল ﷺ তখন তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করে বললেন,

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৯

‘ঘাবড়ে যেয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন।’

ফলে আল্লাহ তা‘আলা মাকড়সাকে ছাওর গুহার মুখে জাল বুননের আদেশ করলেন। আর দুটো বন্য কবুতরকে সেখানে দু’টো বাসা তৈরি করার আদেশ করলেন। তারা অনুরূপ করল। কাফিররা এ ঘটনা দেখে নিশ্চিত বিশ্বাসে ফিরে গেল যে, এখানে তিনি নেই। ফলে রাসূল ﷺ কবুতর দু’টোর জন্য করুণার দু‘আ করলেন।

সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয় হযরত আনাস র‍াদীয়াহু আনহু থেকে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। আর ইমাম ইবনে সা‘আদ র‍াদীয়াহু ইমাম মারদুবিয়া র‍াদীয়াহু, ইমাম বায়হাকী র‍াদীয়াহু ও ইমাম আবু নু‘আইম ইস্পাহানী র‍াদীয়াহু হযরত আবু মাসআর আল-মক্কী র‍াদীয়াহু-এর বর্ণনা দ্বারা এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

১২৯. যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে অতর্কিত আক্রমণের জন্য চলেছে কিংবা তাঁকে কুট কৌশলে বন্দী করবে।

১৩০. যখন তার অশ্বটি মাটিতে পড়ে গেল দেখতে পেল, রাসূলের নিকট অপমান চিন্তে ফিরে আসল।

১৩১. একথা বলে প্রত্যাবর্তন করল তোমরা ফিরে যাও। (আমি দেখে আসছি এ দিকের পথে তিনি নেই)

**আল্লাহর নির্দেশে ধাওয়াকারী অশ্বের পা যুগল ভূমি ধ্বসে যাওয়া**

ইমাম বুখারী র‍াদীয়াহু সুরাকা ইবনে মালিকের বিবরণে বর্ণনা করেন যে, আমিও কাফির অবস্থায় হিজরতের সময় রাসূল ﷺ ও হযরত আবু বকর র‍াদীয়াহু-কে অনুসন্ধানে বের হয়ে ছিলাম। আমি তাঁর কাছাকাছি হতেই আমার অশ্বটি হোচট খেয়ে পড়ে গেল। আমি উঠে আবার আরোহন করলাম এবং তাঁর এতটুকু কাছাকাছি পৌঁছলাম যে, তাঁর কিরাতের আওয়াজ আমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করতে লাগল। ইতোমধ্যে আমার অশ্বটি হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে ধ্বসে গেল। আমি তাকে ছাড়িয়ে আনতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সওয়ারির পা মাটি থেকে বের করতে পারিনি। পরিশেষে আমি নিরাপত্তা চাইলাম। তাঁরা আমাকে এ শর্তে নিরাপত্তা দান করলেন যে, তুমি অনুসন্ধানকারীদের বলে দেবে যে, তোমরা ফিরে যাও, রাসূল ﷺ এদিকে নেই, আমি এ দিকের পথ দেখে এসেছি।

ইমাম বায়হাকী র‍াদীয়াহু, ইমাম ইবনে সা‘আদ র‍াদীয়াহু ও ইমাম আবু নু‘আইম ইস্পাহানী র‍াদীয়াহু হযরত আনাস র‍াদীয়াহু-এর বর্ণনায় ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

১ আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা, ৯:৪০

## একাদশ পরিচ্ছেদ

হিজরত পরবর্তী কাফিরদের ষড়যন্ত্র হতে নিরাপদ

থাকা সংক্রান্ত রাসূল ﷺ-এর মু'জিয়াসমূহ

১৩২. আমের নামী ব্যক্তি আরবাদ নামী ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করল যে, সে যখন রাসূল ﷺ-এর সাথে কথোপকথনে লিপ্ত থাকবে, তখন তাঁকে যেন আকস্মিক হত্যা করে।

১৩৩. আল্লাহ তাঁর সাহায্য করেছেন, আমেরকে (আরবাদ ও রাসূল ﷺ-এর) মধ্যস্থলে রেখে দিয়েছে। নিকৃষ্ট অপদার্থদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

১৩৪. রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে আমিরের ষড়যন্ত্র থেকে নিষ্কৃতির জন্য দু'আ করলেন। উদ্ধত আমির (গৃহে পৌছার পূর্বেই) প্লেগ রোগে (জৈনিক রমনীর ঘরে) মারা গেল।

১৩৫. আরবাদকে একটি বজ্র শেষ করে দিয়েছে (পৌছে দিয়েছে জাহান্নামে) তাদের এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের প্রতিজ্ঞা ছিল, তারা তাতে ব্যর্থ হলো।

একটি কাহিনীতে রাসূল ﷺ-এর তিনটি মু'জিয়া

ইমাম বায়হাকী আল্লাহ তা'আলা ইমাম ইবনে ইসহাক আল্লাহ তা'আলা-এর বর্ণনায় উদ্ধৃত করেন যে, রাসূল ﷺ-এর নিকট আমির গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে আমির ইবনুল তুফাইল আরবাদ ইবনে কাইস ও খালিদ ইবনে জা'ফর প্রমুখ ছিল। নবীর দরবারের উপস্থিতির পূর্বে আমির আরবাদকে বলল, আমি মুহাম্মদের সাথে কথা বলতে বলতে তাকে অন্যমনস্ক করে ফেলতেই তুমি তাকে হত্যা করে ফেলবে। সুতরাং আমির তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি আমাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। রাসূল ﷺ বললেন, বন্ধুত্বের শুধু একটি পথ আছে, তা হলো তোমরা শিরক ছেড়ে দিয়ে আল্লাহরই দাবিদার হয়ে যাও। আমির মুসলমান হওয়া ছাড়া গত্যান্তর না দেখে রাসূল ﷺ-কে যুদ্ধের ধমকি দিয়ে শক্তি প্রদর্শনার্থে ফিরে গেল। নবীর মাজলিস থেকে বেরিয়ে আসার পর আমির আরবাদকে বলল, ওরে হতভাগা আরবাদ! তুমি কি করেছিলে? তুমি আমার কথামত কাজ করনি কেন? সে বলল যে, আমি অনেকবার হত্যা করার সংকল্প করেছি; কিন্তু কি করব? আমি যখনি তরবারি মারার ইচ্ছা করলাম তখনই দেখতে পেলাম যে, তুমি (আমির) আমার এবং রাসূল ﷺ-এর মধ্যস্থলে আছ। এতে আমার ধারণা হয়ে গেল যে, আমি তরবারি মারলে শুধু তুমিই মারা যাবে, মুহাম্মদের কিছুই হবে না। তুমিও বলো, আমি এই রক্তপায়ী তরবারিকে তোমার রক্ত দ্বারা কিরূপে পরিতৃপ্ত করতে পারি? এরপর সকল লোক নিজ আবাসস্থলে ফিরে গেল। এরা গৃহে পৌছতে না পৌছতেই আল্লাহর হুকুমে আমিরের গলদেশ

প্লুগের ফোঁড়া বা গলগণ্ড প্রতিভাত হয়ে উঠল। এ গলগণ্ডের অসহ্য যন্ত্রণার ফলে সে বনী সলুল গোত্রীয় এক রমণীর গৃহে প্রাণ ত্যাগ করল।

অবশিষ্ট সঙ্গীরা আমিরের এলাকায় পৌঁছলে লোকেরা রাসূল ﷺ-এর অবস্থা জিজ্ঞেস করল। তখন আরবাদ বলল, মুহাম্মদ আমাদেরকে এমন এক সত্তার দিকে ডাকছে যে, যাতে আমার রাগ এসে গেল। আমার মন চায় যে, সে যদি আমার সামনে থাকতো, তাহলে আমি নিজস্ব তীর দ্বারা তাকে নাস্তানাবুদ করে দিতাম। তার এ জাতীয় অসৌজন্যমূলক কথাগুলো বলার পর একটি দিনের বেশি অতিবাহিত হয়নি যে, আরবাদ তার একটি উট বিক্রির জন্য নিজ গোত্রের বাইরে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তার ওপর একটি বজ্রকে আপতিত করে দিলেন। ফলে উট ও উটের মালিক আরবাদ উভয়ে বজ্রাঘাতে ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল।

ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী رحمۃ اللہ علیہ বিভিন্ন সূত্রে এভাবেই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

১৩৬. লবীদ ইবনে আসম রাসূলের ওপর যাদু করেছে যার ফলে মস্তিষ্ক বিকৃত কিংবা উন্মাদ হওয়ার উপক্রম হয়ে গেল।

১৩৭. তাদের উদ্দেশ্য তো সফল হলোই না; কিন্তু এ যাদুতে তিনি অসুস্থ ও অলসমনা হয়ে গেল।

১৩৮. অতঃপর দুই ফেরেশতার রাত্রিবেলায় আগমন ঘটেছে, তথ্য উদঘাটনে কি হয়েছে? কে করেছে?

১৩৯. অতঃপর হযরত আম্মার যারওয়ান رحمۃ اللہ علیہ কুপের নিকট আসলেন, যার পানি ঘৃণ কর্মে (যাদু) বিকৃত ও হ্রাস হয়ে গেল।

**লবীদ ইবনে আসমের যাদুর এবং ফেরেশতার মাধ্যমে তার তথ্য উদঘাটন**

ইমাম বায়হাকী رحمۃ اللہ علیہ হযরত কালবী رحمۃ اللہ علیہ-এর সনদে হযরত আবী সালেহ رحمۃ اللہ علیہ-এর বর্ণনা দ্বারা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضی اللہ عنہ থেকে সংকলন করেন যে, একবার রাসূল ﷺ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর কাছে দু'জন ফেরেশতা এলেন। তাঁদের একজন রাসূলের মাথার কাছে অপরজন পায়ের কাছে বসলেন। এরপর একজন অন্যজনকে বললেন, এটা কি ব্যাপার? অন্যজন উত্তর দিলেন, ওনার অসুখ। তিনি বললেন, কি অসুখ? আর একজন উত্তরে বললেন, তাঁকে যাদু করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো যাদু কে করেছে? বললেন, লবীদ ইবনে আসম। অন্যজন জিজ্ঞাসা করলেন, যাদুর সামগ্রী কোথায় আছে? বললেন, অমুক গোত্রের কুপের মধ্যে পাথরের নিচে। বললেন, এখন কি করতে হবে? উত্তর এলো, তুমি সেই কুপের কাছে যাও আর তার সমগ্র পানি বের করে ফেল। পাথরটিকে উঠিয়ে ফেল। যাদুর সামগ্রী বের করে জ্বালিয়ে ফেল। সকালে

রাসূল ﷺ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাঃকে ওই কুপে পাঠালেন। কুপের পানিগুলো মেহেদীপাতার নিংড়ানো রসের ন্যায় দেখা গেল। লোকেরা সে পানিকে নিক্ষেপন করে ফেলল। পাথর উঠাল। যাদুর সামগ্রীগুলোকে বের করে জ্বালিয়ে ফেলল। এগুলো ছবিসাদৃশ্য ছিল। তাতে দেখা গেল যে, একটি ধনুকের ছিলায় এগারটি গিরা দেওয়া হয়েছে। এরপর রাসূল ﷺ-এর ওপর সূর্যে নাস ও সূর্যে ফালাক অবতীর্ণ হলো। তিনি একটি করে আয়াত পড়ে যাচ্ছিলেন আর একেকটি গ্রন্থি খুলে যাচ্ছিল।

ইমাম বুখারী রাঃ ও ইমাম মুসলিম রাঃ হযরত আয়েশা রাঃ থেকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

১৪০. ছাগল মুখ খুলে রাসূল ﷺ-কে সংবাদ দিয়েছে যে, কতিপয় লোক তাতে বিষ মিশিয়েছে। আর রাসূল ﷺ এর মধ্য হতে কিছু আহার করেছেন।

১৪১. ধ্বংসাত্মক বিষ তাদের ওপর কোনো ক্রিয়া করেনি, যারা কষ্ট দিতে চেয়েছে তারা অপমান ও বঞ্চিত হয়েছে।

**ছাগলের গোশত বিষ মিশ্রিত করার রহস্য ফাঁস**

ইমাম বায়হাকী রাঃ বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত ‘আবদুর রহমান ইবনে কা’ব ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ইহুদি মহিলা রাসূল ﷺ-এর সমীপে খায়বর নামক স্থানে গোশত পেশ করল। তিনি সেখান থেকে কিছু খেলেন, সাহবীরাও কিছু খেলেন। আহারের পর তিনি বললেন, তুমি এ গোশতের সাথে বিষ মিশ্রিত করে দিয়েছ। সে বলল, আপনাকে কে বলেছে? তিনি তাঁর হাতে পরিবেশিত টুকরোর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এ হাড়িটাই এ কথা বলেছে। ইমাম বায়হার রাঃ ও ইমাম হাকিম রাঃ-এর বর্ণনায় আছে যে, মহিলাটি ঘটনা স্বীকার করে বলল, আমার এই ধারণা ছিল যে, আপনি মিথ্যা নবী হলে বিষাক্ততায় মরে যাবেন। আর লোকেরা সে মিথ্যা থেকে পরিত্রাণ পাবে। আর আপনি সত্যবাদী হলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে এ সম্বন্ধে অবহিত করে দেবেন। একথা শুনে রাসূল ﷺ সাহবীদেরকে বললেন, আল্লাহ তা‘আলার নাম নিয়ে তোমরা আহার করা শুরু করে দাও। সাহাবীরা খেলেন, আর কারো কোনো ক্ষতি হয়নি।

১৪২. জনৈক ব্যক্তি উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে রাসূলের ওপর আক্রমণের জন্য দাঁড়াল, তখন তিনি দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের জন্য গাছতলায় শুয়েছিল।

১৪৩. বলল (হে মুহাম্মদ!) এ মুহূর্তে আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? বললেন, আল্লাহই আমাকে বাঁচাবেন, তাঁর উপরেই আমার ভরসা।

১৪৪. একথা শুনেই সে কাঁপতে কাঁপতে ঝুঁকে পড়ল। তরবারি নিক্ষেপ করে অতি দ্রুতগতিতে প্রস্থান করল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রভাবে শত্রুর হস্তস্থিত তরবারির পতন

ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহি হযরত জাবির রহমতুল্লাহি এর রিওয়ায়াত দ্বারা বর্ণনা করেন যে, সফর মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সফরের উদ্দেশ্যে বের হলেন। দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের জন্য গাছতলায় গিয়ে শুইলেন। তিনি তাঁর তরবারি খানা গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে রাসূলের তরবারি খানা খাপ থেকে বের করে তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ! এ মুহূর্তে আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? একথা শুনে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তিনি বললেন, তোমার হাত থেকে আল্লাহই আমাকে বাঁচাবেন। একথা শুনে সে কাঁপতে লাগল, ফলে তার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল। সে তরবারি ফেলে চলে গেল।

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কুস্তিগীর রোকানা, যাকে কুস্তিতে এ পর্যন্ত কেউ পরাজিত করতে পারেনি তার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিয়াসমূহ

১৪৫. (কুস্তিগীর) রোকানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে। কেউ পূর্ব হতে আজ পর্যন্ত তার সাথে কুস্তির জন্যে সাহস করেনি।
১৪৬. তিনি একে একে তিনবার তাকে আছাড় দিয়েছেন। এই খ্যাতনামা বীরের ওপর আলাহর প্রমাণ (নিদর্শন) সাব্যস্ত হলো।
১৪৭. এবং তাকে একটি নিদর্শন দেখালেন। যখন পত্র-পলব ও ঢাল বিশিষ্ট বাবলা গাছের দিকে ইঙ্গিত করে ডাকলেন।
১৪৮. তার অর্ধাংশ অনুগতশিরে দৌড়ে আসল, পুনরায় উক্ত ডালখানা অপর অর্ধাংশের সাথে গিয়ে এমনভাবে মিলিত হলো যেন বিচ্ছিন্ন হয়নি।

একটি গাছের অর্ধাংশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে উপস্থিত

ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহি হযরত আবু উমামাহ রহমতুল্লাহি এর রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেন যে, হাশেম গোত্রের একজন সুপ্রসিদ্ধ কুস্তিগীর ছিল, যার নাম রোকানা। তার কাছে অনেক বকরি ছিল, সে সেগুলো 'আসাম' উপত্যকায় চরাতো। সেখান দিয়ে একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ অতিক্রম কালে রোকানার সাথে সাক্ষাৎ ঘটল। সে বলল, তুমি নাকি আমাদের নিকট 'লাত' ও 'উয্বা' দেবীকে ভালো-মন্দ বলে বেড়াচ্ছ? আল্লাহর উপসনার দিকে ডাকছ! তোমার সাথে আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক না থাকলে আমি তোমাকে জানেই মেরে ফেলতাম। অতএব আজ আমার শেষ কথা হলো, তুমি যদি আজকে তোমার খোদার সাহায্যে

আমার ওপর বিজয়ী হতে পার, তাহলে তোমাকে তোমার বাছাইকৃত দশটি বকরি দিয়ে দেব। রাসূল ﷺ আবেদন মঞ্জুর করলেন। ফলে কুস্তি শুরু হয়ে গেল। আলাহ তা'আলার সাহায্যে রাসূল ﷺ রোকানাকে আছাড় দিয়ে তার বক্ষের ওপর চড়ে বসলেন। রোকানা বলল, আপনি আমার বুকের ওপর থেকে নেমে পড়ুন। কেননা, আপনি আপনার শক্তি বলে আমাকে পরাস্ত করেননি, বরং আপনার প্রবল প্রতাপশালী সু-কৌশলী প্রভুই আপনাকে আমার ওপর বিজয়ী করে দিলেন। লাভ ও উষ্মা আমার কোনো সহায়তা করেনি। কেননা আপনার পূর্বে অদ্যবধি কেউ আমার পিঠ মাটির সাথে লাগাতে পারেনি।

মোটকথা এভাবে সে তিনবার কুস্তি ধরে ব্যর্থ হলো। পূর্বে আরোপিত শর্তানুযায়ী সে ত্রিশটি ছাগল নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার ছাগলগুলোর আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে ওহে রোকানা! তুমি মুসলমান হয়ে যাও তাহলে তুমি দোষখের আযাব থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। রোকানা প্রত্যুত্তরে বলল, আমাকে আপনি কোনো মু'জিয়া না দেখানো পর্যন্ত আমি মুসলমান হব না। রাসূল ﷺ বললেন, বিশ্বপ্রতিপালক আমার আর তোমার মধ্যকার এ চুক্তি সম্বন্ধে অবগত আছেন। আমি যদি বাস্তবিক আলাহ তা'আলার হুকুমে কোনো মু'জিয়া প্রদর্শন করি তাহলে কি তুমি সত্যই মুসলমান হবে? রোকানা বলল, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে। তখন তিনি রোকানার নিকটস্থ একটি ঢাল-পালা বিশিষ্ট গাছের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আল্লাহর আদেশে আমার কাছে এসে যাও। তৎক্ষণাৎ সে বৃক্ষটি একটি ঢাল-পালা খণ্ড তার ঢালপালা ও পাতাসহ রাসূল ﷺ ও রোকানার মাঝ বরাবর এসে গেল। রোকানা বলল, আপনি তো আমাকে বড় একটি মু'জিয়া দেখালেন, এবার এটাকে নির্দেশ দিন যেন সে তার পূর্বস্থানে যেন ফিরে যায়। পরিশেষে নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশক্রমে উক্ত ঢালখানা তার অপর অর্ধাংশের সাথে গিয়ে এমনভাবে মিলিত হলো যেন কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এ সকল আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও রোকানা তখনও মুসলমান হয়নি।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাসূল ﷺ-কে কষ্ট প্রদানকারী

লোকদের সাথে সম্পর্কিত মু'জিয়াসমূহ

১৪৯. (রাসূল ﷺ-কে দেখে) আবু জাহল ভীতভ্রান্ত হয়ে পড়ল, তড়িঘড়িতে উটের মূল্য পরিশোধ করে দিল।

১৫০. যখন সে একটি নর উটকে যা দাঁত বের করে আছে যা আক্রমণের জন্য উদ্যত দেখতে পেয়েছে। একটু যদি বিলম্ব করতো মাথা গিলে ফেলতো।

আবু জাহলের ভীত-সম্ভ্রান্ত হওয়া এবং উটের মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা

উপরোক্ত পণ্ডিত দুটি এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছে, যা ইবনে ইসহাক <sup>রহমতুল্লাহু আনহু</sup> প্রমুখ আবদুল মালিক ইবনে আবু সুফিয়ান আস-সাকাফী <sup>রহমতুল্লাহু আনহু</sup>-এর বর্ণনা দ্বারা ব্যক্ত করেন যে, এক ব্যক্তি ‘আরশ’ নামক স্থান থেকে তার উটসহ মক্কা মুকাররামায় উপস্থিত হয়েছিল। আবু জাহল সে উটগুলোকে ক্রয় করে নিল কিন্তু মূল্য পরিশোধ করতে টাল-বাহানা শুরু করল। সে ব্যক্তি অপারগ হয়ে কুরাইশের এক সমাবেশে গিয়ে বলতে লাগল, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে, আবু জাহলের কাছ থেকে আমার পাওনা উসূল করে দিতে পারবে? কেননা আমি হলাম একজন মুসাফির। তারা তামাশা দেখার জন্য মসজিদের একপ্রান্তে বসা মুহাম্মদ <sup>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</sup>-এর নিকট তাকে এই বলে পাঠিয়ে দিল যে, সে তোমার অধিকার আবু জাহলের নিকট হতে উসূল করে দিতে পারবে।

উট বিক্রেতা তাদের এই তামাশা সম্বন্ধে অবগত ছিল না। তাই সোজা নবী করীম <sup>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</sup>-এর কাছে এসে সব বৃত্তান্ত খুলে বলল। তিনি তখনি উক্ত লোকের সাথে আবু জাহলের বাড়ির দিকে চললেন। ঘরের দরজায় টোকা মারতেই আবু জাহলের জিজ্ঞাসা কে তুমি? রাসূল <sup>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</sup> তাঁর নাম বললেন, আবু জাহল তৎক্ষণাৎ বাইরে বের হলো; কিন্তু তার চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। রাসূল <sup>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</sup> তাকে বললেন, এ বোচারার প্রাপ্য পরিশোধ করুন। সে বলল, আসুন একথা বলেই গৃহে গিয়ে সমস্ত দাম পরিশোধ করল। তাঁরা চলে গেলে লোকেরা আবু জাহলের ওপর তিরস্কার করা শুরু করল। তারা বলল, আবু জাহল শত্রুর আনুগত্য করল। আবু জাহল বলল, খোদার শপথ! মুহাম্মদ এসে আমার দরজায় টোকা মারতেই আমি ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহের বাইরে এসে দেখতে পেলাম যে, আমার মাথার ওপর একটা নর উট দাঁড়িয়ে আছে। আমি আমার জীবনে কখনো এত মোটা মাথার খুপড়ি বিশিষ্ট এবং বড় বড় দাঁত বিশিষ্ট উট দেখিনি। আল্লাহর শপথ! আমি সে সময় তার প্রাপ্য পরিশোধ না করলে সে নিশ্চিতভাবে আমাকে খেয়ে ফেলতো।

এ ধরনের বর্ণনা ইমাম আবু নু’আইম ইসপাহানী <sup>রহমতুল্লাহু আনহু</sup>-এর গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তিনি হযরত সালাম ইবনে মিসকীন <sup>রহমতুল্লাহু আনহু</sup>-এর সূত্রে এটির বিবরণ দিয়েছেন।

১৫১. উতবা ইবনে আবু লাহাব রাসূল <sup>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</sup>-কে কষ্ট দিয়েছে। সে কুকুরের আহ্বারে পরিণত হয়েছে, তার অর্থসম্পদ তাকে রাখতে পারেনি।

অশ্রাব্য কথন ও পরিণামে ব্যাঘ্রের গ্রাসে পরিণত হওয়া

ইমাম ইবনে আসাকির <sup>রহমতুল্লাহু আনহু</sup> হযরত উরওয়া <sup>রহমতুল্লাহু আনহু</sup>-এর সূত্রে হযরত হুবার ইবনুল আসওয়াদ <sup>রহমতুল্লাহু আনহু</sup> থেকে নকল করে বিবরণ দেন যে, আবু লাহাব ও



তার ছেলে উতবা পণ্যসামগ্রী নিয়ে সিরিয়ায় গিয়েছিল। আমিও তাদের দু'জনের সাথে ব্যবসায়ী পণ্যসামগ্রী নিয়ে সিরিয়া গিয়েছিলাম। যাত্রার প্রারম্ভে আবু লাহাবের ছেলে আমার কাছে শপথ করে বলল, আমি অবশ্যই মুহাম্মদের কাছে যাব এবং তার প্রভু সম্পর্কে কটুকথা বলব। এ কথা বলে সে মহানবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি সেই সত্তার অস্বীকৃতি ঘোষণা দিচ্ছি যা তুমি 'ছুস্মা দানা ফাতাদালা, ফাকা-না ক্বাবা কাও সাইনি আও আদনা'-এ বর্ণনা দিয়েছ।

একথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! এর ওপর তোমার কুকুরগুলো থেকে একটি কুকুর লেলিয়ে দাও। সে প্রত্যাবর্তন করলে আবু লাহাব পূর্ণ ঘটনা শুনে ব্যতিত হলো। সে বলল তোমার ব্যাপারে মুহাম্মদের কথায় আমায় অত্যন্ত চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। পরিশেষে আমরা সফর করলাম। পথিমধ্যে বাঘ-ভাল্লুকের আস্তানার পার্শ্বে আমাদের ছাউনি ফেলা হলো। আবু লাহাব বলল, তোমরা আমার বয়সের আধিক্য সম্বন্ধে অবশ্যই অবগত আছ। অতএব তোমরা তোমাদের বেডিংপত্র এ গির্জার কাছে লাগিয়ে রাখো। এর ওপর আমার ছেলের জন্য বিছানা বিছিয়ে দাও। এর আশে পাশে তোমরা তোমাদের আসন পেতে নাও। আমরা আমাদের শয্যা এরূপ করে নিলাম। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে একটি বাঘ এসে আমাদের ঘ্রাণ নিতে লাগল। সে তার বাঞ্ছিত ব্যক্তিকে না পেয়ে উপরের দিকে লাফিয়ে উঠল। আবু লাহাবের ছেলের মুখের ঘ্রাণ নিয়েই সে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেললো। তার মাথা মুচড়ে দিল। আবু লাহাব এ দৃশ্য দেখে বলল, আল্লাহর শপথ! সে মুহাম্মাদের অভিসম্পাত থেকে কি করে বেঁচে যেতে পারে।

ইমাম বায়হাকী আলোয়াহি ও ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী আলোয়াহি নাওফল ইবনে আবী আকবর আনল-এর সূত্রে পরম্পরা এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

১৫২. আর সে প্রতারক বুশাইর যে নবীজী আলোয়াহি-কে অতিরিক্ত গালি-গালাজ করেছে, অতিমাত্রা সন্ত্রাসে বেড়ে গেছে।

১৫৩. সে তার ঘর চাপা পড়ে মারা গেছে। সে তায়েফে প্রত্যাবর্তন করেছিল, কিন্তু তায়েফেও তাকে নিরাপত্তা দিতে পারল না।

**নিন্দাকারী বুশাইর ইহুদির ঘর চাপা পড়ে মৃত্যু**

ইমাম ইবনে ইসহাক আলোয়াহি প্রমুখ হযরত কাতাদাহ ইবনে নু'মান আনল রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন যে, বশীর ইবনে উবাইরাক নামী এক মুনাফিক ছিল। যার উপাধি তু'মাহ। সে উলাইয়া ইবনে রিফায়া ইবনে যায়েদের কিছু পণ্য ও হাতিয়ার চুরি করে আনল। তখন তার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হলো: 'ইল্লা আনযালনা ইলাইকা কিতা-বান বিল হাক্কি লিতাহকুমা বাইনান নাস।' অর্থাৎ 'হে রাসূল ﷺ! আমি আপনার প্রতি এ গ্রন্থটি অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি মানুষের মাঝে সঠিকভাবে ফায়সালা করতে পারেন।'।

এ লোকটি আয়াতটি শ্রবণ করে পবিত্র মক্কায় পালিয়ে গেল। সেখানে সে সালামা বিনতে সা'দের ঘরে অতিথি হলো। সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথীসঙ্গী সকলকে গালিগালাজ করতে লাগল। হযরত হাসসান ইবনে সাবিত রাযি-এর প্রত্যুত্তরে নিন্দায় কিছু কবিতা বললেন। কবিতাগুলো সালামা শুনতে পেয়ে স্বীয় দুর্নামের ভয়ে বশীরকে নিজ গৃহ থেকে বের করে দিল। সে এখান থেকে তায়েফে গেল। একটি অনাবাদী স্থানে সে একটি গৃহে প্রবেশ করতেই গৃহটি তার ওপর ভেঙে পড়ল। এভাবে সে জাহান্নামে পৌঁছল। কুরাইশরা এ ঘটনা শুনতে পেয়ে সবাই একযোগে বলতে লাগল যে, খোদার শপথ! মুহাম্মদ রাযি-এর সাথী থেকে একমাত্র সেই ব্যক্তিই পৃথক হয়ে থাকে যার মধ্যে অণু পরিমাণও কল্যাণ নেই। পক্ষান্তরে এমন কোনো ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, যার মধ্যে অণু পরিমাণও কল্যাণ আছে।

ইমাম হাকিম রাযি ঘটনাটি এভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

### রুগ্ণ ও বিপদগ্রস্তদেরকে আরোগ্য দান

#### সম্পর্কিত রাসূল রাযি-এর মু'জিয়াসমূহ

১৫৪. রাসূল রাযি অনেক বিপদগ্রস্তদের দু'আর মাধ্যমে কিংবা বিকলাঙ্গকে হাতের স্পর্শে নিরাময় করে দিয়েছেন।

১৫৫. হযরত 'আলী রাযি-এর চক্ষু যন্ত্রণা করলে (রাসূল রাযি-এর দু'আর বরকতে) এমন সুস্থ হয়ে গেল যে, তারপর হতে তার (চোখে) কখনো রোগও হয়নি এবং পর্দাও পড়েনি।

রাসূল রাযি-এর মুখের লালা দ্বারা হযরত 'আলী রাযি-এর চোখের আরোগ্য

ইমাম বায়হাকী রাযি ও ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রাযি হযরত বারীরা রাযি-এর বিবৃতি থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ রাযি খাইবার যুদ্ধে বলেছেন, আমি আগামীকাল যুদ্ধের ঝাণ্ডা এমন এক ব্যক্তির হাতে দেব যিনি আলাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল রাযি-কে ভালোবাসেন। হযরত 'আলী রাযি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কুরাইশদের দৃষ্টি এ গুণটি করায়ত্তে পাবার আকর্ষিত ছিল। ইতোমধ্যে হযরত 'আলী রাযি স্বীয় উস্ত্রে আরোহন করে আগমন করলেন। তাঁর চোখে তখন যন্ত্রণা করছিল। রাসূল রাযি বললেন, ওহে আলী! আমার নিকটে আসো। হযরত 'আলী রাযি রাসূল রাযি-এর নিকটে এলে তিনি মুখের লালা হযরত আলীর চোখে লাগিয়ে দিলেন। এতে হযরত 'আলী রাযি-এর চোখে আর আমৃত্যু যন্ত্রণা করেনি। অতঃপর তিনি তাঁকেই যুদ্ধের পতাকা প্রদান করলেন। আর খাইবার হযরত 'আলী রাযি-এর হাতে বিজয় হলো।

১৫৬. রাসূল ﷺ হযরত ‘আলী রায়হান-এর জন্য শীত ও প্রচণ্ড গরমের কষ্ট অনুভব না হওয়ার দু‘আ করলেন ।

১৫৭. তিনি শীতকালে গ্রীষ্মের পোষাক পরতেন, তীব্র গ্রীষ্মে জুব্বা ইত্যাদি পরতেন ।

**হযরত ‘আলী রায়হান-এর শীত ও উত্তাপ নিরাপদ থাকা**

উল্লিখিত পঙ্ক্তি দু‘টি সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে যা ইমাম আবু নু‘আইম ইস্পাহানী রায়হান হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা রায়হান-এর ঘটনা দ্বারা বর্ণনা করেন যে, খাইবারে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ‘আলী রায়হান-কে ডেকে যুদ্ধের পতাকা প্রদান করে এ প্রার্থনা করলেন, ‘ইয়া আলহ! আলীকে শীত ও উত্তাপ থেকে বাঁচাও ।’ এ দু‘আর বরকতে পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.) কখনো প্রচণ্ড শীত ও উত্তাপে কষ্ট অনুভব করেননি । আর তাঁকে শীত ও গ্রীষ্মের পৃথক পৃথক পোশাকও পরতে হয়নি ।

ইমাম বায়হাকী রায়হান এবং ইমাম তাবারানী রায়হান তাঁর আওসাত গ্রন্থে এরূপে ঘটনাটির বর্ণনা করেছেন ।

১৫৮. (রাসূল ﷺ-এর পবিত্র হাতের স্পর্শে) কাদাতা রায়হান-এর চোখটি অন্য চোখের চাইতে অতীব সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে গেল ।

**বেরিয়ে আসা চোখ এবং রাসূল ﷺ-এর পবিত্র হাতে যথাস্থানে স্থাপন**

ইতিহাসবিদ ইমাম ইবনে সা‘আদ রায়হান হযরত যায়েদ ইবনে আসলামের কাহিনী সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত কাতাদা ইবনে নু‘মান রায়হান-এর চোখ এক যুদ্ধে বের হয়ে মুখাবয়বের ওপর ঝুলে পড়ল । রাসূল ﷺ তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা চোখটাকে তার আসল জায়গায় রেখে দিলেন । এর ফলে সেই চোখটি অন্য চোখটির চাইতে অতীব সুন্দর ও আকর্ষণীয় দেখা যেতো ।

ইমাম আবু ইয়া‘লা রায়হান ও ইমাম বায়হাকী রায়হান হযরত ওমার ইবনে কাতাদা রায়হান-এর সূত্রে এবং ইমাম আবু নু‘আইম ইস্পাহানী রায়হান হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবনে আবু নাস্ঈম রায়হান-এর সূত্রে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ।

১৫৯. এক ইয়ামেনী শিশু জন্মদিনেই রাসূল ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে স্পষ্ট ভাষায় রাসূল ﷺ সত্য নবী হওয়ার সাক্ষ্য দিল ।

১৬০. এরপর শিশুটি বুদ্ধিমান হওয়া পর্যন্ত একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি ।

**নবজাত শিশু সন্তানের জন্ম দিনেই রিসালতের সাক্ষ্যদান**

ইমাম ইবনে আসাকির রায়হান মুয়াইকিবের রিওয়াযাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলেন । ইতোমধ্যে মক্কার গৃহে পৌঁছলেন । দেখলেন বিশ্বনবী পদার্পণ করেছেন । তিনি বলেন, আমি একটি আশ্চর্য ব্যাপার

লক্ষ্য করলাম। ইয়ামন নগরী থেকে আগত এক ব্যক্তি তার একটা সদ্যজাত শিশু সন্তানকে নিয়ে নবীর সম্মুখে উপস্থিত, যে শিশুটি ওইদিনই জন্মগ্রহণ করে। তাকে দেখে রাসূল ﷺ বললেন, ওহে ছেলে! বলতো দেখি আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর সত্য নবী। তিনি বললেন, তুমি সত্য কথাই বলেছ, আল্লাহ তোমাদের জীবনে অশেষ কল্যাণ দান করুন। এরপর শিশুটি বুদ্ধিমান হওয়া পর্যন্ত আর কখনও কথা বলেনি। লোকেরা এজন্য তাকে উপাধি দিয়েছিল। ‘মুবারকুল ইয়ামামা’ নগরীর কল্যাণময় পুরুষ।

এভাবে ঘটনাটি ইমাম বায়হাকী رحمہ اللہ ও বর্ণনা করেছেন।

১৬১. এক বোবা অশৈশব রাসূল ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত হলে তার মুখ চালু হয়ে যায়। অনর্গল বলতে থাকে সে স্পষ্ট ভাষায় কথা।

**রিসালাতের প্রতি অশৈশব বোবার সাক্ষ্যদান**

ইমাম বায়হাকী رحمہ اللہ হামারা ইবনে আতিয়া رحمہ اللہ-এর সূত্রে তাঁর কোনো এক শিক্ষক থেকে শুনে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-এর কাছে এক মহিলা তার এক যুবক ছেলেকে নিয়ে উপস্থিত হলো। সে নিবেদন করল যে, ওহে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার এ ছেলেটি যে দিন ভূমিষ্ঠ হয়েছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কোনো কথাই বলছে না। রাসূল ﷺ বললেন, ওহে ছেলে! বলতো আমি কে? ছেলেটি তৎক্ষণাৎ বলে উঠল আপনি আল্লাহর সত্যবাদী নবী।

১৬২. যানীরা (নামক সাহাবীয়া) অন্ধতায় কষ্ট করতে লাগছে। কাফির বেদীনরা মিথ্যা ও প্রতারণায় বলতে লাগছে।

১৬৩. লাত ও উয্যা দেবীর অসিলা পরিত্যাগ করেছে বিধায় তারা তার ওপর অন্ধত্বের বিপদ ঢেলে দিয়েছে।

১৬৪. রাসূল ﷺ-এর দু‘আয় আলাহ তা‘আলা তাকে আরোগ্যতা দান করেছেন। লজ্জা ও অবমাননায় কাফিরদের মাথা হেট হয়ে গেল।

**রাসূল ﷺ-এর দু‘আর বরকতে অন্ধের অন্ধত্ব মোচন**

যানীরা নামক এক মহিলা সাহাবীয়া লাত ও উয্যা দেবীকে ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করল। এ সময় তার দৃষ্টি শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে চলছিল। মুশরিকরা তাকে এ বলে যাতনা দিতে লাগল, তুমি লাত ও উয্যা দেবীর ওয়াসিলা পরিত্যাগ করেছে বিধায় তারা তোমার ওপর অন্ধত্বের বিপদ ঢেলে দিয়েছে। তখন রাসূল ﷺ তাঁর আরোগ্যের প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা‘আলা তাকে আরোগ্য দান করেন এবং দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়ে দেন। এতে কাফিরদের লজ্জা ও অবমাননায় মাথা হেট হয়ে গেল।

১৬৫. যে মহিলাটি রাসূলের খেদমতে এসে একটি গ্রাসের জন্য আবেদন করল যেন তাকে চিবিয়ে হারানো লজ্জা ফিরে পায়।

১৬৬. (গ্রাসটির ভক্ষণে) তার নির্লজ্জতা দূরীভূত হয়ে গেছে, (তার প্রভাবে) লজ্জাশীলতার প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

রাসূল ﷺ-এর এক গ্রাস আহার দ্বারা বদভ্যাসের চিকিৎসা

ইমাম তাবারানী رحمۃ اللہ علیہ হযরত আবু উমামা رضی اللہ عنہ-এর রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা নির্লজ্জ ও বাচাল ছিল। সে পুরুষ লোকদের সাথে ঝগড়া করে ফিরতো। একদিন সে রাসূল ﷺ-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি ‘সারীদ’ নামক সুস্বাদু খাদ্য আহার করছিলেন। সে এ থেকে কিছু আহার করতে আগ্রহ প্রকাশ করল। রাসূল ﷺ তখন তাকে কিছু সারীদ দান করলেন। মহিলাটি নিবেদন করে বলল, আমাকে সে গ্রাসটিও দিন যা আপনার পবিত্র মুখ গহবরে শোভা পাচ্ছে। তিনি তাকে সে গ্রাসটিই দিলেন, সে অমনি ভক্ষণ করে ফেলল। যার প্রভাব এভাবে পড়ল যে, তার ওপর লজ্জাশীলতা এতই সঞ্চার হলো যে, সে লজ্জাশীলতার প্রবাদে পরিণত হলো। সে আমরণ কারো সাথে বিবাদ ও বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়নি।

১৬৭. হযরত শুরাহবীল رضی اللہ عنہ হাতের তালু হতে উপমাংস মিটে গিয়েছে। তিনি শক্তভাবে ঘোড়ার লাগাম ধরতে পারতেন না।

হযরত শুরাহবীল رضی اللہ عنہ-এর হাতের তালু থেকে উপমাংসের বিলুপ্তি সাধন

ইমাম বুখারী رحمۃ اللہ علیہ তাঁর রচিত ‘আত-তরীকুল কবীর’ গ্রন্থে হযরত শুরাহবীল জা’ফর رضی اللہ عنہ-এর ভাষ্যে বর্ণনা করেন যে, আমি হুযুরে আকরাম ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হলাম। আমার হাতের তালুতে উপমাংস সাদৃশ্য একটা কিছু বের হয়েছিল। এতে আমি ঘোড়ার লাগাম ও তরবারি ভালো করে ধরতে পারতাম না। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি আমার হাতের তালুতে থু-থু মারলেন। তাঁর হাতের তালু আমার উপ মাংসের ওপর রেখে মর্দন করতে লাগলেন। তিনি আমার উপমাংস থেকে হাত উঠাতেই দেখা গেল যে, আমার হাতের তালুতে কোনো উপমাংসের নিশানা বা চিহ্ন নেই।

ইমাম ইব্নুস সাকান رحمۃ اللہ علیہ, ইমাম ইব্নুস মানযার رحمۃ اللہ علیہ ও ইমাম বায়হাকী رحمۃ اللہ علیہ এভাবে ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

খাবার ও পানীয় দ্রব্যাদির মধ্যে বরকত

সম্পর্কিত রাসূল ﷺ-এর মু’জিয়াসমূহ

১৬৮. সুফফার অধিবাসী একটি জামা’আতকে রাসূল ﷺ আহবান করলেন, যারা সমগ্র রজনী বিন্দি ও ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন।

১৬৯. এক মুদ পরিমাণ খাবার ৮০ জন লোকের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। যতটুকু খেয়েছে তার চেয়ে অধিক বেঁচেই গেল।

রাসূল ﷺ-এর স্পর্শে এক মুদ খাদ্য ৮০ জন লোকের ভৃগু সহকারে ভক্ষণ ইমাম ইবনে আবু শাইবায় হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর রিওয়াযাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ এক রজনীতে গৃহের বাহিরে গমন করলেন। তিনি বললেন, সুফফার অধিবাসীরা কোথায়? তাদের ডেকে নিয়ে এসো। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। তখন সামনে যবের তৈরি কিছু খাদ্যভর্তি একটি পেয়ালা ছিল। যার পরিমাণ আমার ধারণা মতে এক মুদের বেশি ছিলনা। রাসূল ﷺ তাঁর নিজ হাত তার ওপর রেখে বললেন, বিসমিল্লাহ বলে খাও। আমরা যতজন ছিলাম সবাই ভালো করে খেলাম। আমরা আনুমানিক ৮০ জন লোক ছিলাম। এরপর আমরা সবাই আমাদের হাতগুলো গুটিয়ে নিলাম; কিন্তু পেয়ালাটি প্রথমে যেমন ছিল, পরেও তেমনি রয়েছে, পাত্রের মাঝে কোনো তফাৎ অনুভব হয়নি। এর মধ্যে আঙ্গুলের ছাপ আছে বলে বুঝা যাচ্ছিল।

ইতিহাসবিদ ইমাম ইবনে সা'আদ রাঃ, মু'জামে তাবারানীতে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

১৭০. ওয়াছেলা ইবনে আসকা ক্ষুধার অভিযোগ করল। তিনি তিনদিন পর্যন্ত কোনো খাবার আস্বাদন করেননি।

১৭১. অতঃপর রাসূল ﷺ একটা রুটি চেয়ে তা ঘিয়ের মধ্যে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন এবং এক এক জামা'আত করে ডাকলেন যেন তারা পালান্ধ্রমে খেয়ে যায়।

১৭২. অতঃপর ত্রিশজন এসে পেট ভরে খেয়ে গেল এবং সর্বশেষে রাসূল ﷺ খেয়েছেন।

১৭৩. তা সত্ত্বেও খাদ্য-ভাণ্ডারে পরিবর্ধিত ছাড়া কোনোরূপ ঘাটতি হয়নি।

একটি রুটি তিরিশজন লোকের উদরপূর্তির জন্য যথেষ্ট হওয়া

ইমাম হাকিম রাঃ ইয়াযীদ ইবনে আবু মালিক রাঃ সূত্রে হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা রাঃ-এর রিওয়াযেতে দ্বারা বর্ণনা করেন যে, একদিন আমাদের তিনদিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে হয়েছে। আমি নবী করীম ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে এহেন অবস্থার কথা অবহিত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, দেখো আমাদের বাড়িতে খাওয়ার মতো কিছু আছে কি? যে দাসীকে উদ্দেশ্য করে এ প্রশ্নটি করা হয়েছে সে বলল, একটা রুটি ও সামান্য ঘি আছে। তিনি সেগুলোকে নিয়ে আসতে বললেন। তাঁর কাছে রুটি আনা হলে তিনি তাঁর পবিত্র হাতখানি দ্বারা সে রুটিটি টুকরো টুকরো করলেন। তারপর বললেন, তুমি

গিয়ে দশজনকে ডেকে আনো। আমি ডেকে আনলাম। তারপর আমরা সবাই মিলে খেলায়। শুধু তাই নয়, খুব উদরপূর্তি করেই খেলায়। এতদসত্ত্বেও সেই খাদ্র-ভাঙারে আমাদের আঙ্গুলগুলোর আবছা ছাপ পড়েছে বলেই মনে হলো, কোনোরূপ ঘাটতি মনে হয়নি। আব্বারো রাসূল ﷺ বললেন, আরো দশজন ডেকে আন। আমি এমনভাবে ডেকেই আনছিলাম; কিন্তু সে খাদ্র ভাঙারে পরিবর্তিত হওয়া ছাড়া কিছুই মনে হলো না। এভাবে ত্রিশজন পর্যন্ত খেলেন।

১৭৪. একটি বাটিতে স্বল্প দুধ ছিল। (ঘটনাক্রমে) ক্ষুধার্ত সাহাবী ইবনে দাওস (আবু হুরায়রা) প্রবেশ করল।

১৭৫. তাঁর সাথীদেরকে আপ্যায়নের জন্য ইঙ্গিত করলেন। যার মন চায় একবার পান করবে, যার ইচ্ছা করবে বারবার।

১৭৬. দুধের বাটি পালাক্রমে সকলের সম্মুখে নেওয়া হলো। সবাই তৃপ্তির সাথে পান করল, অথচ একটু দুধ ঘাটতি হয়নি।

**এক বাটি দুধ একটি দলের জন্যে যথেষ্ট হওয়া**

ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহু -এর রিওয়ায়াত থেকে বর্ণনা করছেন যে, একবার হযূর ﷺ আমাকে একবাটি দুধ সুফফার অধিবাসী সাহাবীদের পান করাতে নির্দেশ দিলেন। আমি বাটি হাতে করে সবার কাছে নিয়ে যেতাম। সে খুব তৃপ্তি সহকারে পান করতো। তারপর আমাকে ফেরত দিতো। তারপর আমি বাটির দুধ অন্য একজনকে দিয়ে দিতাম। সেও একরূপ করতো। এমনকি সবাই পান করে পরিতৃপ্ত হলো, একমাত্র আমি ছাড়া।

রাসূল ﷺ সেই বাটিটা আমার হাত থেকে নিলেন। তাঁর হাতে নিয়ে তিনি মুচকি হাসলেন। আর বললেন, ওহে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলালাহ ﷺ। বললেন, এখন তো কেবল তুমি আর আমি অবশিষ্ট রয়ে গেলাম তাইনা? সুতরাং তুমি বসে পান করে নাও। আমি উত্তমরূপে পান করলাম। তিনি বললেন, আরো পান করো। আমি আব্বারো পান করলাম। তিনি অনবরত বলেই যাচ্ছিলেন যে, আব্বারো পান করো। আমি বাধ্য হয়ে আরজ করলাম যে, আমি সেই সন্তর শপথ করে বলছি যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, আমার উদরে আর বিন্দুমাত্র স্থান নেই। একথা বলে বাটিটা তাঁকে ফেরত দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে বিস্মিল্লাহ বলে অবশিষ্ট দুধগুলো পান করে নিলেন।

১৭৭. একটি বাটি সরীদভর্তি (খাদ্র) ছিল। আগন্তুকগণ সেখান থেকে ভোর থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত খেয়ে যেতে লাগল।

১৭৮. বাটিটি খাবারে পরিপূর্ণ ছিল। তার মধ্যস্থলে পর্বতের চূড়ার ন্যায় উঁচু দেখা যায়।

ভোর থেকে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত আগতদের আহ্বানের জন্য যথেষ্ট হওয়া

ইমাম আবু নু'আইম ইম্পাহানী রোহাৎ আলিয়াহ হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রোহাৎ আলিহ এর বর্ণনা দ্বারা উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে খাদ্য ভর্তি একটি বাটি আনা হয়েছিল। লোকেরা সেখান থেকে সকাল হতে শুরু করে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত খেয়ে যেতে লাগল। এক মজলিসের লোকজনের খাওয়া শেষ হলে দ্বিতীয় মজলিস বসানো হতো। তখন এক লোক সামুরাহ রোহাৎ আলিহ-কে জিজ্ঞাসা করল যে, বাটিতে কি বারংবার আরো খাদ্য ঢালা হতো? তিনি বললেন, মোটেও না। তবে মু'জিয়া হিসেবে অবশ্যই ফেলা হচ্ছে সুদূর আকাশ হতে।

ইমাম দারেমী রোহাৎ আলিয়াহ, ইমাম ইবনে আবু শাইবা রোহাৎ আলিয়াহ, ইমাম তিরমিযী রোহাৎ আলিয়াহ, ইমাম হাকিম রোহাৎ আলিয়াহ ও ইমাম বায়হাকী রোহাৎ আলিয়াহ একরূপই বর্ণনা করেছেন আর এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

১৭৯. হযরত মাস'উদ সাহাবীর গোষ্ঠীর জন্য অনেকগুলো ছাগল প্রয়োজন হতো। (কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আর বরকতে) গোশতের অর্ধাংশ যথেষ্ট হয়ে গেল বরং তার অংশ-বিশেষ বেঁচেই গেল।

একটি ছাগীর গোশতের অর্ধাংশ বৃহৎ পরিবারের যথেষ্ট হওয়া

ইমাম তাবারানী রোহাৎ আলিয়াহ হযরত মাস'উদ ইবনে খালেদ রোহাৎ আলিহ-এর বর্ণনা সূত্রে উল্লেখ করেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি ছাগী উপঢৌকন রূপে পাঠিয়ে কোনো কাজে চলে গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগীটির অর্ধেক গোশত আমার বাসায় ফেরত পাঠালেন। আমি বাসায় গিয়ে গোশত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এগুলো কোথেকে এসেছে? লোকেরা বলল যে, এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। আমি স্ত্রীকে বললাম, এগুলো এভাবে রেখে দিলে কেন? এগুলো সন্তান-সন্ততিদের খাওয়ায়ে দিলেই তো হতো? সে বলল, আরে এগুলো হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবশিষ্ট খানা। এরপর এগুলো আমাদের গোষ্ঠীর সবাইকে আহ্বার করানো হবে। সুতরাং অনুরূপেই করা হয়েছে। এ বৃহৎ পরিবারটি এত বড় ছিল যে, তাদের জন্য দুটো এবং তিন তিনটি ছাগল একসাথে যবাই করা হতো। অনেক সময় তাদের জন্য এ পরিমাণটাও যথেষ্ট ছিল না; কিন্তু আলাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিয়া-স্বরূপ পুরো গোষ্ঠী শুধু অর্ধ ছাগীর গোশত দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে গেল।

১৮০. হযরত জাবির (রা.)-এর অনেক ঋণ মাত্র একটি স্তূপ হতে পরিশোধ করে দিয়েছেন।

১৮১. যদি তুমি তার হিসাব নিতে (তাহলে প্রতীয়মান হতো তোমার) যে, ঋণের অংশ বিশেষ আদায় করাও ছিল দুরূহ ব্যাপার। অতঃপর উঠ তুমি যাও মাফ দাও।



১৮২. যখন তারা একটি অংশ মাফ করতে কিংবা ঋণ আদায়ে বিলম্বতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন রাসূল ﷺ (সেই স্তূপ হতে) পূর্ণভাবে পরিশোধ করে দিয়েছেন।

অল্প কিছু খেজুর দ্বারা হযরত জাবির রাঃ-এর ঋণ পরিশোধ

ইমাম বুখারী রাঃ-এর সূত্রে হযরত জাবির রাঃ থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধে আমার পিতা শহীদ হয়েছিল। তিনি মৃত্যুকালে অনেক ঋণ আর ছয়টি কন্যা সন্তান রেখে গিয়েছিলেন। খেজুর পাকার মুহূর্ত এলে আমি রাসূল ﷺ-এর সমীপে আবেদন করলাম যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, আমার ভালো হতো। তিনি বললেন, তোমার খেজুর গাছে যতগুলো খেজুর আছে, সবগুলো পেড়ে এক জায়গায় একত্রিত করে নাও। হযরত জাবির রাঃ বলেন, আমি মহানবী ﷺ-এর কথা মতো কাজ করলাম এবং তাঁর উপস্থিতির কামনায় হাজির হলাম। তিনি সেথায় আগমন করলেন। বড় স্তূপের কাছে তিনবার পায়চারী করে স্তূপের উপরেই বসে পড়লেন। এরপর তিনি বললেন, যাও, ঋণদাতাদের ডেকে পাঠাও। তারা সবাই এসে পড়লে রাসূল ﷺ মেপে মেপে তাদেরকে দিতে শুরু করলেন। এমনকি আল্লাহ তা'আলা সে খেজুরগুলো থেকে আমার পিতার সব ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। অথচ আমি এতেই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, ঋণ পরিশোধের পর আমার বোনদের জন্য একটি মাত্র খেজুরও না থাকুক। কিন্তু আলাহর শপথ! পুরো স্পটি যেটির ওপর রাসূল ﷺ উপবেশন করছিলেন প্রথমে যেভাবে ছিল সেরূপেই অক্ষত রইল। আমার মনে হলো যেন খেজুর থেকে একটি খেজুরও বিয়োগ হয়নি।

১৮৩. রাসূল ﷺ-এর ওপর ﴿وَأَنْزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে

তার পরিবারের ৪০ জনকে দাওয়াত করলেন।

১৮৪. দৈহিক হুস্তপুস্ত হওয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তি একটি ছাগলের ভক্ষক ও এক মটকা পানকারী ছিল।

১৮৫. তারা বকরির একটি হাত ও এক বাটি দুধ দ্বারা পেটভরে পরিতৃপ্ত হয়েছে।

১৮৬. উয্যার গোলাম (আবু লাহাব) অস্বীকার করত বলে উঠল, মুহাম্মদ তোমাদের ওপর যাদু করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দিয়েছে।

এক প্রস্থ হাগীর হস্ত আবদুল মুত্তালিব পরিবারের পরিতৃপ্ত সহকারে ভক্ষণ

উপরোক্ত পঙ্ক্তিসমূহে উল্লিখিত ঘটনাটি সেই হাদীস থেকে চয়ন করা হয়েছে, যা ইমাম ইবনে ইসহাক রাঃ প্রমুখ হযরত 'আলী রাঃ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-এর ওপর ওয়া আনযির আশীরাতাকাল আকরাবীন'

আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে তিনি আব্দুল মুত্তালিব পরিবারকে দাওয়াত করলেন। তিনি তাদের জন্য একটি ছাগীর একটি হাত আর এক পালি আটা পাক করে তাদের সামনে পরিবেশন করলেন। আর সেই রান্না করা গোশত থেকে এক টুকরো গোশত তাঁর মুক্ত সাদৃশ্য স্বচ্ছ দন্ত দ্বারা কেটে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে আহার করতে নির্দেশ দিলেন। ফলে সকলে মিলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। এদিকে পানাহার শেষ হলো, কিন্তু গোশতগুলো এত খাওয়ার পরও শেষ তো হলোনা তদুপরি মোটেও কমল না। অথচ আগত অতিথিদের খাদ্যের পরিমাণ একেকটা ভুনা বকরির চেয়েও বেশি পরিমাণ ছিল। তিনি সকলকে পুনঃ দুধ পান করতে আদেশ করলেন। তারা খুব তৃপ্তি সহকারে পান করল। এক গ্লাস দুধ সকলে পান করেও সেই গ্লাসটির দুধ নিঃশেষ হয়নি। অথচ তারা সবাই এক লিটার দুধের চেয়েও বেশি পান করতে সক্ষম ছিল।

অতঃপর আমাদের প্রাণ প্রিয় রাসূল ﷺ কিছু বলতে ইচ্ছে করলেন, কিন্তু কপটপতি আবু লাহাব একথা বলে সমাবেশ ভেঙে দিল যে, সমবেত অতিথিদের উদ্দেশ্য করে বলছি, ‘মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের ওপর যাদু করে দিয়েছে।’ সুতরাং আমাদের নবীজী কিছুই বলার সুযোগ পাননি। পরের দিনও এরূপ ঘটনাই ঘটেছে। অর্থাৎ আবু লাহাব সকল ঘটনায় বাধা প্রদান করেছে।

ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহু আলায়হি ও ইমাম আবু নু‘আইম ইম্পাহানী রহমতুল্লাহু আলায়হি এরূপই বর্ণনা করেছেন।

১৮৭. রাসূল ﷺ এক মশক পানিতে কুলি করে দিয়েছেন, এ বিরাট দলটি স্বল্প পানিতে তৃষ্ণা নিবারণ করল।

১৮৮. মশকটি পরিপূর্ণ ছিল তার পানি মোটেও কমেনি; বরং আরো বর্ধিত ও পরিপূর্ণ মনে হয়েছে।

**কুলির বরকতে স্বল্প দ্বারা একটি বিরাট দলের তৃষ্ণা নিবারণ**

ইমাম মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী রহমতুল্লাহু আলায়হি ও ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী নিশাপুরী রহমতুল্লাহু আলায়হি হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর ঘটনার বর্ণনা সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, আমরা পিপাসার অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ রহমতুল্লাহু আলায়হি আমাদেরকে পানির খোঁজে বের হতে আদেশ করেন। পরিশেষে তাঁর কাছে পানি নিয়ে পথ অতিক্রম করছিল এমন এক মহিলাকে উপস্থিত করা হলো। রাসূল রহমতুল্লাহু আলায়হি মহিলাটির মশকটির ভেতর থেকে সামান্য পানি পেয়ালায় নিয়ে তাতে কুলি করলেন। আবার এগুলোকে মশকে ঢেলে মুখটি বন্ধ করে সমগ্র সৈন্যদলকে পান করতে এবং সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দেন। তাই কেউ কেউ পান করল এবং সংরক্ষণ করে রেখে দিল। মহিলাটি গুরু থেকে ঘটনাটি শুধু দেখে যাচ্ছিল; কিন্তু পানি তো বিন্দুমাত্রও কমল না। এরপর রাসূল রহমতুল্লাহু আলায়হি মহিলাটিকে উদ্দেশ্যে করে

বললেন, দেখো, আমি তো তোমার পানি থেকে কিছুই ব্যয় করিনি; বরং আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন। এরপর মহিলাটিকে কিছু উপটোকন দিয়ে বিদায় দেওয়া হলো।

১৮৯. যখন সাহাবায়ে কেরামের বাহিনী এমন এক কূপের নিকট পৌঁছল যার পানি খুব সামান্য ছিল। আর তার সামান্য পানি ও উত্তোলন হেতু তাতে কিঞ্চিৎ পানিও দেখা যায় না।

১৯০. অতঃপর তার গভীরতায় একটি তীর গঁড়ে দিয়েছেন, (পরশেই) পানি উথলে উঠল, শ্রোতধারা জারি হয়ে গেল।

**রাসূল -এর কুলির বরকতে কূপের পানি ফেঁপে উঠা**

ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহু আলাইহ ইমাম ওয়াকিদীর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, নাবিয়াহ আয়াম রহমতুল্লাহু আলাইহ বলেন যে, একদিন সফরকালীন অবস্থায় সৈন্যরা পানির স্বল্পতার অভিযোগ করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুনির থেকে একটি তীর বের করে আমাকে দিলেন এরপর কূপ থেকে এক বালতি পানি এনে অযু করত কুলির পানি বালতিতে ফেলে দিলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, এ বালতিটি নিয়ে কূপে অবতরণ করো এবং তাকে কূপে ফেলে দাও অতঃপর তীরটা গঁড়ে দাও। আমি তাঁর কল্যাণময় সে নির্দেশটি পালন করলাম। আল্লাহর শপথ! আমি খুব তাড়াতাড়ি কূপ থেকে বের হতে পারিনি। কেননা কূপের জলধারা উথলে উঠল উত্তম ডেকচির পানির ন্যায়। এমনকি কূপটি পানিতে টাইটম্বর হয়ে উঠল। সফরের অভিযাত্রীদল এর চারিধার থেকে পানি সংগ্রহে লিপ্ত হয়ে গেল। সবাই পানি পান করে একযোগে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল।

১৯১. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অযূর বদনায় কে বিস্ময়কর ঘটনা ছিল, (অতীত) ধর্মীয় গ্রন্থে কেউ তার সাদৃশ্য দেখেনি।

১৯২. পাত্রটিকে বগলের নিচে রেখে দিয়ে অতঃপর দু'আ করলেন। (তার তৃপ্তি মিটিয়ে বাহান্নর জন সৈনিক পান করল, কোনো পাত্র খালি পড়েনি।

**এক বাটি পানি দ্বারা ৭২ জন লোকের তৃপ্তি লাভ**

ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহু আলাইহ হযরত কাতাদা রহমতুল্লাহু আলাইহ সূত্রে উদ্ধৃত করে বলেন যে, এক সফরে সৈন্যরা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তৃষ্ণার অভিযোগ করলে তিনি তাকে নির্দেশ করলেন নিচে রেখে বদনার পানিটুকু উপস্থিত লোকজনদের দিতে শুরু করলেন। তারা সবাই এক সঙ্গে তৃপ্তি মিটিয়ে পান করল, আর অযুও করল। সকলে নিজ পাত্র ভরে পানি পুরিয়ে নিল। তিনি বললেন, আর কোনো বাটি খালি পড়ে নেই তো? তখন আমার কাছে এরূপ মনে হয়েছিল যে, বদনার পানি ঠিক ততটুকুই থেকে গেছে, যতটুকু ছিল এর পূর্বে। সৈন্যদের সংখ্যা বাহান্নরজন ছিল।

১৯৩. বাহেলী গোত্র (যখন) দেখল যে, এক বাহেলী (মুসলমান)-এর ক্ষুধা (খাদ্য ভক্ষণ ব্যতীত) দূরীভূত হয়ে গেছে এবং সে তৃপ্ত হয়ে গেছে, তখন তারা সকলেই মুসলমান হয়ে গেছে।

### বাহেলী গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

আলোচিত ঘটনাটি ঐ হাদীস থেকে চয়ন করা হয়েছে, যা ইমাম ইবনে আসাকির রহমতুল্লাহু আলায়হ আবু গালিবের বর্ণনা সূত্রে হযরত আবু উমামাহ বাহেলী রহমতুল্লাহু আলায়হ থেকে উদ্ধৃত করে লেখেন যে, রাসূলুল্লাহ একবার আমাকে আমার স্বজাতির কাছে প্রেরণ করলেন। আমি নিতান্ত ক্ষুধার্ত ছিলাম। লোকেরা রক্ত পান করে যাচ্ছিল, তারা আমাকেও রক্ত পান করতে ডাকল। আমি তাদের বললাম, আরে আমি তো এলাম তোমাদের নিষেধ করতে। তখন আমাকে নিয়ে উপহাস করল। তারা আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করতে লাগল। আমি ক্ষুধার্ত যাতনা নিয়ে ফিরে এলাম। হঠাৎ নিদ্রায় আমি স্বপ্নে দেখলাম এক ব্যক্তি আমার নিকটে এসে দুধেভর্তি একটা বাটি দিল। আমি সেটা হাতে নিয়ে তৃপ্তি ভরে পান করলাম এমনকি আমার পেটটা ফুলে উঠল। এরপর আমার সমাজের লোকজন বলল, তোমাদের কাছে একলোক এসেছিল অথচ তোমরা তার সাথে দুর্ব্যবহার করে তাকে ফিরিয়ে দিলে। তার কাছে গিয়ে তাকে কিছু পানাহার করাবে এই তো সমীচীন ছিলো। অতএব তারা কিছু আহার্য ও পানীয় নিয়ে আমার কাছে এল। আমি বললাম, এখন তো পানাহারের প্রয়োজন নেই। তারা বলল, এইমাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে তুমি পিপাসা ও ক্ষুধায় অস্থির ছিলে। আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আহার করালেন, পানও করালেন। এই বলে আমি আমার ভরা পেটটা দেখলাম। এটা দেখে তারা সবাই একত্রে মুসলমান হয়ে গেল।

ইমাম আবু ইয়াল্লা রহমতুল্লাহু আলায়হ ও ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহু আলায়হ বিভিন্ন সূত্রে পরস্পরা এই হাদীসটি এরূপই উল্লেখ করেছেন।

১৯৪. দাউস গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে গেল। যখন দেখতে পেল উম্মে শুরাইককে তৃপ্তিভরে পানি পান করানো হয়েছে।

### উম্মে শুরাইক ও দাউস গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

ইতিহাসবিদ ইমাম ইবনে সা'আদ রহমতুল্লাহু আলায়হ ইমাম ওয়াকেরদী রহমতুল্লাহু আলায়হ সূত্রে, তিনি হযরত ওলীদ ইবনে মুসলিম রহমতুল্লাহু আলায়হ থেকে, তিনি হযরত মুনীর ইবনে উবাইদুল্লাহ রহমতুল্লাহু আলায়হ থেকে পরস্পরা বর্ণনা করেন যে, দাউস গোত্রের এক মহিলার স্বামী যার নাম আবুল আশকার মুসলমান হয়ে হযরত আবু হুরায়রা রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে উপনীত হলে আবুল আশকারের পরিবারের লোকজন তার স্ত্রী উম্মে শুরাইকের কাছে আসল। তারা বলল, সম্ভবত তুমিও মুসলমান হয়ে গেছ। তিনি মুসলমান হওয়ার কথা স্বীকার করলেন। তারা তাঁকে

দীন ছেড়ে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করল আর কষ্ট দিতে লাগল। এমনকি কিছুদিন পর্যন্ত পানি সরবরাহও বন্ধ করে দিল। যা দ্বারা তিনি সংজ্ঞাহীন ও অচেতন হয়ে পড়তেন; কিন্তু এত কিছু পরও তিনি সত্য দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রইলেন। তিনি পিপাসায় অস্থির হয়ে যাওয়ার পর সুদূর আকাশ থেকে এক বালতি পানি তাঁর ওপর নেমে এলো। ফলে সেখান থেকে কয়েকবার পানি পান করলেন আর সমগ্র মুখমণ্ডল ও শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। সমাজের লোকেরা সুখাল, তুমি পানি কোথায় পেলে? তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে আল্লাহ তা'আলাই পানি পান করিয়েছেন। তারা এতে সন্দেহ পোষণ করল এবং নিজ নিজ মশক দেখে নিল। অতঃপর নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, বাস্তবিক আল্লাহ তা'আলাই পান করিয়েছেন। এরপর তারা সবাই মুসলমান হয়ে গেল। তারা উম্মে শুরাইকে খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে লাগল।

১৯৫. একদিন জনৈক মহিলা চুলাতে আগুন ধরিয়েছে, অথচ সে অতি কষ্টে কালাতিপাত করছে।

১৯৬. সে চাক্কী ঘোরাতে লাগছে যেন কেউ তাদের অপমানজনক অভাবের কথা বুঝতে না পারে।

১৯৭. পাকানো রুটিতে চুল্লি ভরে গেল, চাক্কি থেকে অনর্গল চূর্ণ আটা বেরিয়ে আসতে লাগল।

**চাক্কি থেকে আটা বের হওয়া এবং রুটিতে ভরাট যাওয়া**

ইমাম বায়হাকী হযরত আবু সাঈদ রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-এর রিওয়াযাত দ্বারা বর্ণনা করেন যে, এক আনসারী দরিদ্র ব্যক্তি একবার ঘরে কোনো খাদ্য না থাকার কারণে বাইরে গেলেন। তাঁর স্ত্রী মনে মনে ভাবল যে, আমি যদি চাক্কি চালিয়ে রাখি এবং চুল্লিতে কিছু খেজুরের ঢালপালা ফেলে রাখি, তাহলে চাক্কির আওয়াজ আর চুলার ধোঁয়া দেখে মানুষ বুঝতে পারবে যে, আমাদের গৃহে রান্নার কাজ চলছে। আমরা অভাবী নই। এই ভেবে চুলাতে আগুন ধরাল আর চাক্কি ঘোরাতে লাগল। গৃহস্থামী চাক্কির ধ্বনি শুনে ফিরে এল। সে জিজ্ঞেস করল তুমি কি করছ? সে তার মনের সংকল্প খুলে বলল।

হঠাৎ দেখতে পেল যে, চাক্কিটা শুধু ঘুরছে আর ঘুরছে আর সেখান থেকে অনর্গল আটা বেরিয়ে আসছে। সুতরাং ঘরে যতটা পাত্র ছিল, সবগুলো চূর্ণ আটায় ভরাট হয়ে গেল। যখন চুলার কাছে সে রুটি পাকতে গেল। তখন দেখা গেল যে, চুলার ওপর রুটি আর রুটি। স্বামী এ দৃশ্য দেখে সোজা প্রিয় রাসূল ﷺ-এর কাছে চলে গেলেন। পুরো ঘটনা বর্ণনার পর তিনি বললেন, তুমি চাক্কিটি কি করেছ? তিনি বললেন, তার একটা পাটা ঝেড়ে মুছে সযত্নে রেখে এসেছি। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি যদি এটা না উঠাতে তাহলে তোমাদের গোটা জীবন এরূপই

চলে যেতো, চাক্কির আটা কখনো শেষ হতো না। এটাও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক মু'জিয়া।

১৯৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পথিমধ্যে) উম্মে মা'বাদের একটি ছাগল দেখতে পেলেন। তাতে দুধের একটি পোঁটাও ছিল না।

১৯৯. (তাঁর পবিত্র হাতখানি) ছাগীটির দুই স্তনের ওপর ফিরালেন, বুলিয়ে দিলেন পৃষ্ঠদেশ। পূর্বাবস্থার পরিবর্তন ঘটে তা হুষ্টপুষ্ট হয়ে গেল।

২০০. ছাগলটির ওলান দুধে টাইটুম্বর হয়ে গেল, তার দুধ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেল।

**পবিত্র হাতের ছোঁয়ায় দুর্বল ছাগীর ওলান থেকে দুধ বেরিয়ে আসা**

ইমাম ইবনে সাকান রহিমাহুল্লাহ প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর রহিমাহুল্লাহ হিজরতের সময় পথিমধ্যে দেখলেন যে, উম্মে মা'বাদের একটি ছাগী তাঁবুর পার্শ্বে দেখা গেল। সেটি স্থায়ী পালের সাথে দুর্বলতার কারণে যেতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উম্মে মা'বাদ! এ ছাগীটা কিরূপ? সে বলল, অত্যন্ত দুর্বল। তিনি বললেন, আমাকে এর দুধ পান করাও। সে বলল, এর কাছ থেকে দুধ আসবে কি করে? তিনি বললেন, আচ্ছা, তাহলে আমাকে অনুমতি দাও তো দেখি। আমি এর দুধ দোহন করব। সে বলল, আপনি যদি মনে করেন যে, এর দুধ দোহন করা যাবে তাহলে করে নিন। তিনি ছাগলটিকে আনলেন আর তাঁর পবিত্র হাতখানি ছাগীটার ওলানের ওপর ফেরালেন এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করত দু'আ করতেই ছাগীটা তার হাঁটু প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে গেল এবং দুধ বেরিয়ে এল। তিনি একটি বৃহৎ পাত্র আনলেন। দুধ দোহন করিয়ে পাত্রটি ভর্তি করে ফেললেন। তিনি নিজে পান করলেন এবং তাঁর সকল সঙ্গী-সাথীদেরকে পান করালেন। পুনঃ অনুরূপ অনেক পাত্র আনিয়া ভর্তি করে তাদের গৃহাভ্যন্তরে পাঠিয়ে আপন গন্তব্যস্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কাহিনীটা আরো দীর্ঘ ইমাম বাগ্বী রহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবনে মানযার রহিমাহুল্লাহ, ইমাম তাবারানী রহিমাহুল্লাহ ও ইমাম হাকিম রহিমাহুল্লাহ প্রমুখ এরূপই বর্ণনা করেছেন।

২০১. একটি ছোট ছাগী যে এখনো কোনো বাচ্চা জন্ম দেয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওলানে মুবারক হাত লাগালেন। তৎক্ষণাৎ ছাগীটির স্তন দুধে ভর্তি হয়ে ঝুলে পড়ল।

**মুবারক হাতের স্পর্শে ছাগীর ওলান থেকে দুধ বেরিয়ে আসা**

ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু আলিয়া রহিমাহুল্লাহ-এর রিওয়ায়াত দ্বারা বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কতিপয় সাহাবী সমবেত ছিলেন। তিনি তাঁর বিবিগণের নিকট খাদেম পাঠালেন। উদ্দেশ্য কোনো খাবার থাকলে যেন নিয়ে আসে। কিন্তু ঘরে কিছুই পাওয়া গেল না। তখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হলো একটি ছাগীর প্রতি, যা এখনো কোনো বাচ্চা জন্ম দেয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তার ওলানের ওপর মুবারক হাত ফিরালেন। তৎক্ষণাৎ ছাগীটির ওলান দুখে টইটুম্বর হয়ে বুলে পড়ল। তিনি তার দুধ দোহন করলেন। অতঃপর তিনি একটি বাটি চেয়ে আনলেন। তারপর আরো একাধিক বাটি আনলেন। এগুলোর মধ্য থেকে তাঁর স্ত্রীদের কাছে একটি করে বাটি পাঠালেন। এরপর পুনরায় দুধ দোহন করে সকলকে তৃপ্তি মিটিয়ে পান করালেন।

## ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

রাসূল ﷺ-এর দু'আ কবুল হওয়া সম্পর্কিত মু'জিয়াসমূহ

২০২. (সাহাবায়ে কেরাম) রাসূল ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলেন যে, শৈত্যের তীব্রতায় মসজিদে আসতে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। এসে যায় অলসতা।  
২০৩. অতঃপর (তাঁর দু'আর বরকতে শীতলতার স্থলে উষ্ণতায়) পাখা নিতে বাধ্য হতো। শৈত্যের তীব্রতা হয়ে গেল তাদের থেকে দূরীভূত ও প্রত্যাবর্তন।

রাসূল ﷺ-এর দু'আয় শৈত্যের বিলুপ্তি সাধন

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল মানযার রহমতুল্লাহু আলাইহ হযরত বেলাল রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, আমি একবার প্রচণ্ড শীতের মধ্যে মসজিদে আযান দিলাম। রাসূল ﷺ মসজিদে এসে কাউকে নামায়ে পেলেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজকে মানুষ নামায পড়তে আসেনি কেন? আমি আরজ করলাম, তারা শৈত্যের তীব্রতার কারণে আসেনি। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাদের থেকে শীত কষ্ট দূর করে দাও। হযরত বেলাল রহমতুল্লাহু আলাইহ বললেন, এর পর হতে লোকেরা ফরজ নামাযের জন্য আসতো অথচ তখন শীতলতার স্থলে উষ্ণতার কারণে তারা হাতে পাখা নিয়ে আসতো।

ইমাম ইবনে 'আলী রহমতুল্লাহু আলাইহ, ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহু আলাইহ ও ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহু আলাইহ এমনই বর্ণনা করেছেন।

২০৪. উবাদা রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর একটি চুলও সাদা হয়নি, অথচ তাঁর বয়স আশিতে প্রবেশ হয়েছে।

হাতের স্পর্শে হযরত উবাদা রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর চুল পরিপক্বা না হওয়া

ইমাম যুবাইর ইবনে বুকায় রহমতুল্লাহু আলাইহ হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সা'আদ রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর বর্ণনা থেকে রিওয়ায়াত করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হযরত উবাদা ইবনে সা'আদ যারকী রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর মাথায় হাত বুলিয়ে তার জন্য দু'আ করলেন। এর ফলাফল এ দাঁড়িয়েছে যে, মৃত্যুকালেও তাঁর মাথার একটি চুলও পাক ধরেনি। অথচ তাঁর বয়স ৮০ বছরের অধিক হয়েছিল।

২০৫. বুশাইর রাযাৎ আলহ-এর মাথায় রাসূল আল্লাহ-এর হস্ত স্থলে চুলের পদ্ধতা হয়নি।  
অথচ অবশিষ্টাংশ সাদা হয়ে গেল।

২০৬. তার মুখের তুতলামি দূরীভূত হয়ে গেছে রাসূল আল্লাহ-এর পবিত্র লালার বরকতে।

**মুবারক লালা দ্বারা তোতলামি দূরীভূত হওয়া**

ইমাম ইবনে আসাকির রাযাৎ আলহ ও ইবনে ইসহাক রমলী রাযাৎ আলহ বুশাইর ইবনে আকাবা আল-জুহনী রাযাৎ আলহ-এর রিওয়ায়াত দ্বারা বর্ণনা করে যে, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হলে আমি রাসূল আল্লাহ-এর খিদমতে কেঁদে কেঁদে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, কাঁদছ কেন? তুমি কি এতে খুশি নও যে, আমি হব তোমার পিতা আর আয়েশা হবে তোমার মাতা। এতটুকু বলেই তিনি তাঁর পবিত্র হাতখানি আমার মাথার ওপর বুলিয়ে দিলেন। এর প্রভাব এত প্রতিফলিত হয়েছিল যে, আমার শেষ বয়সে বার্বক্যের ফলে মাথার সব চুল পেকে গিয়েছিল, কিন্তু যে জায়গায় তিনি হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, সে অংশের চুল মোটেও পাকেনি; বরং কালোই থেকে গেল। আমার মুখে যে তোতলামি ছিল রাসূল আল্লাহ স্বীয় মুখের মুবারক লালা তাতে লাগিয়ে দিলে সেটাও অপসৃত হয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? আমি আরজ করলাম 'বাজাইর'। তিনি আমার নাম পরিবর্তন করে বুশাইর রাখলেন।

২০৭. রাসূল আল্লাহ জনৈক ইহুদির সৌন্দর্যের জন্য দু'আ করলেন, তার চেহারা ফাঠল হতে নিরাপদ হয়ে গেল, অথচ সে বার্বক্যে পৌঁছে গেল।

**ইহুদির সৌন্দর্যের জন্য রাসূল আল্লাহ-এর দু'আ**

ইমাম মুহিউদ্দীন আবদুর রায্যাক রাযাৎ আলহ হযরত মা'মার রাযাৎ আলহ রিওয়ায়াত দ্বারা হযরত কাতাদাহ রাযাৎ আলহ থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন এক ইহুদি তার উষ্ট্রীর দুধ দোহন করত রাসূলুল্লাহ আল্লাহ-এর সম্মুখে পেশ করলেন। রাসূল আল্লাহ তার দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য দু'আ করলেন। রাসূল আল্লাহ-এর দু'আর বরকতে তার সবগুলো চুল কালো বর্ণ ধারণ করল। আর তার চেহারা সুন্দর রূপ ধারণ করল। তার চুলের ন্যায় এত কালো চুল তার সমকালে কারোই ছিল না। অথচ তার বয়স নব্বই বছর হয়েছিল।

২০৮. নবীজী আল্লাহ এর দু'আর বরকতে হযরত সা'আদ (রা.)-এর দু'আ কবুল হওয়া। তিনি কোনো বিষয়ে দু'আ করতেন অনতি বিলম্বে তা কবুল হয়ে যেতো।

**হযরত সা'আদ রাযাৎ আলহ-এর জন্য রাসূল আল্লাহ-এর দু'আ**

ইমাম হাকিম রাযাৎ আলহ হযরত কাইস রাযাৎ আলহ সূত্রে হযরত সা'আদ রাযাৎ আলহ-এর রিওয়ায়াত দ্বারা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম আল্লাহ একবার হযরত সা'আদ রাযাৎ আলহ-



এর জন্য দু'আ করলেন, হে প্রভু! তোমার কাছে সা'আদ যখন দু'আ করবে, তখনই তা কবুল করে নিও। এই ত্রিফা একরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল যে, কখনো এমন হয়নি যে, সা'আদ দু'আ করছিলেন আর সেটা কবুল হয়নি। হযরত সা'আদ রাঃ-এর কারামতটি রাসূল সঃ-এর মু'জিয়া স্বরূপ।

ইমাম তিরমিযী রাঃ এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন।

২০৯. হযরত 'আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ রাঃ-এর বেচাকেনার মধ্যে বরকত দেওয়া হয়েছে। সামান্য মাটিও তুলে নিলে তাতেও উপকার হতো।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাঃ-এর জন্য রাসূল সঃ-এর দু'আ

ইমাম বুখারী রাঃ ও ইমাম মুসলিম রাঃ হযরত আনাস রাঃ-এর রিওয়ায়াত হতে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাঃ-এর ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে ও সমৃদ্ধির জন্য দু'আ করেছিলেন।

ইমাম বায়হাকী রাঃ ঘটনার বর্ণনা আরো বাড়িয়ে বলেন যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাঃ নিজ জবানবন্দিতে বলেন, এরপর আমার অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, আমার হাতে কখনো পাথর এলেও আমার আস্থা এসে যেতো যে, এ পাথর খানির তলদেশে আমি সোনা রূপার সন্ধান পাব। আমি আমার হাতে সামান্য মাটি তুলে নিলেও তাতে অপরিহার্য রূপে উপকারই হতো।

২১০. রাসূল সঃ আহলে বাইত (পরিবার)-এর সকল সদস্যকে একটি চাদরে আবৃত করে দু'আ করলে দরজার আলিন্দও আমীন বলল।

২১১. দু'আ করলেন তারা যেন জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিরাপদ থাকে এবং পুত-পবিত্র থাকে হীন চরিত্র হতে।

২১২. আলিন্দের সমর্থন করত দেওয়ালগুলোও বলেছে আমীন উচ্চঃস্বরে।

রাসূল সঃ-এর দু'আয় ঘরের দেয়াল ও আলিন্দের আমীন বলা

ইমাম বায়হাকী রাঃ ও ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রাঃ হযরত আবু সায়েদ সাদ্দী রাঃ-এর বৃত্তান্ত থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সঃ হযরত আব্বাস রাঃ-এর কাছে বিবৃতি দিলেন যে, আগামীকাল আমি না আসার পূর্বে তোমার বাড়ি থেকে তুমি কোথাও যেতে পারবে না। কেননা, তোমার কাছে আমার একটা কাজ আছে। ঘরের সকলকে বললেন, তোমরা সকলে মিলেমিশে বসে পড়ো। সবাই একসাথে বসে পড়লে তাদের সবাইকে একটি চাদর দিয়ে ঢেকে নিয়ে এই দু'আ করলেন যে, আল্লাহ! ইনি আমার চাচা আর পিতৃ সাদৃশ্য। অপর দিকে এরা আমার পরিবার। তুমি তাদেরকে দোষখের আগুন থেকে এমনিভাবে রক্ষা করো যেমনিভাবে আমি তাদেরকে চাদর দিয়ে ঢেকে নিয়েছি। এ

দু'আর সাথে সাথে গৃহের আলিন্দ ও দেয়ালগুলো তিন তিন বার 'আমীন' বলল অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি কবুল করে নাও ।

২১৩. তিনি আল্লাহর বিধানকে রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট এমনি পৌঁছালেন যে, রাষ্ট্রদূতদের হস্তে প্রেরণ করলেন বার্তা বহর ।

২১৪. প্রচারের কাজে দূতগণ প্রত্যেক জাতির ভাষা বলতে স্পষ্টভাবে সক্ষম হয়েছে ।

রাসূলুলহ ﷺ-এর দূতগণের বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলতে সক্ষম হওয়া

ইমাম ইবনে সা'আদ রহমতুল্লাহু হযরত বুরাইদা রহমতুল্লাহু, ইমাম যুহরী রহমতুল্লাহু এবং হযরত ইয়াযীদ ইবনে রুমান রহমতুল্লাহু ও হযরত শা'বী রহমতুল্লাহু-এর রিওয়ায়াত থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূল ﷺ ঐশীধর্ম প্রচারার্থে বিভিন্ন রাষ্ট্রে কতিপয় দূত পাঠালেন । তিনি তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর কল্যাণের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখবে । সে দূতবর্গ যখনই যে জাতির কাছে গিয়েছিলেন তখন তাদেরই ভাষায় তাঁরা কথাবার্তা চালিয়ে যেতেন । নবীজীর কাছে এরূপ ঘটনার উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করে থাকেন ।

২১৫. ইবনে জাহাশ রহমতুল্লাহু-কে খেজুরের ঢাল প্রদান করলে তা দস্তহীন তরবারিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় ।

রাসূল ﷺ-এর প্রদানকৃত খেজুরের শাখা তরবারিতে পরিণত হওয়া

ইমাম আবদুর রায্যাক রহমতুল্লাহু বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রহমতুল্লাহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে নিবেদন করলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ । আমার তরবারি তো ভেঙে যাচ্ছে! একথা শোনার সাথে সাথেই রাসূল ﷺ তাকে খেজুর গাছের একটি লাকড়ি এনে দিলেন । এটি তার হাতে আসার পরই অলৌকিকভাবে তরবারিতে পরিণত হলো ।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁর

ইশ্তিকালের পরবর্তীকালে সংঘটিত মু'জিয়াসমূহ

২১৬. তিনি সুসংবাদ ও দুঃসংবাদ সম্পর্কে অনেক অদৃশ্যের খবর দিয়েছেন ।

২১৭. নাজ্জাশী যেদিন ঈমান এনে মৃত্যুবরণ করেন ঠিক সেদিনই কোনো প্রকার সংশয় ও সন্দেহ ছাড়া লোকদেরকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানান ।

নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান

ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহু ও ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহু হযরত আবু হুরায়রা রহমতুল্লাহু থেকে উল্লেখ করেন যে, নাজ্জাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করল ঠিক সেদিনই রাসূলুল্লাহ

কোনো প্রকার সংশয় ও সন্দেহ ছাড়াই নাজ্জাশীর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করলেন। তিনি লোকজন নিয়ে ঈদগাহ ময়দানের দিকে নামাযের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। কাতার সাজিয়ে চার তাকবীরের সাথে তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন।

২১৮. তিনি লোকদেরকে পারস্য রাজ্যের ধনভাণ্ডার প্রাপ্তির সংবাদ প্রদান করেন যে, তার ওপর এমনিভাবে অধিকার স্থাপন করবে যেমনিভাবে মধু মক্ষিকার বাসা থেকে মধু সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

### মুসলমানদেরকে পারস্যের ধনভাণ্ডার প্রাপ্তির সু-সংবাদ প্রদান

ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহি  
আলায়হ ও ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহি  
আলায়হ হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ রহমতুল্লাহি  
আনহু থেকে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন একদিন আসবে, যখন মুসলমানদের একটি দল পারস্যরাজা কিসরার ধনভাণ্ডারের ওপর এমনিভাবে অধিকার স্থাপন করবে, যেমনিভাবে মক্ষিকার বাসা থেকে মধু সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ফলে অনুরূপই হয়েছিল। হযরত জাবির রহমতুল্লাহি  
আনহু বলেন, আমি আর আমার আব্বাও সেই দলভুক্ত ছিলাম, যে দল সে বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেছিল। কিসরার রাজভাণ্ডার থেকে আমরাও সহস্র দিরহাম পেয়েছিলাম।

২১৯. তেমনিভাবে ইরাকে আরব অনারব ও মিশর সম্পর্কে সু-সংবাদ দিয়েছেন যে, মুসলমানরা বল্লম ও তরবারি নিয়ে বিজয় করবে।

### মিসর দেশ বিজিত হওয়ার সু-সংবাদ প্রদান

ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহি  
আলায়হ হযরত কা'আব ইবনে মালিক রহমতুল্লাহি  
আনহু-এর রিওয়ায়াত থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তোমরা যখন মিশর রাজ্য জয় করবে, তখন 'কিবতী' সম্প্রসারের সাথে সদ্যবহার করবে। কেননা, তাদের সাথে নবীগণের জিম্মাদারী ও আত্মীয়তা রয়েছে। পরিশেষে রাসূলের ইস্তিকালের পর মিশর বিজিত হলো।

ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহি  
আলায়হ এরূপই তাঁর গ্রন্থে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

২২০. রাসূল সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিলেন যে, মুসলমানগণ শুরনদীর মধ্য দিয়ে এরূপ যুদ্ধ যাত্রা করবে তাদের মনে হবে যেন রাজা-বাদশা অধিষ্ঠিত থাকবে রাজকীয় সিংহাসনে।

### শুর নদী পথে মুসলমানদের যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ প্রদান

ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি  
আলায়হ ও ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহি  
আলায়হ হযরত আনাস ইবনে মালিক রহমতুল্লাহি  
আনহু-এর রিওয়ায়াত হতে বর্ণনা করেন যে, একবার নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে হারামের কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ সেখানে তিনি শয়ন করলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। উম্মে হারাম রহমতুল্লাহি  
আনহু হাসার কারণ

জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার উম্মতের কিছু লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তারা যুদ্ধ যাত্রা করবে গুরনদীর মধ্য দিয়ে। এরূপ মনে হবে তাদের যে, তারা যেন রাজা বাদশাহ্। তারা অধিষ্ঠিত থাকবে রাজকীয় সিংহাসনে। উম্মে হারাম বলেন; আমি নিবেদন করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন আপনি আমার জন্য এ দু'আটি করুন। তিনি দু'আ করলেন। সুতরাং হযরত মু'আবিয়ার রাযিহু আনহু-এর আমলে এ যুদ্ধটি হয়েছিল। আর উম্মে হারাম সে যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

২২১. (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী:) পারস্য রাজ্য হয়ে গেছে খণ্ড-বিখণ্ড, অতঃপর তার রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা থাকেনি আর প্রতিষ্ঠিত।

### পারস্য রাজ্য ও রোম রাজ্যের অধঃপতনের সংবাদ প্রদান

ইমাম বুখারী রাযিহু আলাইহি ও ইমাম মুসলিম রাযিহু আলাইহি হযরত আবু হুরায়রা রাযিহু আনহু-এর ঘটনা থেকে বর্ণনা দেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেলে পুনঃ পারস্যরাজ্য আর থাকবে না। এরূপে রোমানরাজ্যের ধ্বংস সাধনের পর রোমান রাজ্য আর অবশিষ্ট থাকবে না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, তোমরা সেই দু'সাম্রাজ্যের রাজ ভাণ্ডারকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে থাকবে। সুতরাং তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পারস্য সাম্রাজ্য রোমান সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিল। এর পর রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা আর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি।

২২২. পশ্চিমা এলাকা মুসলমানদের জন্য হয়ে গেল নিরাপদ, উন্নত ও সম্মানিত।

### পশ্চিমাদের জন্য সু-সংবাদ প্রদান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পশ্চিম অধিবাসীদের মধ্য থেকে একদল সর্বদা আলাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকবে। অতএব অদ্যবধি সেখানে ন্যায়-নিষ্ঠ দলের উপস্থিতি রয়েছে।

২২৩. রোম রাজ্যের সঙ্গে সদা-সর্বদা সংঘাত চলতে থাকবে।

২২৪. তাদের একটি দল ধ্বংস হলে দ্বিতীয় দল তার প্রতিনিধিত্ব করতো। যুদ্ধ তাদের মধ্যে পানি তোলার ঢোলের মতো ছিল।

### রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের মাঝে যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদ প্রদান

হযরত হারিস ইবনে আবু উসামা রাযিহু আনহু হযরত ইবনে মাহরীয় রাযিহু আনহু-এর রিওয়ায়াত দ্বারা বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের একটি বা দু'টি যুদ্ধ হবে; কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের সাথে অনেক যুদ্ধ হবে। তাদের একটি দল ধ্বংস হয়ে গেলে দ্বিতীয় দল তার প্রতিনিধিত্ব করবে। সুতরাং ঘটনা এরূপই ঘটেছিল।

২২৫. সমগ্র বিশ্বে জনগণ এমন নিরাপত্তা ভোগ করবে যে, পর্দানশীন মহিলাগণও রাত্রিকালীন সফর করবে অথচ তাদের কোনো ভয়-ভীতি থাকবে না ।

### জনগণকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গে সংবাদ প্রদান

ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহু আলায়হ ও ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহু আলায়হ হযরত আদী ইবনে হাতিম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর রিওয়ায়াত থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে উপস্থিত ছিলাম । এক লোক তাঁর সমীপে এসে ক্ষুধা দারিদ্রের অভিযোগ করল । অনতিবিলম্বে আরেক লোক এসে ডাকাতদের কারণে পথে বিপজ্জনক হওয়ার অভিযোগ করতে লাগল । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওহে আদী ইবনে হাতিম । যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে, পুরুষ লোকেরা তো স্বাভাবিক, নারীসমাজও হীরাহ এলাকা থেকে সফর করে পবিত্র কা'বা ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছবে । আর তারা একমাত্র এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না । হযরত আদী ইবনে হাতিম রহমতুল্লাহু আলায়হ বলেন, আমি আমার জীবদ্দশায় পরবর্তীতে এরূপই দেখেছি ।

ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহু আলায়হ বলেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর শাসনামলে ঘটনা এরূপই প্রকাশ পেল ।

২২৬. অর্থ-সম্পদের এমন প্রাচুর্য হবে যে, গরিব অভাবীকে তুমি ভিক্ষা করতে দেখতে পাবে না ।

### সম্পদের প্রাচুর্য সংক্রান্ত সংবাদ প্রদান

ইমাম আবু নু'আইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহু আলায়হ হযরত 'আউফ ইবনে মালিক রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর রিওয়ায়াত থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলেন যে, তোমরা কি দারিদ্রকে ভয় পাও । সৃষ্টিকর্তা তোমাদের জন্য, পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যকে বিজয়ী করে দেবেন । যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ক্রটি দেখা দেয়, তাহলে তা দেখা দেবে একমাত্র এ দুনিয়া তথা পার্থিব সম্পদের কারণেই ।

২২৭. যারা দীন থেকে এরূপ দূরে সরে যাবে যে, চেহারা চিহ্নাদি ব্যতীত তাদের মধ্যে দীন ও আমল থাকবে না ।

### একটি সম্প্রদায়ের ধর্ম থেকে বের হয়ে যাবার সংবাদ

ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহু আলায়হ ও ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহু আলায়হ হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর রিওয়ায়াত থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে উপস্থিত ছিলাম । তিনি তখন গনিমতের মালামাল বন্টন করছিলেন । ঘটনাক্রমে যুল খুয়াইসারা এসে পড়ল । সে বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল !

একটু ইনসাফের সাথে বন্টন করুন। রাসূল ﷺ বললেন, আরে হতভাগা, আমি যদি ইনসাফের সাথে বন্টন না করি, তাহলে কে বন্টন করবে? হযরত ফারুক আযম রাঃ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এর গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন, তাকে যেতে দাও। কেননা, তার সাথীদের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি হবে যাদের নামায-রোযা দেখে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজ নিজ নামাযকে তুচ্ছ মনে করতে লাগবে। তাদের রোজার তুলনায় তোমাদের কাছে তোমাদের রোজা তুচ্ছ মনে হবে। তারা এমন সুন্দর ভঙ্গিতে কুরআন তিলাওয়াত করবে যে, তার প্রভাব তাদের কর্ণালী ছাড়িয়ে তাদের অন্তর পর্যন্ত পৌঁছবে না। তারা ইসলাম থেকে এরূপ দূরে সরে যাবে যে রূপ ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। দৈহিক গঠন প্রণালীতে তারা কালো বর্ণের হবে। তাদের একটি বাহু রমণীদের স্তনের ন্যায় হবে। তারা এমন একটি গোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ করে বসবে যারা হবে সর্বোত্তম ফেরকা বা গোষ্ঠী।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে এ কথা নিজে শুনেছি আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাঃ উপরে উল্লিখিত লোকের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। আমি ছিলাম তাঁরই সঙ্গে। অতএব উল্লিখিত ধরনের খোঁজ নেওয়া হলো, তাদেরকে পাওয়া গেল। এরপর তাদের আনয়ন করা হলে আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলাম যে, তারা হুবহু সেরূপেই বিদ্যমান, যে রূপ বৃত্তান্ত স্বয়ং রাসূল ﷺ দিয়েছেন।

২২৮. তিনি অগ্নি বের হওয়ার সংবাদ দিলেন যার আলোতে বসরা নগরীতে উটের গর্দানগুলো চমকে উঠবে।

### হিজাবের মাটি থেকে অগ্নি বের হওয়ার সংবাদ প্রদান

ইমাম হাকিম রাঃ আল্লাহ হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-এর রিওয়ায়াত হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে পর্যন্ত না হিজাব থেকে একটি আগুন বের হবে, যার ফলে বসরা নগরীতে উটের গর্দানগুলো চমকে উঠবে, সে পর্যন্ত মহা প্রলয় সংঘটিত হবে না।

২২৯. রাসূল ﷺ-এর আগাম বার্তা সবগুলো সম্পন্ন হয়ে গেছে, (আর যা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি) অচীরেই তা হবে।